সপ্তম অধ্যায়

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সর্বজনস্বীকৃত ও গৃহীত। আমাদের দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর জনসাধারণের আমানত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ৰেত্রে ঋণ প্রদান করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ।

শিখনফল

- অর্থের ধারণা এবং অর্থের প্রকারভেদ
- অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা এবং প্রধান কার্যাবলি
- ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলি
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনা
- কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের গুরৰত্বপূর্ণ ব্যাংকসমূহের ভূমিকা
- চার্ট অঙ্কন করে বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা প্রদর্শন

অধ্যায়ের গুরৰত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

- **অর্থ :** আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সর্বজনস্বীকৃত ও গৃহীত। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, দ্রব্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।
- **অর্থের প্রকারভেদ :** তৈরির উপকরণের দিক থেকে অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. ধাতব মুদ্রা ও ২. কাগজি নোট।
- **বিহিত অর্থ :** যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে বিহিত অর্থ বলে। বিহিত অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. অসীম বিহিত অর্থ ও ২. সসীম বিহিত অর্থ।
- **ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ :** বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা–পাওনা পরিশোধ করতে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংকসৃষ্ট অর্থ প্রচলিত রয়েছে।
- **বাণিজ্যিক ব্যাংক :** যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন।
- **কেন্দ্রীয় ব্যাংক :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এটি সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থেকে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরৰণ, মুদ্রা বাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ৰমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তাই এর প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয় বরং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রৰা, উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণ।
- **বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা :** আমাদের দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর জনসাধারণের আমানত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ৰেত্রে ঋণ প্রদান করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। অন্যদিকে বিশেষ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্যবিমোচনের লৰ্যে পরিচালিত হচ্ছে বিশেষায়িত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ কোনটি?

ক ঋণদান ● আমানত গ্রহণ
গ অর্থ স্থানান্তর করা ঘ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি

২. নিচের কোন মুদ্রা যেকোনো পরিমাণে লেনদেন করা যায়?

ক ২ টাকার কয়েন খ ২ টাকার কাগজি মুদ্রা
গ ৫ টাকার কয়েন ● ৫ টাকার কাগজি মুদ্রা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

আরিফ তার সঞ্চিত অর্থ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখে। বছর শেষে সে তার জমাকৃত অর্থ অতিরিক্ত অর্থসহ উত্তোলন করে।

৩. আরিফের লেনদেনকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

ক বাংলাদেশ ব্যাংক খ সমবায় ব্যাংক
● সোনালী ব্যাংক ঘ গ্রামীণ ব্যাংক

৪. দেশের অর্থনীতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান হচ্ছে–

i. পুঁজি গঠন করা
ii. মুদ্রার মান সংরক্ষণ
iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii ● i ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ব্যাংক ব্যবস্থা

রত্না একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার প্রতিষ্ঠান জনগণকে ঋণ দিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে তার বান্ধবীও অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এটি জনগণের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে এবং এর বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে।

ক. বিনিময় প্রথা কী?
খ. সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থের কার্যাবলি বর্ণনা কর।
গ. রত্নার প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রত্নার প্রতিষ্ঠানের সাথে তার বান্ধবীর প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য একটি দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাই হলো বিনিময় প্রথা।

খ সঞ্চয়ের বাহনরূপে কাজ করে থাকে অর্থ। মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চায়। কিন্তু দ্রব্য পচনশীল হওয়ায় তা জমিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তবে অর্থের কোনো ক্ষয় নেই বলে এটি সঞ্চয় করা নিরাপদ ও সুবিধাজনক। এজন্য মানুষ তার উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে অর্থ সঞ্চয় করে। এভাবে অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে থাকে।

গ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যের প্রকৃতিগত দিক বিশ্লেষণে রত্নার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবদান অপরিসীম। একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা মূলত ওই দেশের দ্রব্য ও সেবার দামস্তরের স্থিতিশীলতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দামস্তর, মুদ্রাস্ফীতি ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দামস্তরের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বাজারে টাকার যোগান বাড়াতে বা কমাতে পারে। রত্নার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থের যোগানের হ্রাস, বৃদ্ধি করতে পারে। মূলধন গঠন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তথ্য, পরামর্শ প্রদান করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এভাবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে যা উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণ। সুতরাং বলা যায়, রত্নার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি দেশের সমগ্র আর্থিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ কার্যের প্রকৃতিগত দিক বিশ্লেষণে রত্নার বান্ধবীর কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক, যার সাথে রত্নার কর্মরত প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক উভয়ই আর্থিক প্রতিষ্ঠান। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা সচল করতে উভয়ের রয়েছে নানামুখী ভূমিকা। তবে কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি এবং পরিধিগত দিক বিশ্লেষণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রত্না যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে তা দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং তার বান্ধবী যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তা একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ দুটি ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত মুনাফাকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য জনগণের সার্বিক উন্নয়ন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা, ক্লিয়ারিং হাউস, নোট প্রচলনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। দেশের অন্যান্য বাণিজ্য ব্যাংকগুলোর ঋণদান নিয়ন্ত্রণসহ সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান। উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, রত্নার প্রতিষ্ঠানের সাথে তার বান্ধবীর প্রতিষ্ঠানের বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও এ দুটি ব্যাংক–ই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে একে অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন– ২ বিনিময় প্রথা ও অর্থ

হারুনের স্ত্রীর একটি শাড়ির খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তার কাছে একটি ছাগল ছাড়া কিছুই নেই। হারুন তার ছাগল নিয়ে তাঁতির কাছে গেলে তাঁতি একটি শাড়ির বদলে ছাগল নিতে চায়। কিন্তু হারুন একটি শাড়ির বদলে ছাগলটি দিতে রাজি হয়নি। পরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এ অসুবিধা দূর হয়।

ক. বিহিত অর্থ কাকে বলে?
খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়?
গ. হারুন তাঁতির কাছে গিয়ে শাড়ি কিনতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সবার কাছে গ্রহণযোগ্য দ্রব্যটির ভূমিকা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে বিহিত অর্থ বলে।

খ নিকাশঘর বলতে ব্যাংকের বার্ষিক দেনা–পাওনার হিসাব নিষ্পত্তিকারী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। দৈনন্দিন ব্যবসায়–বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পোস্টাল অর্ডারের আদান–প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার বা দেনাদার হয়। এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে কত পাওনা বা কত দেনা তার সর্বশেষ হিসাব সংরক্ষণকে নিকাশ বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ কাজটি নিষ্পত্তি করে বলে একে নিকাশঘর বলা হয়। অর্থাৎ নিকাশঘর হলো দেনা–পাওনা নিষ্পত্তিকারী প্রতিষ্ঠান।

গ দ্রব্য বিনিময় প্রথার অন্যতম অসুবিধা দ্রব্য বিভাজনজনিত সমস্যা এবং মূল্যগত কারণে হারবন তাঁতির কাছে গিয়ে শাড়ি কিনতে পারেনি। দ্রব্য বিনিময় প্রথা হলো মানুষের অভাব পূরণের জন্য এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যের বিনিময় করা। এ প্রথায় লেনদেন করতে গিয়ে মানুষকে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দ্রব্য বিভাজন সমস্যা এসব সমস্যার মধ্যে অন্যতম একটি, যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে উদ্দীপকের হারবন। উদ্দীপকে দেখা যায়, হারবনের স্ত্রীর একটি শাড়ির প্রয়োজন। তাই সে তার একমাত্র সম্বল ছাগলটি নিয়ে তাঁতির কাছে যায়। কিন্তু তাঁতি কেবল একটি শাড়ির বিনিময়েই ছাগলটি নিতে চায়। হারবন একটি শাড়ির বিনিময়ে ছাগলটি দিতে রাজি হয় না। কারণ শাড়ির মূল্যের তুলনায় ছাগলের মূল্য অনেক বেশি। তাই হারবন শাড়ির মূল্যের বিনিময়ে ছাগলটিকে বিভাজন করতে পারবে না। মূলত দ্রব্য বিভাজনে অসুবিধা থাকায় হারবন তাঁতির প্রস্তাবটি মেনে নিতে রাজি হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ দ্রব্য বিভাজনে অসুবিধা এবং দ্রব্যের মূল্যের অসামঞ্জস্যতার কারণে হারবন তাঁতির কাছে গিয়ে শাড়ি কিনতে ব্যর্থ হয়।

ঘ উদ্দীপকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যে দ্রব্যটি আবিষ্কৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা হলো অর্থ; যা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গতিশীলতা সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করছে। অর্থ আধুনিক জীবনে লেনদেনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত একটি বাহন। এটি দেশের সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত, যা মূল্যের পরিমাপক, দেনাপাওনা মেটানোর উপায়, সঞ্চয়ের বাহন এবং ঋণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট বাহন হিসেবে অর্থ সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটি উপায়। উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূরীকরণের প্রেক্ষিতে অর্থের উদ্ভব হয়েছে। দ্রব্যের অসামঞ্জস্যতা, অভাবের অমিল, মূল্যজনিত সমস্যার কারণে দ্রব্য বিনিময় প্রথা অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর এ প্রেক্ষিতে উদ্ভব হয়েছে অর্থের, যা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিধি বৃদ্ধি করেছে। দ্রব্যের লেনদেনে অর্থকে বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার ফলে সব ধরনের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকাজের মূল্য পরিমাপ করা সহজতর হয়েছে। আধুনিককালে অর্থ সমন্বয়ের বাহন হিসেবে সহজ ও নিরাপদ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এ সঞ্চয় থেকেই মূলধন সাধিত হয়, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টিতে অর্থের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ, অর্থ মূল্য স্থানান্তর, তারল্যের মান, সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ অর্থ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : অর্থ বলতে বোঝায় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এমন একটি বস্তু বা দ্রব্যকে, যা দৈনন্দিন দেনা–পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত।

অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, দ্রব্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সবচেয়ে সহজ এবং সবার কাছে স্বীকৃত একটি বিনিময় মাধ্যম। বিভিন্ন দেশে অর্থকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন– বাংলাদেশের টাকা, ভারতে রুপি, আমেরিকায় ডলার এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এটি ইউরো নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে এমন এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বোঝায়, যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ জমা রেখে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। এ উদ্দেশ্য পূরণে এ ব্যাংকসমূহ স্বল্প সুদে গ্রাহকদের অর্থ আমানত রাখে এবং তুলনামূলক বেশি সুদে গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : নিকাশঘর বলতে ব্যাংকের বাৎসরিক দেনা–পাওনার হিসাব নিষ্পত্তিকারী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

দৈনন্দিন ব্যবসা–বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পোস্টাল অর্ডারের আদান–প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে কত পাওনা বা কত দেনা তার সর্বশেষ হিসাব সংরক্ষণকে নিকাশঘর বলা হয়। অর্থাৎ নিকাশঘর হলো দেনা–পাওনা নিষ্পত্তিকারী প্রতিষ্ঠান।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। উৎপাদন, বিনিময়, ভোগবন্টন, সঞ্চয় প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি অর্থের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অর্থের প্রধান কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ছত্রযুগলের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় :

"Money is a matter of functions four a medium, a measure, a standard, a store" অর্থাৎ অর্থের কাজ হলো চার– মাধ্যম, পরিমাপক, মান ও ভান্ডার"।

অর্থের প্রধান কার্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **বিনিময়ের মাধ্যম :** অর্থ প্রধানত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে লোকে সরাসরি পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময় না করে অর্থের বিনিময় করে। পরে সে অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে। সব দ্রব্যই অর্থের মাধ্যমে কেনাবেচা হয়। এভাবে অর্থ বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

২. **মূল্যের পরিমাপক :** অর্থ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে সকল প্রকার পণ্য ও সেবাজাত দ্রব্যের মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অন্য দ্রব্য কী পরিমাণ পাওয়া যাবে তা অর্থের মাধ্যমে সহজেই নির্ধারণ করা যায়। এ কারণে অর্থ মূল্য পরিমাপের সাধারণ মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩. **স্থগিত লেনদেনের মান :** অর্থ মানুষের ভবিষ্যৎ দেনাপাওনার হিসাব–নিকাশে সাহায্য করে। আধুনিক সমাজের আর্থিক লেনদেনের বেশিরভাগই ধারে চলে। এসব দেনা–পাওনার হিসাব–নিকাশ অর্থের মাধ্যমে করা হয়। কারণ দ্রব্যের মূল্য সহজেই পরিবর্তিত হয়। কিন্তু অর্থের মূল্য সহজেই পরিবর্তিত হয় না। এ জন্য অর্থ স্থগিত লেনদেনের মান হিসেবে কাজ করে।

৪. **সঞ্চয়ের বাহন :** অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। মানুষ তার আয়ের সবটাই বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় করে না। সে আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়। অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থির বলে অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করা নিরাপদ ও সুবিধাজনক। এজন্য মানুষ উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে তার মূল্য অর্থের মাধ্যমে ধরে রাখে। এভাবে অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

৫. **ঋণের ভিত্তি :** অর্থ ঋণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র লেনদেন পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন : চেক, ব্যাংক ড্রাফট্, হুন্ডি ইত্যাদি। আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র প্রচলন করে থাকে। সুতরাং অর্থই হলো সকল প্রকার ঋণের ভিত্তি।

৬. **মূল্য স্থানান্তরের বাহন :** অর্থ প্রচলনের ফলে মানুষ তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সহজেই স্থানান্তর করতে পারে। মানুষ কোনো দ্রব্যসামগ্রী বা সম্পত্তি এক স্থানে বিক্রি করে তার মূল্য অর্থের মাধ্যমে গ্রহণ করে এবং ওই অর্থ দ্বারা সে অন্য যে কোনো স্থানে দ্রব্যসামগ্রী বা সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে। এভাবে অর্থ মূল্য স্থানান্তরের বাহন হিসেবে কাজ করে।

৭. **তারল্যের মান :** আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, অর্থ তারল্যের মান হিসেবে কাজ করে। অর্থ হলো সর্বাপেক্ষা তরল সম্পদ। অর্থের সাহায্যে যেকোনো দ্রব্য যেকোনো সময় ক্রয় করা যায়। এজন্য অর্থকে সম্পদের তরল আকার বলা হয়।

৮. **সামাজিক মর্যাদার প্রতীক :** আধুনিককালে অর্থের মাধ্যমেই মানুষের সামাজিক অবস্থান ও প্রভাব প্রতিপত্তির মূল্যায়ন করা হয়। অর্থাৎ অর্থ মানুষের সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

৯. **মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি :** অর্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক শক্তি জোগায়। নগদ অর্থ হাতে থাকলে মানুষ তার যে কোনো প্রয়োজন সহজেই মেটাতে পারে। এজন্য অর্থ মানুষের মনের সাহস মেটাতে পারে। এজন্য অর্থ মানুষের মনের সাহস ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক জগতে অর্থ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি পালন করে থাকে। অর্থ দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার সকল অসুবিধা দূর করেছে। ফলে বিনিময় সহজ ও উন্নত হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আধুনিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়াও ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরকে ঋণ প্রদান করা, দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা, জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি কার্যাবলির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **আমানত গ্রহণ :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত তিন প্রকার আমানত গ্রহণ করে যথা : ক. চলতি আমানত, খ. সঞ্চয় আমানত এবং গ. স্থায়ী আমানত।

২. **ঋণদান করা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হলো ঋণ প্রদান করা। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল লক্ষ হলো মুনাফা অর্জন করা। এজন্য জনসাধারণের নিকট হতে আমানত হিসেবে প্রাপ্ত

অর্থ হতে ব্যাংক বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ দেয়া এবং ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে যে সুদ আদায় করে তার পার্থক্য হলো ব্যাংকের মুনাফা। অবশ্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংককে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংককে তারল্যের নীতি অনুসরণ করতে হয়। এজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

৩. **হুন্ডি বাট্টা করা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো হুন্ডির বাট্টা করা। বর্তমান যুগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন হয়ে থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই টাকার প্রয়োজন হলে হুন্ডির মালিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে হুন্ডি ভাঙিয়ে নগদ টাকা পেতে পারে। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য সুদ কেটে রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংক হুন্ডির মালিককে টাকা প্রদান করে। একে হুন্ডি "বাট্টা করা" বলা হয়। এভাবে হুন্ডি বাট্টা করে বাণিজ্যেক ব্যাংক প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

৪. **বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো বিনিময় সৃষ্টি করা। অতীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের নোট প্রচলনের ক্ষমতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নোট প্রচলনের ক্ষমতা না থাকলেও তারা চেক ব্যাংক ড্রাফট হুন্ডি, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র ইদ্যাদি ঋণপত্র সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্টি এসব ঋণপত্র বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উন্নত দেশসমূহে অধিকাংশ লেনদেনই এসব বিনিময়ের মাধ্যম দ্বারা সম্পন্ন হয়।

৫. **অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাদের দেনাপাওনা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে। বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, হুন্ডিবাট্টা করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচা করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে।

৬. **অর্থ স্থানান্তর করা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো একস্থান হতে অন্যস্থানে নিরাপদে ও দ্রুত অর্থ স্থানান্তর করা। চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে–অর্ডার ও ভ্রমণকারীর চেক, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার প্রভৃতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদেরকে সহজে একস্থান হতে অন্যস্থানে অর্থ প্রেরণে সহায়তা করে।

আধুনিককালে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে অন্যান্য ব্যাংকের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে দেশে অর্থ প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে সরকারের পক্ষে লেনদেন করে এবং দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি :

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **নোট প্রচলন করা :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো নোট প্রচলন করা। পূর্বে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নোট প্রচলন করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে কাগজি নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে থাকে। এ কাগজি মুদ্রাই দেশে 'বিহিত মুদ্রা' হিসেবে প্রচলিত থাকে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্য যাতে স্থিতিশীল থাকে সেজন্য নোট প্রচলনের অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

২. **সরকারের ব্যাংক :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। সরকারের সকল আয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন উৎস হতে সরকারের পাওনা আদায় করে এবং বিভিন্ন খাতে দেনা পরিশোধ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব–নিকাশ করে ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।

৩. **অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে তাদের মূলধনের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং দুর্দিনে তাদেরকে ঋণ আকারে এবং প্রথম শ্রেণির বিনিময় বিল ভাঙিয়ে অর্থ সাহায্য করতে পারে।

৪. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। দেশের মুদ্রার মোট চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যথাসম্ভব সমতা বিধান করে। দেশের মধ্যে স্থিতিশীল মূল্যস্তর বজায় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার দায়িত্ব পালন করে।

৫. **ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সর্বশেষ পর্যায়ের ঋণদাতা হিসেবে কাজ করে। দেশের সাধারণ ব্যাংকগুলো যখন আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং অন্য কোনো উৎস হতে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে না তখন তারা বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। এমতাবস্থায় যখন অন্য কোনো ব্যাংক হতে ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তখন একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সাধারণ ব্যাংকগুলোকে ঋণ দিয়ে আর্থিক সংকটের হাত হতে রক্ষা করে।

৬. **অর্থের বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো অর্থের বহির্মূল্য নির্ধারণ করা এবং বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা বা নিকাশঘর হিসেবে কাজ করা।

৭. **ক্লিয়ারিং হাউজ :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক দেনাপাওনার হিসেব করার জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ বা নিকাশঘর হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে চেকের মাধ্যমে যে আন্তঃব্যাংক দেনা–পাওনার সৃষ্টি হয় তা মিটিয়ে থাকে।

৮. **সরকারের আর্থিক পরামর্শদাতা :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক বিষয়ে সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। মুদ্রার অবমূল্যায়ন, অতিমূল্যায়ন, বিনিময় হার নির্ধারণ মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা, সরকারের আয়–ব্যয় ও বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে।

৯. **উন্নয়নমূলক কার্যাবলি :** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গবেষণা চালানো ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা, জাতীয় বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করা এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০. **অন্য কার্যাবলি :** উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজ দেশের সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ

করে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু এবং উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে।

আধুনিক যুগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি খাতের উন্নয়নের উপর এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭৩ রাষ্ট্রপতির আদেশ পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **স্বল্পমেয়াদি ঋণ :** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষকদেরকে বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

২. **মধ্যমেয়াদি ঋণ :** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষকদেরকে জমি চাষের জন্য গবাদিপশু ক্রয়, ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, পানি সেচের জন্য জমির পাশে খাল খনন করা ও অগভীর নলকূল ক্রয় করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে মধ্যমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ ১৮ মাস থেকে ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

৩. **দীর্ঘমেয়াদি ঋণ :** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক জমির স্থায়ী উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। সাধারণত নতুন জমি উদ্ধার, দামি কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, সেচের জন্য বড় ধরনের খাল খনন, গভীর নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ ৫ বছর থেকে ২০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

বর্তমান বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে।

৪. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ইক্ষু, তুলা, তামাক, আলু, কলা, আনারস প্রভৃতি ফসল উৎপাদনের জন্য 'শস্য ঋণ' প্রদান করে।

৫. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক উদ্যান উন্নয়ন ও বন উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে।

৬. বাংলাদেশ কৃষি উদ্যান উন্নয়ন ও বন উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে।

৭. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক হাঁস–মুরগি ও পশু পালন, মৌমাছি পালন, গুটি পোকার চাষ প্রভৃতি কাজের জন্য ঋণ প্রদান করে।

৮. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প হিমাগার নির্মাণ, দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠিত চা বাগানের উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের জন্য ঋণ প্রদান করে।

৯. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পানের বরজ তৈরি বিভিন্ন ফলের চাষ প্রভৃতির জন্য ঋণ প্রদান করে।

১০. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষিবিষয়ক কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার জন্য ঋণ প্রদান করে।

উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি?** [স. বো. '১৬]
ক সোনালী ব্যাংক খ জনতা ব্যাংক
গ রূপালী ব্যাংক ● সবগুলো

২. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে কোন ব্যাংক?** [স. বো. '১৬]
ক কৃষি ব্যাংক খ জনতা ব্যাংক গ গ্রামীণ ব্যাংক ● কেন্দ্রীয় ব্যাংক

৩. **মুদ্রা বাজারের অভিভাবক কোন ব্যাংক?** [স. বো. '১৫]
ক বাণিজ্যিক ব্যাংক খ গ্রামীণ ব্যাংক
গ বেসরকারি ব্যাংক ● কেন্দ্রীয় ব্যাংক

৪. **বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী?** [স. বো. '১৫]
ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ নোট তৈরি
গ আমানত গ্রহণ ● মুনাফা অর্জন

৫. সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য কোনটি? [স. বো. '১৫]
● দারিদ্র্য বিমোচন খ ঋণ নিয়ন্ত্রণ
গ মুদ্রা প্রচলন ঘ বিনিময় হার নির্ধারণ

৬. **বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম কোনটি?** [স. বো. '১৫]
ক প্রাইজ বন্ড খ শেয়ার
● অর্থ ঘ দ্রব্য

৭. **জনাব শফিক একজন ব্যাংকার। তিনি যে ব্যাংকে কর্মরত আছেন, সেই ব্যাংক আমানতকারীকে কম সুদ দেয় এবং ঋণ গ্রহণকারীর নিকট থেকে বেশি সুদ আদায় করে। জনাব শফিকের ব্যাংকের মূল লক্ষ্য কী?** [স. বো. '১৫]
ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা খ নোট ইস্যু করা
● মুনাফা অর্জন করা ঘ মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করা

৮. **গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?** [পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ, কাপ্তা]
ক ১৯৭২ খ ১৯৮৫ ● ১৯৮৩ ঘ ১৯৭৩

৯. **জনাব নোমান তার অতিরিক্ত চালের বিনিময়ে জনাব আরিফের কাছ থেকে আলু নিতে চান। কিন্তু আরিফের চালের প্রয়োজন না থাকায় চাল এবং আলু বিনিময় সম্ভব নয়। এ ঘটনায় দ্রব্য বিনিময় প্রথার কোন ত্রুটিটি প্রকাশ পেয়েছে।** [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক দ্রব্যের স্থানান্তর সমস্যা খ দ্রব্যের মূল্য পরিমাপের সমস্যা
● অভাবের অমিল ঘ দ্রব্য বণ্টনের সমস্যা

১০. **আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত কোনটি?** [হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
● অর্থ খ দ্রব্য গ স্বর্ণ ঘ রৌপ্য

১১. **অর্থের প্রথম ও প্রধান কাজ কী?** [হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
● বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া
খ দ্রব্য ভাগের অসুবিধা দূর করা
গ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া
ঘ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া

১২. **অর্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?** [কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর]
ক ব্যবহারগত সুবিধা খ সঞ্চয়ের মাধ্যম
গ উৎপাদনগত সুবিধা ● দেনা–পাওনা মেটানোর উপায়

১৩. **কিসের প্রচলনের ফলে ঋণগ্রহণ ও পরিশোধ সহজলভ্য হয়েছে?** [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মুদ্রা ● অর্থ গ দ্রব্য ঘ ডলার

১৪. **সঞ্চয়ের নিরাপদ মাধ্যম কোনটি?** [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল কলেজ]
ক দ্রব্য ● অর্থ গ স্বর্ণ ঘ রৌপ্য

১৫. **ডলার কোন দেশের মুদ্রা?** [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল কলেজ]
ক বাংলাদেশ ● আমেরিকা গ ভারত ঘ পাকিস্তান

১৬. **১০০ টাকার একটি প্রাইজবন্ড কোন ধরনের মুদ্রা?** [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
● ব্যাংক হিসাবি খ কাগজি গ প্রামাণিক ঘ প্রতীক

১৭. **৫০০ টাকার নোট কোন ধরনের কাগজি মুদ্রা?** [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক বিহিত খ হিসাবি
গ অরূ পান্তরযোগ্য ● রূ পান্তরযোগ্য

১৮. বাংলাদেশের ১ ও ২ টাকার নোট কোন ধরনের মুদ্রা? [হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক অসীম খ প্রতীক ● রূ পান্তর অযোগ্য ঘ ব্যাংক

১৯. রূ পান্তর অযোগ্য কাগজি মুদ্রা কোনটি? [খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
● ২ টাকা খ ৫ টাকা গ ১০ টাকা ঘ ২০ টাকা

২০. গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক দিয়ে অর্থকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? [হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

২১. যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে কী বলে? [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল কলেজ]
● বিহিত অর্থ খ ধাতব মুদ্রা
গ প্রতীক মুদ্রা ঘ কাগজি মুদ্রা

২২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ কোনটি? [নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ঋণ দান ● মুদ্রা প্রচলন
গ বৈদেশিক বাণিজ্য ঘ মুনাফা অর্জন

২৩. দেশের বর্তমান অর্থের যোগান ও তার মূল্য কিসের ওপর নির্ভর করে? [ইউনিভারসিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের নীতির খ সরকারের নীতির
● কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির ঘ বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতির

২৪. বাংলাদেশ ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? [পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক ১৯৭১ ● ১৯৭২ গ ১৯৭৫ ঘ ১৯৭৮

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫. অর্থ হলো– [কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, নাটোর]
i. ঋণের ভিত্তি
ii. সঞ্চয়ের বাহন
iii. অভাব পূরণের মাধ্যম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৬. বাংলাদেশে প্রচলিত ১ ও ২ টাকার নোট হলো– [জহুরী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. রূপার অযোগ্য কাগজি মুদ্রা
ii. বিহিত মুদ্রা
iii. প্রতীকী ধাতব মুদ্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. ব্যাংক ড্রাফট কী? [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক মুদ্রা খ টাকা
● ঐচ্ছিক মুদ্রা ঘ অসীম বিহিত মুদ্রা

২৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো– [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
i. মুনাফা অর্জন
ii. জনসেবা
iii. অর্থকে নিরাপদ রাখা
নিচের কেনাটি সঠিক?
● i খ ii গ iii ঘ i ও iii

২৯. আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থ হলো– [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. বিনিময়ের মাধ্যম
ii. মূল্য পরিমাপক
iii. উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মনির একটি ব্যাংকে চাকরি করে, যে ব্যাংক জনগণের অর্থ জমা রাখে না অথচ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। [স. বো. '১৬]

৩০. মনির চাকরিরত ব্যাংকটি–
ক সোনালী ব্যাংক খ রূ পালী ব্যাংক
গ অগ্রণী ব্যাংক ● বাংলাদেশ ব্যাংক

৩১. দেশের অর্থনীতিতে উক্ত ব্যাংকের অবদান–
i. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
ii. সঞ্চয় বৃদ্ধি করা
iii. বিনিময় হার ঠিক রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
খুকুমনি ব্যাংকে একটি হিসাব খুললেন। তার হিসাবে প্রতিদিন টাকা লেনদেন করা যায় কিন্তু জমা টাকায় সুদ পাওয়া যায় না। [স. বো. '১৬]

৩২. খুকুমনি ব্যাংকে কী ধরনের হিসাব খুললেন?
i. সঞ্চয়ী
ii. চলতি
iii. স্থায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii

৩৩. খুকুমনিকে জমা টাকার সুদ পেতে হলে ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলতে হবে?
i. চলতি
ii. সঞ্চয়ী
iii. স্থায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহমান সাহেবের ব্যাংকে যে হিসাবটি রয়েছে, সে হিসাবে তিনি সপ্তাহে দুবারের বেশি টাকা তুলতে পারেন না। অন্যদিকে তার ছেলে যে ব্যাংকে চাকরি করেন, সেখানে কেউ সাধারণ মানুষ হিসাব খুলতে পারে না। [হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

৩৪. রহমান সাহেবের ব্যাংক হিসাবটি কোন ধরনের?
● চলতি খ স্থায়ী গ সঞ্চয়ী ঘ স্বল্পমেয়াদি

৩৫. রহমান সাহেবের ছেলের কর্মরত ব্যাংকটির বৈশিষ্ট্য হলো–
i. নোট প্রচলন
ii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
iii. সঞ্চয় বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আয়শা বেগম একজন গৃহিণী। স্বামীর সামান্য আয় দিয়ে সংসারের ব্যয়ভার বহন করা কষ্টসাধ্য বলে সে স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে হাঁস–মুরগির খামার গড়ে তোলে। হাঁস–মুরগির ডিম বিক্রি করে আজ সে স্বাবলম্বী। [আন্তঃক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, বগুড়া]

৩৬. আয়শা বেগম কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়?
ক সোনালী ব্যাংক ● গ্রামীণ ব্যাংক
গ কর্মসংস্থান ব্যাংক ঘ বাংলাদেশ ব্যাংক

৩৭. আয়শা বেগমকে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানটি–
i. মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে
ii. দারিদ্র্যবিমোচনে কাজ করে
iii. বেকারত্ব দূরীকরণে সাহায্য করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ৭.১ : অর্থ ও অর্থের প্রকারভেদ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৬৯

At a Glance

- দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য প্রাপ্তিকে বলা হয়– বিনিময় প্রথা।
- আধুনিক অর্থনীতিতে সর্বজন স্বীকৃত বিনিময় মাধ্যম হলো– অর্থ।
- ধাতব মুদ্রাকে– ২ ভাগে ভাগ করা যায়।
- কাগজি মুদ্রাকে– ২ ভাগে ভাগ করা যায়।
- সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত অর্থকে বলে– বিহিত মুদ্রা।
- ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি– ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৮. অর্থ ও ঋণের ব্যবসা কিসের মাধ্যমে হয়ে থাকে? (জ্ঞান)
ক দ্রব্যের খ স্বর্ণের ● আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঘ শিল্পের

৩৯. জমির কৃষক তার উৎপাদিত চালের বিনিময়ে ছমির মাঝির কাছ থেকে মাছ সংগ্রহ করল। এ বিষয়টি নিচের কোন ব্যবস্থাটির ইঙ্গিত দেয়? (প্রয়োগ)
● বিনিময় খ অর্থ গ উৎপাদন ঘ আমদানি

৪০. বিনিময় প্রথা বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
● দ্রব্যের সাথে দ্রব্যের বিনিময়
খ টাকার বিনিময়ে টাকা প্রাপ্তি
গ দ্রব্যের মূল্য হিসেবে স্বর্ণের ব্যবহার
ঘ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে টাকার ব্যবহার

৪১. দ্রব্য বিনিময় প্রথায় কিসের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে হয়? (অনুধাবন)
ক অর্থের খ শ্রমের ● দ্রব্যের ঘ চেকের

৪২. কৃষক তার ধানের বিনিময়ে তাঁতির কাছ থেকে কাপড় এবং জেলে তার মাছের বিনিময়ে কুমারের নিকট থেকে হাঁড়ি–পাতিল সংগ্রহ করত। এভাবে লেনদেনের মাধ্যমে অভাব পূরণের নাম কী? (প্রয়োগ)
ক অর্থ বিনিময় খ বিনিময় প্রথা
গ অর্থব্যবস্থা ● দ্রব্য বিনিময় প্রথা

৪৩. এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক অর্থব্যবস্থা ● বিনিময়ব্যবস্থা
গ দ্রব্যব্যবস্থা ঘ ব্যাংকব্যবস্থা

৪৪. কোনটি বিনিময় প্রথার ইংরেজি শব্দ? (জ্ঞান)
● Barter system খ Bartter system
গ Bertar system ঘ Bouter system

৪৫. কোন সময় পর্যন্ত দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল? (জ্ঞান)
● অর্থ আবিষ্কারের পূর্ব খ মধ্যযুগ
গ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

৪৬. অর্থের আবির্ভাব ঘটে কেন? (অনুধাবন)
● বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূরীকরণে
খ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাল মিলানোর জন্য
গ মানুষের অভাব পূরণের জন্য
ঘ মানুষের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য

৪৭. বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করতে কিসের আবির্ভাব ঘটেছে? (জ্ঞান)
● অর্থের খ ব্যবসা–বাণিজ্যের
গ শিল্পের ঘ কৃষির

৪৮. যে বস্তু দ্বারা মানুষ পণ্যসামগ্রী ক্রয়–বিক্রয় করে তাকে অর্থ বলে। এক্ষেত্রে অর্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি? (প্রয়োগ)
ক অর্থ সঞ্চয়ের বাহন ● অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম
গ অর্থ মূল্যের পরিমাপক ঘ অর্থ ঋণের ভিত্তি

৪৯. অর্থ কীভাবে সঞ্চয়ের কাজ করে? (অনুধাবন)
ক বাহক হিসেবে ● বাহন হিসেবে
গ পরিমাপক হিসেবে ঘ চাহিদার একক হিসেবে

৫০. কোনো ব্যক্তি দশ টাকা দিয়ে একটি কলা কিনল। এখানে দশ টাকা কী হিসেবে পরিগণিত? (প্রয়োগ)
● দ্রব্যের মূল্যের পরিমাপক খ বিনিময় মূল্য
গ চাহিদার একক ঘ দ্রব্যের দাম

৫১. বাংলাদেশের অর্থ কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ক ডলার খ ইউরো গ পাউন্ড ● টাকা

৫২. মিজান আমেরিকা গিয়ে যে অর্থ ব্যয় করবে তা কী নামে পরিচিতি পাবে? (প্রয়োগ)
● ডলার খ ইউরো গ পাউন্ড ঘ টাকা

৫৩. ইউরোপের অধিকাংশ দেশের অর্থের নাম কী? (জ্ঞান)
● ইউরো খ ডলার গ রুপি ঘ দিনার

৫৪. তৈরির উপকরণের দিক দিয়ে অর্থকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৫৫. ধাতব মুদ্রা কী দিয়ে তৈরি করা হয়েছে? (জ্ঞান)
● ধাতব খণ্ড খ কাগজ গ পাথর ঘ মাটি

৫৬. ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● ধাতব মুদ্রা খ অর্থ
গ বিহিত মুদ্রা ঘ প্রামাণিক মুদ্রা

৫৭. ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● ধাতব মুদ্রা খ অর্থ গ বিহিত মুদ্রা ঘ প্রামাণিক মুদ্রা

৫৮. ধাতব মুদ্রাকে বস্তুগত মূল্যমানের দিক দিয়ে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৫৯. যে মুদ্রা গলানোর মাধ্যমে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক বিহিত মুদ্রা ● প্রামাণিক মুদ্রা
গ প্রতীক মুদ্রা ঘ কাগজি মুদ্রা

৬০. যে মুদ্রার ধাতব মূল্য তার দৃশ্যমান মূল্যের চেয়ে কম থাকে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ধাতব মুদ্রা ● প্রতীক মুদ্রা গ বিহিত মুদ্রা ঘ প্রামাণিক মুদ্রা

৬১. সাধারণত ধাতব মুদ্রা কার দ্বারা প্রচলিত হয়? (জ্ঞান)
● সরকার খ জনগণ
গ ব্যবসায়ী শ্রেণি ঘ শিল্পপতি

৬২. যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● কাগজি মুদ্রা খ প্রামাণিক মুদ্রা
গ প্রতীক মুদ্রা ঘ বিহিত মুদ্রা

৬৩. বিশ্বের প্রায় সকল দেশে কোন ধরনের মুদ্রা প্রচলন দেখা যায়? (জ্ঞান)
● কাগজি খ প্রামাণিক গ ব্যাংক হিসাব ঘ রূপান্তরযোগ্য

৬৪. সরকারি নির্দেশে কোন ব্যাংক কর্তৃক কাগজি মুদ্রা প্রচলিত হয়? (জ্ঞান)
● কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ রূপালী ব্যাংক
গ কৃষি ব্যাংক ঘ সোনালী ব্যাংক

৬৫. বাংলাদেশের ১০০০ টাকার নোট হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
● কাগজি মুদ্রা খ প্রামাণিক মুদ্রা গ প্রতীক মুদ্রা ঘ ধাতব মুদ্রা

৬৬. কাগজি মুদ্রাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৬৭. কোন মুদ্রার পরিবর্তে চাওয়ামাত্র সরকারের সমমূল্যের দেশীয় মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে? (জ্ঞান)
● রূপান্তরযোগ্য খ প্রতীক
গ কাগজি ঘ বিহিত

৬৮. কোন টাকার বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা বা সোনা, রুপা পাওয়া যায় না? (জ্ঞান)
● রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা খ রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা
গ প্রামাণিক মুদ্রা ঘ প্রতীক মুদ্রা

৬৯. যে কাগজি মুদ্রার পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোনো ধাতব মুদ্রা বা সোনা, রুপা পাওয়া যায় না তাকে রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা বলে। কেবল সরকারের আদেশে এ রকম কাগজি নোট বাজারে চালু থাকে। এ প্রেক্ষিতে কোনগুলো জাতীয় মুদ্রা? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ১০ ও ২০ টাকার নোট খ ৫০ পয়সা
গ ১০০ টাকার নোট ● ১ টাকা ও ২ টাকার নোট

৭০. বিহিত অর্থকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৭১. কোন মুদ্রা সরকারি আইনানুযায়ী যে কোনো পরিমাণ আদায় প্রদান করা যায়? (জ্ঞান)

ক সসীম বিহিত ● অসীম বিহিত
গ কাগজি ঘ ধাতব

৭২. কোনটি অসীম বিহিত মুদ্রা? (জ্ঞান)
ক ১ টাকার নোট খ ২ টাকার নোট
● ৫০ টাকার নোট ঘ ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা

৭৩. বাংলাদেশের ৫ টাকার ও ১০ টাকার নোট কোন শ্রেণির? (অনুধাবন)
ক অসীম মুদ্রা ● অসীম বিহিত মুদ্রা
গ সসীম মুদ্রা ঘ সসীম বিহিত মুদ্রা

৭৪. কোনটি সসীম বিহিত মুদ্রা? (অনুধাবন)
ক ৫০ টাকার নোট খ ১০০ টাকার নোট
গ ২০ টাকার নোট ঘ ৫ টাকার নোট

৭৫. নিচের কোনটিকে চিহ্নিত মুদ্রা বলে? (জ্ঞান)
ক বিদেশে প্রচলিত মুদ্রা ● দেশে প্রচলিত মুদ্রা
গ গ্রহণযোগ্য মুদ্রা ঘ হিসাবি মুদ্রা

৭৬. কোন মুদ্রা দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়? (জ্ঞান)
● সসীম বিহিত খ অসীম বিহিত
গ কাগজি ঘ ধাতব

৭৭. কোন মুদ্রা গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যায় না? (জ্ঞান)
● ব্যাংক হিসাব খ বিহিত
গ কাগজি ঘ হিসাবি

৭৮. কোনটি ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ? (জ্ঞান)
ক ডলার খ টাকা
গ পাউন্ড ● ব্যাংক ড্রাফট

৭৯. নিচের কোনটি ব্যাংক অর্থ? (জ্ঞান)
ক ১ টাকার নোট খ ১০ টাকার নোট
গ ১০০০ টাকার নোট ● চেক

৮০. চেক, ব্যাংক ড্রাফট, প্রাইজবন্ড কী ধরনের মুদ্রা? (জ্ঞান)
● ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ খ বিহিত
গ কাগজি ঘ হিসাবি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮১. বিনিময় প্রথায় মানুষকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়– (অনুধাবন)
i. দ্রব্য বিভাজনে অসুবিধা
ii. অভাব পূরণে অৰমতা
iii. অভাবের অমিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮২. অর্থ প্রচলনের মাধ্যমে দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূরীভূত হয়। কারণ এর ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. দ্রব্য বিভাজনজনিত সমস্যায় পড়তে হয় না
ii. যেকোনো স্থানে অর্থ সহজে বহন করা যায়
iii. যেকোনো বস্তুর মূল্য সহজে প্রকাশ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৩. ৫০ পয়সার মুদ্রাকে বলে– (প্রয়োগ)
i. অসীম বিহিত মুদ্রা
ii. সসীম বিহিত মুদ্রা
iii. মুদ্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i ও iii

৮৪. প্রাইজবন্ডকে বলা হয়– (প্রয়োগ)
i. বিহিত মুদ্রা
ii. হিসাবি মুদ্রা
iii. ঐচ্ছিক মুদ্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii ঘ i ও ii

৮৫. দ্রব্য বিনিময়ের শর্ত হলো– (অনুধাবন)
i. অভাবের মিল থাকতে হবে
ii. দ্রব্য বিনিময়ের মানসিকতা থাকতে হবে
iii. দ্রব্য থাকতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. মানব সভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত– (উচ্চতর দৰতা)
i. বিনিময় প্রথার প্রচলন
ii. অর্থের উদ্ভাবন
iii. আগুনের আবিষ্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. অর্থের প্রচলনের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. দ্রব্যের মূল্য বিনষ্টের ঝুঁকি দূর হয়েছে
ii. মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে
iii. মানুষের সব অভাব মেটানো সম্ভব হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৮. সাম্মীর কাছে দুটি কাপড় আছে। একটি কাপড়ের বিনিময়ে সে উর্মির কাছ থেকে চাল নিতে চাচ্ছে। কিন্তু উর্মির কাপড়ের প্রয়োজন নেই। এখানে দ্রব্য বিনিময়ের যেসব ধরনের সমস্যা পরিলৰিত হচ্ছে– (প্রয়োগ)
i. অভাবের অমিল
ii. দ্রব্যের মূল্যের অসামঞ্জস্যতা
iii. দ্রব্য স্থানান্তরে সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৯. দ্রব্য বিনিময় প্রথায় ঋণ পরিশোধ করতে গেলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. দ্রব্য ভাগজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়
ii. অভাবের অমিল দেখা দেয়
iii. সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯০. প্রাচীনকালে দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু হয়েছিল– (অনুধাবন)
i. বিভিন্ন ধরনের অভাব দেখা দেওয়ায়
ii. স্বাবলম্বন মানসিকতাকে কেন্দ্র করে
iii. দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯১. অর্থকে বিবেচনা করা হয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে
ii. দ্রব্যের মূল্যের পরিমাপক হিসেবে
iii. ঋণ ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯২. ধাতব মুদ্রা বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. সরকার প্রবর্তিত মুদ্রাকে
ii. ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি মুদ্রাকে
iii. কাগজ দ্বারা তৈরি মুদ্রাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৩. বাংলাদেশের বিহিত অর্থ– (উচ্চতর দৰতা)
i. সরকার কর্তৃক প্রচলিত
ii. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত
iii. শিল্প ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৪. অসীম বিহিত মুদ্রা– (অনুধাবন)

i. আইনগতভাবে যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায়
ii. দেনা–পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে
iii. একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯৫. আমাদের দেশের বিহিত অর্থ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ধাতব মুদ্রা দ্বারা গঠিত
ii. স্বর্ণ–রৌপ্য নির্মিত
iii. কাগজি নোট দিয়ে তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯৬. সসীম বিহিত অর্থ– (অনুধাবন)
i. জনগণের ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ করা হয়
ii. একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়
iii. যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯৭. আমাদের দেশের ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. চলতি হিসাবে আমানত
ii. সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত
iii. ব্যবসায়িক আমানত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৮ ও ৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শরীফুল ইসলাম একজন কৃষক। তার উৎপাদিত চাল এবং আলুর বিনিময়ে সে বন্ধু জমির আলীর কাছ থেকে মাছ নিতে চাচ্ছে। কিন্তু জমির আলীর পর্যাপ্ত মাছ না থাকায় এবং চালের প্রয়োজন না হওয়ায় শরীফুল ইসলাম তার কাজটি করতে সক্ষম হননি।

৯৮. অনুচ্ছেদে নিচের কোন ব্যবস্থাটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? (প্রয়োগ)
● দ্রব্য বিনিময় প্রথা ⓚ অর্থ ব্যবস্থা
ⓖ উৎপাদন ব্যবস্থা ⓘ আমদানি–রপ্তানি ব্যবস্থা

৯৯. অনুচ্ছেদে ইঙ্গিতকৃত বিষয় সফল না হওয়ার কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দ্রব্য স্থানান্তরে অসুবিধা
ii. চাহিদার অমিল থাকা
iii. দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণজনিত সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০০ ও ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইসমাম জামান ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন ধরনের কয়েন জমিয়ে একটি মাটির ব্যাংকে জমা রাখে। এসব কয়েনের মধ্যে ৫ টাকা, ২ টাকা প্রভৃতি মূল্যের কয়েন ছিল। কিছুদিন পর ইসমামের বাবা কয়েনগুলোর বিনিময়ে তাকে সমপরিমাণ টাকা দেন। যা পেয়ে ইসমাম খুব খুশি হয়।

১০০. ইসলামের জমাকৃত কয়েনগুলোকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
● ধাতব মুদ্রা ⓚ স্বর্ণ মুদ্রা
ⓖ রৌপ্য মুদ্রা ⓘ তাম্র মুদ্রা

১০১. ইসলামের বাবার দেওয়া টাকাগুলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সরকারি নির্দেশে তৈরি করা হয়
ii. জনসাধারণের ইচ্ছার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়
iii. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০২ ও ১০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জমির শেখ তার গ্রামের আমবাগানের বিনিময়ে ব্যবসায়ী সুলতান আলীর কাছ থেকে শহরে একটি বাড়ি ক্রয় করে। বাড়িটির তুলনায় আমবাগানের দাম বেশি হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে জমির শেখ কাজটি করতে বাধ্য হয়।

১০২. অনুচ্ছেদে বিনিময় প্রথার কোন সমস্যাটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
ⓚ স্থানান্তরের অসুবিধা ⓚ চাহিদার অমিল
● মূল্যের ভিন্নতা ⓘ পছন্দের অমিল

১০৩. এ ধরনের সমস্যা উত্তরণে কোনটি উদ্ভব ঘটেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● অর্থ ব্যবস্থার ⓚ শিল্প ব্যবস্থার
ⓖ ব্যবসা–বাণিজ্যের ⓘ আমদানি–রপ্তানির

➲ ৭.২ : অর্থের কার্যাবলি ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৭১

At a Glance

- অর্থের প্রধান কাজ– ৪টি।
- স্থগিত লেনদেনের মান রক্ষা করে– অর্থ।
- সমাজের মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়– অর্থের মাধ্যমে।
- অর্থ হলো– তরল সম্পদ।
- অর্থের সামগ্রিক কার্যাবলির মাধ্যমে– অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়।
- দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সহজতর করেছে– অর্থ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৪. 'যাহা করে বিনিময় ও মূল্য পরিমাপ
ঋণ পরিশোধ আর সঞ্চয় সাধন
অর্থ বলি গণ্য তারে করে সর্বজন'–কে বলেছেন? (অনুধাবন)
● জনৈক কবি ⓚ অধ্যাপক এল. রবিন্স
ⓖ জি. ডি. এইচ কোল ⓘ আর. পি. কেন্ট

১০৫. কোনটি অর্থের কাজ? (জ্ঞান)
ⓚ সঞ্চয় বৃদ্ধি ● মূল্যের পরিমাপক
ⓖ ঋণদান করা ⓘ বিনিময় হার ঠিক রাখা

১০৬. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নিচের কোনটি সর্বজন স্বীকৃত? (জ্ঞান)
ⓚ স্বর্ণ ● অর্থ ⓖ দ্রব্য ⓘ তাম্র

১০৭. সাধারণত অর্থের কাজ কয় ধরনের হয়ে থাকে? (জ্ঞান)
ⓚ দুই ⓚ তিন ● চার ⓘ পাঁচ

১০৮. অর্থ কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে ⓚ মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে
ⓖ উৎপাদনে ভূমিকা রেখে ⓘ তারল্যের মান নির্দেশ করে

১০৯. অর্থের মাধ্যমে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয় কীভাবে? (অনুধাবন)
ⓚ বেশি মুনাফা অর্জিত হওয়ায়
● যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ পণ্য ক্রয়–বিক্রয় সম্ভব হওয়ায়
ⓖ পণ্যের মান বৃদ্ধি পাওয়ায়
ⓘ অর্থের মূল্য বেশি হওয়ায়

১১০. অর্থের বিনিময়ে লেনদেন হয় কেন? (অনুধাবন)
● অর্থ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে ⓚ অর্থের মূল্য বেশি বলে
ⓖ অর্থের বাজার ব্যবসায় বেশি মুনাফা হয় বলে
ⓘ অর্থ চাহিদা পূরণ করে বলে

১১১. বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম কোনটি? (জ্ঞান)
● অর্থ ⓚ দ্রব্য ⓖ শ্রম ⓘ সম্পত্তি

১১২. দৈর্ঘ্যের একক কোনটি? (জ্ঞান)
● মিটার ⓚ পাউন্ড ⓖ কিলোগ্রাম ⓘ সেকেন্ড

১১৩. ওজনের পরিমাপক কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ মিটার ● কিলোগ্রাম ⓖ সেকেন্ড ⓘ শক্তি

১১৪. পণ্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপক কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ কিলোগ্রাম ⓚ মিটার ⓖ পাউন্ড ● অর্থ

১১৫. আমির আলী ৫০ টাকা দিয়ে একটি বই ক্রয় করল। এখানে ৫০ টাকা কী হিসাবে কাজ করে? (প্রয়োগ)
● মূল্যের পরিমাপক ⓚ চাহিদার একক
ⓖ বিনিময়ের মাধ্যম ⓘ সঞ্চয়ের বাহন

১১৬. এক ব্যক্তি দশ টাকা দামে একটি দ্রব্য ক্রয় করে। এক্ষেত্রে দশ টাকা ঐ দ্রব্যের কী? (অনুধাবন)

ক দৈর্ঘ্যের পরিমাপক খ ওজনের পরিমাপক
● মূল্যের পরিমাপক ঘ ওজনের একক

১১৭. রহিম ৫০ টাকা কেজি দরে ১০ কেজি ডাল কিনল। এখানে ৫০ টাকা অর্থের কোন কার্যাবলিকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
ক ঋণের ভিত্তি খ তারল্যের মান
● মূল্যের পরিমাপক ঘ সঞ্চয়ের বাহন

১১৮. মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে নিচের কোনটি? (জ্ঞান)
● অর্থ খ স্বর্ণ গ রৌপ্য ঘ শিল্প

১১৯. অর্থ কিরূপে সঞ্চয়ের কাজ করে? (জ্ঞান)
● বাহন হিসেবে খ পরিবহন হিসেবে
গ টাকা গচ্ছিত রেখে ঘ সঞ্চালন হিসেবে

১২০. দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে সঞ্চয় করা যায় না কেন? (অনুধাবন)
● দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল তাই খ দ্রব্যসামগ্রী মূল্যহীন তাই
গ দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ কম তাই
ঘ দ্রব্যসামগ্রী পরিমাপ করা যায় না তাই

১২১. সেবা কী ধরনের উপকরণ? (অনুধাবন)
● জীবন্ত খ চিরন্তন গ মূল্যহীন ঘ আদি

১২২. শ্রম ও সেবা সঞ্চয় করে রাখা যায় না কেন? (অনুধাবন)
● জীবন্ত উপকরণ তাই খ মূল্যহীন উপকরণ বলে
গ মানুষের সাথে সম্পর্কিত বলে ঘ বিনিময় করা যায় না বলে

১২৩. আধুনিক অর্থনীতিতে সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
● অর্থ খ দ্রব্য গ শিল্প উপকরণ ঘ স্বর্ণ

১২৪. মানুষের উৎপাদিত আয় থেকে ভোগ বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● সঞ্চয় খ মুনাফা গ যোগান ঘ ব্যয়

১২৫. জনাব রিহান অনেক বেশি নিরাপদ ও তুলনামূলক স্থায়ী পদ্ধতিতে সম্পদ সংরক্ষণ করতে চান। তিনি কোন পদ্ধতিতে এটি করতে পারেন? (প্রয়োগ)
ক দ্রব্য বিনিময় প্রথার মাধ্যমে খ শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে
● অর্থের মাধ্যমে ঘ শিল্পায়নের মাধ্যমে

১২৬. স্থগিত লেনদেন কী নির্দেশ করে? (অনুধাবন)
ক স্থায়ী সঞ্চয় ● ভবিষ্যৎ দেনা–পাওনা
গ উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘ ব্যাংক ড্রাফট

১২৭. ভবিষ্যৎ দেনা–পাওনার হিসাব–নিকাশ কিসের মাধ্যমে করা হয়? (অনুধাবন)
● অর্থের খ শ্রমের গ দ্রব্যের ঘ সেবার

১২৮. বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লেনদেন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এগুলোকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক নগদ অর্থ ● মুদ্রার সমতুল্য
গ বিহিত মুদ্রা ঘ চিহ্নিত মুদ্রা

১২৯. চাকরির জন্য আবেদন করতে জনাব নোমানকে ৩০০ টাকার একটি ব্যাংক ড্রাফট করতে হলো। এ ব্যাংক ড্রাফটি কী ধরনের অর্থ? (প্রয়োগ)
ক কাগজি নোট ● ব্যাংক হিসাব
গ বিহিত ঘ রূপান্তর অযোগ্য

১৩০. ব্যাংক রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতে ব্যাংক বিভিন্ন ঋণপত্র প্রচলন করে। এ প্রেক্ষিতে অর্থকে গণ্য করা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক মূল্যের পরিমাপক খ তারল্যের মান
গ সঞ্চয়ের বাহন ● ঋণের ভিত্তি

১৩১. ব্যাংক কিসের ভিত্তিতে ঋণপত্র প্রচলন করে? (জ্ঞান)
ক গ্রাহক সংখ্যার ● আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের
গ মানুষের চাহিদার ঘ ব্যাংকের মূলধনের

১৩২. চেক কী?
ক মুনাফা খ পুঁজি ● ঋণের ভিত্তি ঘ ঋণ

১৩৩. সমাজের মানুষের মর্যাদা কিসের প্রেক্ষিতে নির্ণীত হয়? (অনুধাবন)
● অর্থের খ প্রতিপত্তির গ ভূসম্পত্তির ঘ সম্মান

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৪. রহিম তার আয়ের কিছু অংশ বাড়িতে সঞ্চয় করতে চায়। কারণ– (অনুধাবন)
i. অর্থ সঞ্চয় করা নিরাপদ
ii. অর্থ সঞ্চয় করা সুবিধাজনক
iii. অর্থ সঞ্চয় করা মর্যাদাপূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৫. অর্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মূল্যের পরিমাপক
ii. মূল্য স্থানান্তরের সুবিধা
iii. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii ঘ i, ii ও iii

১৩৬. আব্দুর রহিম সাহেব তার মাসিক খরচ থেকে ১০০০ টাকা জমা রাখেন। দ্রব্য জমা না রেখে অর্থ জমা রাখার কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সুবিধাজনক
ii. নিরাপদ
iii. অধিক মুনাফা লাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ● i ও ii

১৩৭. অর্থকে বিনিময়ের সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম বলা হয়। কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. এর মাধ্যমে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়
ii. যেকোনো সময়ে যে কোনো পরিমাণ পণ্য ক্রয়–বিক্রয় করা যায়
iii. ব্যবসায়িকভাবে বেশি লাভবান হওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৮. অর্থের কাজ হলো– (অনুধাবন)
i. সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করা
ii. দ্রব্যের মূল্য পরিমাপক হিসেবে কাজ করা
iii. মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৯. অর্থের মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবা সংরক্ষণ করা যায়। কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থ নষ্ট হওয়ার নয়
ii. অর্থ দ্বারা সবকিছু বিনিময় করা সম্ভব
iii. অর্থ ভোগকে সংকুচিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. অর্থ বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. মূল্যের পরিমাপককে
ii. বিনিময়ের মাধ্যমকে
iii. উৎপাদনের একককে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪১. জিসান ৫০০ টাকা দিয়ে এক জোড়া জুতা ক্রয় করল। এখানে ৫০০ টাকা হলো– (প্রয়োগ)
i. জুতার মূল্য
ii. উৎপাদন খরচ
iii. মূল্যের পরিমাপক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪২. অর্থকে প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সামাজিক মর্যাদার
ii. তারল্যের মানের
iii. সামাজিক স্থিতিশীলতার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৩. সমাজে অর্থের প্রচলনের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সমাজজীবনে গতিশীলতা এসেছে

ii. মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে
iii. ভোগ প্রবণতা কমেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৪ ও ১৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সরকারি চাকরিজীবী রিদওয়ান সাহেব মাসিক ২০,০০০ টাকা বেতন পান। সব টাকা পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় না হওয়ায় ৫০০ করে ব্যাংকে জমা রাখেন। এভাবে অনেক টাকা জমা হওয়ায় তিনি ব্যাংক থেকে ৬% সুদে আরও ঋণ নিয়ে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেন।

১৪৪. অনুচ্ছেদে নিচের কোনটির কার্যকারিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ ব্যবসার ⓚ শিল্পের ⓖ ঋণের ● অর্থের

১৪৫. অনুচ্ছেদে এই বিষয়টি কাজ করেছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে
ii. মূল্যের পরিমাপক হিসেবে
iii. ঋণের ভিত্তি হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ ৭.৩ : বাণিজ্যিক ব্যাংক ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৭২

At a Glance

- কম সুদে আমানত সংগ্রহ করে বেশি সুদে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বলে– বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো– মুনাফা অর্জন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ– আমানত গ্রহণ।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক– তিনভাবে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক বেশি সুদ দেয়– স্থায়ী আমানতে।
- বিনিময় মাধ্যম হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়– চেক।
- গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে– বাণিজ্যিক ব্যাংক।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৬. কোন ব্যাংক আমানত রাখে ও ঋণ দেয়? (প্রয়োগ)
ⓚ শিল্প ব্যাংক ⓚ বাংলাদেশ ব্যাংক
ⓖ গ্রামীণ ব্যাংক ● বাণিজ্যিক ব্যাংক

১৪৭. বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের ঋণ প্রদান কর কেন? (অনুধাবন)
● মুনাফা অর্জনের জন্য
ⓚ গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য
ⓖ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য
ⓘ ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য

১৪৮. আনিস সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করে থাকেন। অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো– (প্রয়োগ)
ⓚ অর্থের নিরাপত্তা প্রদান ⓚ জনসেবা প্রদান
ⓖ বিনিময় প্রথা কার্যকর ● মুনাফা লাভ

১৪৯. ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের ওপর কেমন সুদ দেয়? (জ্ঞান)
● কম ⓚ বেশি ⓖ অর্ধেক ⓘ সমপরিমাণ

১৫০. ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের ওপর কমহারে সুদ দেয় এবং ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে বেশি হারে সুদ আদায় করে। এ উভয় সুদের পার্থক্যকে কী বলে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ব্যাংকের মুনাফা ⓚ ব্যাংকের মূলধন
ⓖ ব্যাংকের বিনিয়োগ ⓘ ব্যাংক ঋণ

১৫১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
● ব্যাংক তার তহবিল থেকে স্বল্পকালের জন্য ঋণ দেয় বলে
ⓚ ব্যাংকে অর্থ জমা রাখা যায় বলে
ⓖ কম সুদে ঋণ দেয় বলে
ⓘ কম সময়ে অধিক মুনাফা অর্জন করে বলে

১৫২. উর্মি ইসলাম সোনালী ব্যাংকের একজন সিনিয়র অফিসার হিসেবে কাজ করে। উর্মি ইসলামের কর্মরত ব্যাংকটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
● বাণিজ্যিক ⓚ বিশেষায়িত ⓖ প্রাইভেট ⓘ বিদেশি

১৫৩. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংক? (অনুধাবন)
ⓚ বাংলাদেশ ব্যাংক ⓚ কৃষি ব্যাংক
● আরব বাংলাদেশ ব্যাংক ⓘ গ্রামীণ ব্যাংক

১৫৪. বনি আদম ঢাকাস্থ সিটি ব্যাংকের প্রধান শাখায় কিছু টাকা জমা রাখতে চাইলে ব্যাংক চলতি হিসাবে তার টাকা জমা রাখে। এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন ধরনের কাজ? (জ্ঞান)
● আমানত সংগ্রহ ⓚ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি
ⓖ অর্থের নিরাপত্তা প্রদান ⓘ ঋণ দান

১৫৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকে কয় ধরনের হিসাব খোলা যায়? (জ্ঞান)
● ৩ ⓚ ৪ ⓖ ৫ ⓘ ৬

১৫৬. রহিম কোনো প্রকার সুদ পাওয়ার নিশ্চয়তা ছাড়া ব্যাংকে টাকা জমা রাখে, যা সে যেকোনো সময় তুলতে পারে। রহিমের আমানতটি কী ধরনের? (প্রয়োগ)
ⓚ স্থায়ী ● চলতি ⓖ সঞ্চয়ী ⓘ বার্ষিক

১৫৭. কোন ধরনের আমানতের ওপর ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না? (জ্ঞান)
ⓚ স্থায়ী ⓚ অস্থায়ী ● চলতি ⓘ সঞ্চয়ী

১৫৮. আউয়াল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে সপ্তাহে দু'বার টাকা তুলতে পারবে এমন নিশ্চয়তায় ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় টাকা জমা রাখে। আউয়ালের টাকা জমা রাখার পদ্ধতিটি কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ⓚ চলতি আমানত ● সঞ্চয়ী আমানত
ⓖ স্থায়ী আমানত ⓘ স্থায়ী ও চলতি আমানত

১৫৯. সঞ্চয়ী আমানত সপ্তাহে কয়বার উত্তোলন করা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ এক ● দুই ⓖ তিন ⓘ পাঁচ

১৬০. কোন আমানতের ওপর বাণিজ্যিক ব্যাংক অধিক হারে সুদ প্রদান কর? (জ্ঞান)
ⓚ চলতি ● স্থায়ী ⓖ সঞ্চয়ী ⓘ অনলাইন

১৬১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ কোনটি? (অনুধাবন)
ⓚ আমানত সংগ্রহ ⓚ অর্থ স্থানান্তর
ⓖ হুন্ডি বাট্টা করা ● ঋণদান

১৬২. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে? (জ্ঞান)
ⓚ নোট প্রচলন ⓚ ঋণ প্রদান ● ব্যাংক ড্রাফ্‌ট ⓘ মূলধন সৃষ্টি

১৬৩. লতিফা আক্তার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে সহজেই তার চাকরির ফি প্রদান করল। এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন ধরনের কাজের মধ্যে পড়ে? (প্রয়োগ)
ⓚ ঋণ দান ⓚ আমানত সংগ্রহ
● বিনিময়ের মাধ্যম ⓘ ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদান

১৬৪. বর্তমান যুগে অনেক ব্যবসায়িক লেনদেন হুন্ডির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। হুন্ডি বাট্টাকরণের ফলে কী ঘটে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● আর্থিক লেনদেন সহজ ও নিরাপদ হয়
ⓚ ব্যবসায় বাণিজ্য গতিশীল হয়
ⓖ সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে
ⓘ মুনাফা বেশি পাওয়া যায়

১৬৫. উন্নত দেশের অধিকাংশ লেনদেন কিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়? (জ্ঞান)
● চেকের ⓚ হুন্ডির
ⓖ ব্যাংক ড্রাফটের ⓘ ই–পেমেন্টের

১৬৬. কোন আমানতের কিছু বিধিবিধান থাকে? (জ্ঞান)
ⓚ চলতি ● স্থায়ী ⓖ মেয়াদি ⓘ সঞ্চয়ী

১৬৭. ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান করে কোন ব্যাংক? (জ্ঞান)
ⓚ সোনালী ⓚ সমবায় ● বাণিজ্যিক ⓘ বাংলাদেশ

১৬৮. ব্যাংক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর করে কেন? (অনুধাবন)
● গ্রাহকদের প্রয়োজনে ⓚ ব্যাংকের নিজস্ব প্রয়োজনে
ⓖ সরকারি নির্দেশে ⓘ বিদেশি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে

১৬৯. বাণিজ্যিক ব্যাংক রেমিটেন্স সংগ্রহ করে কাদের কাছ থেকে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● বিদেশে কর্মরত জনসাধারণের ⓚ দেশে কর্মরত জনসাধারণের

ⓖ সরকারি কর্মকর্তাদের ⓘ শিল্পপতিদের

১৭০. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে পুঁজিগঠনে সহায়তা করে? (অনুধাবন)
● সঞ্চয় বৃদ্ধি করে ⓚ আমানত সংগ্রহ করে
ⓖ ঋণ প্রদান করে ⓘ অর্থ স্থানান্তর করে

১৭১. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদান করে– (অনুধাবন)
ⓚ জামানতবিহীন ● মূল্যবান জিনিস জামানতের বিপরীতে
ⓖ শুধু শিল্পপতিদের ⓘ শুরব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে

১৭২. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে কেন? (জ্ঞান)
● মক্কেলের স্বার্থে ⓚ ব্যাংকের স্বার্থে
ⓖ সরকারি নির্দেশে ⓘ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুবিধা পেতে

১৭৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ দেয়? (অনুধাবন)
ⓚ ঋণ দিয়ে ⓚ হুন্ডি বাট্টা করে
● সুদ দিয়ে ⓘ অর্থ স্থানান্তর করে

১৭৪. ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট বিনিময় মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কোনটি? (অনুধাবন)
● চেক ⓚ হুন্ডি ⓖ ব্যাংক ড্রাফ ⓘ ই–পেমেন্ট

১৭৫. নিচের কোনটি অর্থ প্রেরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে? (অনুধাবন
● মেইল ট্রান্সফার ⓚ অর্থ
ⓖ অ্যাকাউন্ট নম্বর ⓘ বিনিময়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো– (অনুধাবন)
i. মুনাফা অর্জন
ii. জনসেবা
iii. অর্থকে নিরাপদ রাখা
নিচের কেনাটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৭৭. বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পকালের জন্য ঋণপ্রদান করে। কারণ– (অনুধাবন)
i. চাওয়া মাত্র আমানতকারীর অর্থ ফেরত দিতে হয়
ii. ঋণের ঝুঁকি কমানোর জন্য
iii. অল্প সময়ে বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৮. কেউ যদি বাণিজ্যিক ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখতে চায় তাহলে তার করণীয় হলো– (অনুধাবন)
i. ব্যাংকের লকারে টাকা রেখে দেওয়া
ii. চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খোলা
iii. স্থায়ী আমানতের হিসাব খোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৭৯. আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্র হলো– (অনুধাবন)
i. মৎস্য চাষ
ii. গৃহনির্মাণ
iii. বিদেশ গমন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮০. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। এ জামানত হতে পারে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. স্বর্ণালঙ্কার
ii. জমির দলিলপত্রাদি
iii. হালের বলদ বা চাষের উপকরণ সামগ্রী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮১. বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে লেনদেনকে সহজ ও গতিশীল করেছে। এসব মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থ
ii. চেক বই
iii. ব্যাংক ড্রাফট
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮২. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যবসায়ীদের সহায়তা করে– (অনুধাবন)
i. দেশের অভ্যন্তরের
ii. দেশের বাইরের
iii. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক চিহ্নিত ব্যবসায়ীদের
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে– (অনুধাবন)
i. বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে
ii. বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়–বিক্রয়ের মাধ্যমে
iii. অর্থ সংকটে মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮৪. ব্যাংক একস্থান থেকে অন্যস্থানে অর্থ স্থানান্তর করতে পারে– (অনুধাবন)
i. দ্রুত
ii. নিরাপদে
iii. কোনো প্রকার ফি ছাড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮৫. ব্যাংক পুঁজি গঠনে সাহায্য করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থ ব্যবসায় ঋণ দিয়ে
ii. উৎপাদন ক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে
iii. শিক্ষাক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮৬. সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখা নিজ উদ্যোগে ঢাকার বাইরে অন্যান্য শাখায় অর্থ প্রেরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংকটি যেসব মাধ্যম ব্যবহার করে তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পোস্টাল অর্ডার
ii. ATM কার্ড
iii. মেইল ট্রান্সফার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ পে–অর্ডার ইস্যু করে। কারণ– (অনুধাবন)
i. মুনাফা বাড়াতে
ii. নগদ অর্থ বাড়াতে
iii. অর্থের দ্রুত ও নিরাপদ যোগান দিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ● iii ⓘ i ও ii

১৮৮. হুন্ডির মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন হওয়ার কারণ– (প্রয়োগ)
i. সহজ ও নিরাপদ লেনদেনের তাগিদ
ii. নগদ অর্থের প্রভাব
iii. বৈদেশিক মুদ্রার সংকট
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓚ ii ⓖ iii ⓘ i, ii ও iii

১৮৯. বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ব্যবসা–বাণিজ্য
ii. শিল্প
iii. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯০. বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন ঋণপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ঋণপত্র হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মুদ্রা

ii. ব্যাংক ড্রাফট
iii. বিনিময় বিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯১ ও ১৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব সোহানুর রহমান দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করছেন। তিনি প্রতি মাসে পরিবারের জন্য ২০,০০০ টাকা খরচ পাঠান। সোনালী ব্যাংকের একটি শাখার মাধ্যমে এ টাকা তার পরিবারের কাছে পৌঁছে যায়।

১৯১. অনুচ্ছেদে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন ভূমিকার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক অর্থ স্থানান্তর খ বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা
● রেমিটেন্স সংগ্রহ ঘ সঞ্চয় বৃদ্ধি

১৯২. এ ধরনের কাজের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে
ii. সাধারণ জনগণের সেবা করছে
iii. সরকারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৩ ও ১৯৪ প্রশ্নের উত্তর দাও :
শেফালি ও হারিস দম্পতি একটি ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। বর্তমানে তারা মাসিক খরচ ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু টাকা উপার্জন করতে পারছে। তাদের এ অতিরিক্ত টাকা এলাকার সদরে রূপালী ব্যাংকের একটি শাখায় জমা রাখছে। ব্যবসার সম্প্রসারণে তারা এ টাকা ব্যবহার করবে বলে জানা গেছে।

১৯৩. শেফালি ও হারিস দম্পতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন ভূমিকার কারণে অর্থ জমা করতে পারছে? (প্রয়োগ)
● আমানত সংগ্রহ খ অর্থ স্থানান্তর
গ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি ঘ রেমিটেন্স সংগ্রহ

১৯৪. অনুচ্ছেদের আলোকে ব্যাংকের এ ধরনের ভূমিকার ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জনগণের পুঁজি গঠিত হয়েছে
ii. ব্যবসায়িক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে
iii. নিরাপদে ব্যবসা করা সম্ভব হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৫ ও ১৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। তবে বর্তমানে শিল্পের অবদান একেবারে কম নয়। এছাড়া বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ প্রবাসে কর্মরত। তারাও সমানভাবে অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছেন।

১৯৫. অনুচ্ছেদের উল্লিখিত প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে কীভাবে? (প্রয়োগ)
● রেমিটেন্স প্রেরণে খ তথ্য প্রেরণে
গ প্রযুক্তির প্রসারে ঘ মেধার বিকাশে

১৯৬. উক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ii. মানবসম্পদ উন্নয়ন
iii. অর্থনীতির উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ ৭.৪ : ব্যাংক হিসাব খোলার ও পরিচালনার নিয়ম

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৭৪

- ব্যাংক হিসাব খোলার পদ্ধতি– ৩ ধরনের।
- আবেদনকারীর মৃত্যুর পর তার হিসাবকৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারে তার– নমিনী।
- ATM কার্ড হল– অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি।
- সঞ্চয়ী হিসাবে অর্থ উত্তোলন করা যায়– সপ্তাহে দুইবার।
- চলতি হিসাবে অর্থ উত্তোলন করা যায়– যত খুশি তত বার।
- হিসাব খুলতে প্রয়োজন হয়– আবেদনকারীর ২ কপি সত্যায়িত ছবি।
- ATM–এর পূর্ণরূপ– Automated Teller Machine.
- আবেদনপত্রে আবেদনকারীর পক্ষে যে শনাক্তকারী স্বাক্ষর করেন তাকে বলে– পরিচয় প্রদানকারী।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৭. আমানত কত প্রকার? (জ্ঞান)
● তিন খ চার গ পাঁচ ঘ ছয়

১৯৮. সেলিম সাহেব সম্প্রতি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে আমানত হিসেবে অর্থ সঞ্চয় করলেন, যা তিনি যেকোনো সময় ওঠাতে পারবেন এবং এর ওপর কোনো সুদ পাবেন না। এটা কোন ধরনের আমানত? (উচ্চতর দক্ষতা)
● চলতি খ সঞ্চয়ী গ স্বল্পকালীন ঘ স্থায়ী আমানত

১৯৯. ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যাপারে নিচের কোন ব্যাংকটি ব্যতিক্রম? (জ্ঞান)
● গ্রামীণ খ সোনালী গ পূবালী ঘ ইসলামী

২০০. বনি আমিন একজন ছাত্র। সে বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে আগ্রহী। তার জন্য কোন ধরনের হিসাব অধিক উপযোগী হবে বলে তুমি মনে কর? (প্রয়োগ)
● সঞ্চয়ী খ চলতি গ স্থায়ী ঘ স্বল্পকালীন

২০১. রহিম ইসলামী ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে চায়। এক্ষেত্রে তার প্রথম করণীয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● আবেদন ফরম সংগ্রহ করা খ টাকা জমা দেওয়া
গ নমিনীকে ব্যাংকে হাজির করা ঘ শনাক্তকারী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা

২০২. ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আমানতকারী বর্তমানে কিসের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে পারেন? (অনুধাবন)
ক চেকের ● ইন্টারনেটের
গ এটিএম কার্ডের ঘ টেলিগ্রাফের

২০৩. নমিনী বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক শনাক্তকারী ব্যক্তিকে
● আমানতকারীর অবর্তমানে জমাকৃত টাকা উত্তোলনের অধিকারী ব্যক্তিকে
গ ব্যাংক হিসাবধারী ব্যক্তিকে
ঘ ব্যাংক গ্রাহককে

২০৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ন্যূনতম কত টাকা জমা রাখতে হয়? (জ্ঞান)
ক ২০০ ● ৫০০ গ ১০০০ ঘ ১৫০০

২০৫. ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় হিসাবধারীকে কী দেওয়া হয়? (জ্ঞান)
● চেক বই, পাস বই, জমা বই খ পাস বই
গ পাস বই ও জমা বই ঘ জমা বই

২০৬. ATM হলো– (অনুধাবন)
ক হিসাব পদ্ধতি ● অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি
গ অর্থ হস্তান্তর প্রামাণ্য দলিল ঘ অর্থ উত্তোলন আজ্ঞাপত্র

২০৭. আবেদনপত্রের যে ব্যক্তি আবেদনকারীর শনাক্তকারী হিসেবে স্বাক্ষর করে তাকে কী বলে? (অনুধাবন)
● পরিচয় প্রদানকারী খ আবেদনকারী অভিভাবক
গ নমিনি ঘ ব্যাংকের কর্মকর্তা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৮. ব্যাংক নিয়ম অনুযায়ী একজন আমানতকারী জমাকৃত টাকা তুলতে পারেন– (অনুধাবন)
i. এটিএম কার্ডের মাধ্যমে
ii. চেকের মাধ্যমে
iii. ইন্টারনেটের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৯. বর্তমানে ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পাদনে প্রায় সব ব্যাংকেই ব্যবহার করা হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কম্পিউটার

ii. মোবাইল
iii. ইন্টারনেট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১০. ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. একটি আবেদনপত্র
ii. ২ কপি সত্যায়িত ছবি
iii. একজন শনাক্তকারীর স্বাক্ষর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১১. ATM কার্ড এর সুবিধা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. চেকের প্রয়োজন হয় না
ii. যেকোনো সময় টাকা ওঠানো যায়
iii. ব্যাংকে যেতে হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১২. অনলাইনে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া যায়– (অনুধাবক)
i. দেশের ভেতর থেকে
ii. বাড়ি থেকে
iii. দেশের বাহির থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১৩ ও ২১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব মাসুম সোনালী ব্যাংকের একজন সিনিয়র অফিসার। তার বন্ধু রেজা সাহেব ঐ ব্যাংকে একটি আমানত হিসাব খুলতে চাইলে তিনি তাকে একটি চলতি হিসাব খোলার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন এবং চেকের পরিবর্তে একটি প্রযুক্তি নির্ভর উপাদান প্রদান করেন টাকা তোলার জন্য।

২১৩. জনাব মাসুমকে টাকা তোলার জন্য কী প্রদান করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক মোবাইল ● এটিএম কার্ড গ হুন্ডি ঘ ব্যাংক ড্রাফট

২১৪. জনাব রেজা সাহেবের হিসাব খোলার ব্যাপারে জনাব মাসুম কাজ করেছেন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নমিনি হিসেবে
ii. শনাক্তকারী হিসেবে
iii. তথ্য প্রদানকারী হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ● ii ও iii

➲ ৭.৫ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৭৬

At a Glance

- মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে– কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ– মুদ্রা প্রচলন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে– সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়।
- দেশে নতুন ব্যাংক ও শাখা খোলার অনুমতি দেয়– কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান– গভর্নর।
- ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে– কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- 'নিকাশ ঘর' বলা হয়– কেন্দ্রীয় ব্যাংককে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৫. সব ব্যাংকের অভিভাবক কোন ব্যাংক? (জ্ঞান)
ক কৃষি ব্যাংক খ উত্তরা ব্যাংক
গ সমবায় ব্যাংক ● কেন্দ্রীয় ব্যাংক

২১৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার নিয়ন্ত্রণে থাকে? (অনুধাবন)
● সরকারের খ জনগণের
গ স্বনিয়ন্ত্রিত ঘ বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর

২১৭. সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা এবং ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে কোন ব্যাংক? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সোনালী ব্যাংক ● বাংলাদেশ ব্যাংক
গ রূপালী ব্যাংক ঘ কর্মসংস্থান ব্যাংক

২১৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোনটিকে আখ্যায়িত করা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক মুদ্রার মান সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান
● সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান
গ ঋণ নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান
ঘ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান

২১৯. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক জনসাধারণের ব্যাংক বলে
● সরকারের প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে
গ অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলে
ঘ দেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখে বলে

২২০. প্রতিটি স্বাধীন দেশে কয়টি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে? (জ্ঞান)
● এক খ দুই গ তিন ঘ চার

২২১. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিচের কোনটি? (জ্ঞান)
ক সোনালী ব্যাংক ● বাংলাদেশ ব্যাংক
গ ন্যাশনাল ব্যাংক ঘ জনতা ব্যাংক

২২২. বাংলাদেশ সরকারের ব্যাংক কোনটি? (জ্ঞান)
ক শিল্প ব্যাংক খ সোনালী ব্যাংক
গ ইসলামী ব্যাংক ● বাংলাদেশ ব্যাংক

২২৩. ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক? (জ্ঞান)
● যুক্তরাষ্ট্র খ ইংল্যান্ড গ সুইডেন ঘ অস্ট্রেলিয়া

২২৪. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড কোন ধরনের ব্যাংক? (অনুধাবন)
ক বাণিজ্যিক ● কেন্দ্রীয় গ বিশেষায়িত ঘ স্বায়ত্তশাসিত

২২৫. মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে কোন ব্যাংক? (জ্ঞান)
● কেন্দ্রীয় খ বাণিজ্যিক গ বিশেষায়িত ঘ কর্মসংস্থান

২২৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে নোট প্রচলন করে? (অনুধাবন)
● দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে
খ বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যা বিবেচনা করে
গ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাহিদা মাথায় রেখে
ঘ শিল্পপতিদের বিনিয়োগের পরিমাণ বিবেচনা করে

২২৭. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ দেয় কাকে? (জ্ঞান)
ক জনগণকে খ দরিদ্রদের ● সরকারকে ঘ মহিলাদের

২২৮. সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মক্কেল কারা? (উচ্চতর দক্ষতা)
● সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংক খ জনসাধারণ
গ দেশি–বিদেশি ব্যবসায়ী ঘ বিদেশি শিল্পপতিগণ

২২৯. সরকারকে আর্থিক পরামর্শ দেয় কোন ব্যাংক? (জ্ঞান)
ক সোনালী ব্যাংক ● কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ রূপালী ব্যাংক

২৩০. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ব্যাংক কীভাবে সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে থাকে? (প্রয়োগ)
ক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খ বিনিময়ের হার নির্ধারণ করে
● সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে
ঘ অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে

২৩১. সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নীতি নির্ধারণে কোন ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে? (জ্ঞান)
● বাংলাদেশ ব্যাংক খ কর্মসংস্থান ব্যাংক
গ শিল্প ব্যাংক ঘ কৃষি ব্যাংক

২৩২. ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী সোনালী ব্যাংককে তার চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা ৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এদিক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে কী বলা হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক নিকাশঘর খ সরকারের ব্যাংক
● অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক ঘ ঋণ নিয়ন্ত্রক

২৩৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা কতভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়? (জ্ঞান)
● পাঁচ খ আট গ দশ ঘ পনেরো

২৩৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা কী করতে পারে? (অনুধাবন)
● বাড়াতে–কমাতে পারে ⓚ বাড়াতে পারে
ⓖ কমাতে পারে ⓘ বাড়াতে পারে না

২৩৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ জনসাধারণের বিপদকালীন ঋণ দিয়ে সহায়তা করে তাই
● বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংকটকালীন অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ দিয়ে সাহায্য করে বলে
ⓖ সব ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে
ⓘ দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নোট প্রচলন করে তাই

২৩৬. ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল কোন ব্যাংক? (জ্ঞান)
ⓚ উন্নয়ন ● কেন্দ্রীয় ⓖ বিশ্ব ⓘ আইএমএফ

২৩৭. বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভিন্নতর কাজ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ ঋণদান ● বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ
ⓖ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন ⓘ জমা সংরক্ষণ

২৩৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট প্রচলনের ক্ষমতা রাখলেও বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে? (প্রয়োগ)
ⓚ বৈদেশিক ও রপ্তানি নীতির কর ধার্য করে
ⓚ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়–বিক্রয়ের মাধ্যমে
ⓖ বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে
● চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারী চেক ঋণপত্র হিসেবে ইস্যু করে

২৩৯. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিকাশঘর বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
● বাণিজ্যিক ব্যাংকের দেনা–পাওনার নিষ্পত্তি করে বলে
ⓚ বিনিময় হার নির্ধারণ করে বলে
ⓖ সরকারকে ঋণ দেয় বলে
ⓘ অর্থ প্রচলন করে বলে

২৪০. নিকাশঘর পরিচালনা করে কোন ব্যাংক? (জ্ঞান)
ⓚ জনতা ব্যাংক ⓚ কৃষি ব্যাংক
ⓖ সমবায় ব্যাংক ● বাংলাদেশ ব্যাংক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ– (অনুধাবন)
i. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
ii. বিনিময় হার ঠিক রাখা
iii. অর্থ জমা রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪২. প্রতিটি দেশের সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠন করে– (অনুধাবন)
i. মুনাফা অর্জন করার জন্য
ii. বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য
iii. মুদ্রার মান সংরক্ষণ করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৩. জনাব মতিন সাহেব বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার প্রতিষ্ঠানটি– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সরকারি মালিকানায় পরিচালিত
ii. অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক
iii. জাতীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৪৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়– (অনুধাবন)
i. নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে বলে
ii. অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে বলে
iii. সরকারকে সংকটকালীন ঋণ প্রদান করে বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির ওপর নির্ভরশীল থাকে– (অনুধাবন)
i. মুদ্রার মান সংরক্ষণ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
ii. অর্থের যোগান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
iii. বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়াবলি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৬. বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সংকটকালে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের বিশাল অংকের টাকা ঋণ দেয়। এটি প্রমাণ করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক
ii. বাংলাদেশ ব্যাংক একটি জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
iii. বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৪৭. কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনস্থ ব্যাংকসমূহকে– (অনুধাবন)
i. প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়
ii. ঋণ প্রদান করে
iii. বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৮. কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া
ii. ঋণের আধিক্য
iii. কোনো ঋণ না থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৯. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে– (অনুধাবন)
i. মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য
ii. মুদ্রা সংকোচন রোধ করার জন্য
iii. বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫০. কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করে– (অনুধাবন)
i. দেশবাসীকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য
ii. সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়নে সাহায্য করার জন্য
iii. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সেবার মান উন্নয়নের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫১. অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে– (জ্ঞান)
i. কৃষিখাত সমৃদ্ধ হয়
ii. শিল্পখাতের উন্নয়ন
iii. ত্বরান্বিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫২. ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক– (অনুধাবন)
i. দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন কর
ii. অর্থের মূল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে
iii. বিনিময় হার নির্ধারণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে– (অনুধাবন)
i. বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়নের জন্য
ii. অর্থের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার জন্য
iii. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫৪ ও ২৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কালোবাজারি এবং চাঁদাবাজির কারণে বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারে চরম অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ দান ৰমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ঋণ প্রদানের ৰেত্রে বংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ঋণ প্রদান করতে হয়।

২৫৪. অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যাবলির আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংককে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
ক সর্বশেষ ঋণদাতা খ নিকাশঘর
গ সরকারের ব্যাংক ● ঋণ নিয়ন্ত্রক

২৫৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত কাজের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. মুদ্রাস্ফীতি লোপ পাবে
ii. মুদ্রা সংকোচন দেখা দেবে না
iii. লেনদেনে ভারসাম্য স্থাপিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ ৭.৬ : বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৭৮

- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম– বাংলাদেশ ব্যাংক।
- আমাদের দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হলো– কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- মালিকানার দৃষ্টিকে ব্যাংকসমূহকে– ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।
- বাণিজ্যিক ব্যাংককে ভাগ করা যায়– ২ ভাগে।
- বাংলাদেশে বিদেশি ব্যাংকের সংখ্যা– ১০টি।
- এদেশে বেসরকারি ব্যাংকের সংখ্যা– ৩১টি।
- বাংলাদেশে সরকারি ব্যাংকের সংখ্যা– ৪টি।
- বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি ব্যাংক– আরব–বাংলাদেশ ব্যাংক।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫৬. সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে নিচের কোন ব্যাংকটি? (জ্ঞান)
● বাংলাদেশ ব্যাংক খ সোনালী ব্যাংক
গ সমবায় ব্যাংক ঘ কর্মসংস্থান ব্যাংক

২৫৭. বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক দুই ● তিন গ চার ঘ পাঁচ

২৫৮. বাংলাদেশে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
● দশ খ বারো গ পনেরো ঘ বিশ

২৫৯. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে গত বছর সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদান করেছে রাসেল নওয়াজ। তিনি কোন ধরনের ব্যাংকে কর্মরত? (প্রয়োগ)
ক বাণিজ্যিক ● বিশেষায়িত গ বিদেশি ঘ বেসরকারি

২৬০. বাংলাদেশে সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
● চার খ পাঁচ গ দশ ঘ পনেরো

২৬১. বাংলাদেশে দেশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কতটি? (জ্ঞান)
● ৩১ খ ৪০ গ ৪৫ ঘ ৫০

২৬২. দেশীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
● উচ্চ হার সুদে ঋণ প্রদান খ নিম্ন হার সুদে ঋণ প্রদান
গ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা ঘ সরকারকে ঋণ প্রদান

২৬৩. স্থানীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থলগ্নীকারী বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানই হলো দেশীয় ব্যাংক। এক্ষেত্রে দেশীয় ব্যাংক কী হিসেবে কাজ করে? (প্রয়োগ)
● মহাজন খ প্রধান ব্যাংক
গ সরকারের ব্যাংক ঘ ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল

২৬৪. বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংক মোট কতটি? (জ্ঞান)
ক ৫ খ ৭ গ ৯ ● ১১

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬৫. বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ পরিচালিত হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. সরকারি লেনদেনে স্থিতিশীলতা সৃষ্টির লৰ্যে
ii. জনসাধারণকে আর্থিক নিরাপত্তাদানের লৰ্যে
iii. মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬৬. জনাব মাহতাব এমবিএ সম্পন্ন করার পর সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে চাকরি করার ইচ্ছা পোষণ করে। তার ইচ্ছা পূরণে তাকে চাকরি নিতে হবে– (প্রয়োগ)
i. সোনালী ব্যাংকে ii. পূবালী ব্যাংকে
iii. অগ্রণী ব্যাংকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৭ ও ২৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশের একটি বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে অগভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ঋণ নেন। চাষাবাদের সুবিধার জন্য তিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রবতি দিয়ে তিনি ঋণ গ্রহণ করেন।

২৬৭. জনাব সিরাজ কোন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন? (প্রয়োগ)
ক সোনালী ● কৃষি
গ গ্রামীণ ঘ পূবালী

২৬৮. এ ধরনের ব্যাংক ভূমিকা পালন করছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. কৃষি স্বনির্ভরতা অর্জনের ৰেত্রে
ii. মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার ৰেত্রে
iii. অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ৭.৭ : কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকা

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৭৯

- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে– ১৯৭২ সালে।
- দেশের ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হলো– বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক ঋণ দেয়– ৩ প্রকারের।
- গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮৩ সালে।
- জামানতবিহীন ঋণদান করে– গ্রামীণ ব্যাংক।
- সরকারের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের অংশিদার– সমবায় ব্যাংক।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬৯. বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্প মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় কেন? (অনুধাবন)
ক শিল্পপতিদের মুনাফা অর্জনে সাহায্য করার জন্য
● দেশের শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করতে
গ শিল্পখাতকে আধুনিকীকরণের জন্য
ঘ দেশের জনসাধারণকে শিল্পনির্ভর করে গড়ে তুলতে

২৭০. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিসের বিনিময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ঋণ দান করে? (জ্ঞান)
● ঋণপত্রের খ ব্যাংক দলিলের
গ সরকারি নির্দেশনার ঘ ধাতব মুদ্রার

২৭১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহজশর্তে বেকার যুবকদের ঋণ দেয় কেন? (অনুধাবন)
● আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য
খ দ্রুত শিল্পায়নের জন্য
গ সামাজিক অবৰয় রোধের জন্য
ঘ যুবকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য

২৭২. বাংলাদেশকে কৃষি প্রধান দেশ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক কৃষি উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে
● কৃষির ওপর অধিকাংশ মানুষ নির্ভরশীল বলে
গ কৃষি জমির পরিমাণ বেশি বলে
ঘ কৃষিৰেত্রে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে বলে

২৭৩. আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক কেমন? (উচ্চতর দৰতা)

● দরিদ্র ⓚ আত্মনির্ভরশীল
ⓖ পরিশ্রমী ⓘ বেকার

২৭৪. একজন কৃষক মাত্র কত টাকা জমা রেখে কৃষি ব্যাংকে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পাচ্ছে? (জ্ঞান)
ⓚ ৫ ● ১০ ⓖ ২০ ⓘ ৫০

২৭৫. কৃষি ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৭২ ● ১৯৭৩ ⓖ ১৯৭৪ ⓘ ১৯৭৫

২৭৬. কৃষি উন্নয়নে কৃষি ব্যাংক ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদনের জন্য এ ব্যাংক কোন ঋণ প্রদান করে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ কৃষি ⓚ শস্য ⓖ দীর্ঘ ● মৌসুমি

২৭৭. নিচের কোনটি বিশেষ ধরনের ব্যাংক? (জ্ঞান)
ⓚ রূ পালী ⓚ জনতা
ⓖ অগ্রণী ● কৃষি

২৭৮. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কোন মেয়াদি ঋণ প্রদান করে? (জ্ঞান)
ⓚ স্বল্প ⓚ দীর্ঘ
● স্বল্প, মধ্যম ⓘ মধ্যম

২৭৯. বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কীভাবে সহায়তা করছে? (অনুধাবন)
● প্রয়োজনমাফিক কৃষি ঋণ সরবরাহ করে
ⓚ সার, বীজ ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করে
ⓖ কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে
ⓘ ঋণদানের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে

২৮০. ইয়াসিন সাহেব বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক থেকে সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি ক্রয় ও অন্যান্য কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন। ব্যাংক রহিমকে কোন মেয়াদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে? (প্রয়োগ)
ⓚ মধ্যম ● স্বল্প ⓖ অতি স্বল্প ⓘ দীর্ঘ

২৮১. সার, বীজ কেনার জন্য কৃষি ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণদান করে। স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের মেয়াদ কত মাস? (প্রয়োগ)
ⓚ ২০ ⓚ ২২ ● ১৮ ⓘ ১৫

২৮২. কৃষি ব্যাংকের মধ্যমমেয়াদি ঋণ পরিশোধের সময়সীমা কত? (অনুধাবন)
ⓚ ১২–১৮ মাস ⓚ ১৫–৩০ মাস
● ১৮ মাস থেকে–৫ বছর ⓘ ৫–১০ বছর

২৮৩. জমির কৃষক কৃষি ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে। এ ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি কত মাস সময় পাবেন? (প্রয়োগ)
● ১৮ ⓚ ২৪ ⓖ ৩০ ⓘ ৩৫

২৮৪. কৃষি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ কত বছরের জন্য দেয়া হয়? (জ্ঞান)
● ৫ ⓚ ৬ ⓖ ৭ ⓘ ৮

২৮৫. কৃষি ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দান করে কত বছরের জন্য? (জ্ঞান)
● ৫–২০ ⓚ ৩–১০ ⓖ ২–৩ ⓘ ১–২

২৮৬. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকটি গঠিত হয় কবে? (জ্ঞান)
● ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ⓚ ২৫ জুন ২০০৮
ⓖ ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭ ⓘ ২১ ডিসেম্বর ২০০৬

২৮৭. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের বর্তমান নাম কী? (অনুধাবন)
ⓚ কর্মসংস্থান ব্যাংক ● বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
ⓖ বাংলাদেশ রপ্তানি ব্যাংক ⓘ বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক

২৮৮. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়সীমা কত? (জ্ঞান)
● ২০ বছর ⓚ ১৫ বছর ⓖ ১০ বছর ⓘ ৫ বছর

২৮৯. বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। এই দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নিচের কোন ব্যাংক অধিক ভূমিকা পালন করতে পারে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ এশিয়া ⓚ কৃষি
ⓖ শিল্প ● গ্রামীণ

২৯০. নিচের কোন ব্যাংকটি ব্যতিক্রম? (জ্ঞান)
ⓚ সোনালী ● গ্রামীণ
ⓖ জনতা ⓘ প্রাইম

২৯১. গ্রামের দরিদ্র জনগণকে বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করে কোন ব্যাংক? (অনুধাবন)
ⓚ সোনালী ⓚ রূ পালী
● গ্রামীণ ⓘ কেন্দ্রীয়

২৯২. গ্রামের ভূমিহীন শাহানা বেগম একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি সবজি বাগান তৈরি করেন। কোনো জামানত ছাড়াই তিনি ঋণ পান। শাহানা বেগমকে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানটির নাম কী? (প্রয়োগ)
ⓚ সোনালী ব্যাংক ● গ্রামীণ ব্যাংক
ⓖ কৃষি ব্যাংক ⓘ পূবালী ব্যাংক

২৯৩. রহিমা বানু একজন দরিদ্র মহিলা। তিনি একটি মুরগির খামার দিতে চান। এমতাবস্থায় তিনি কোথা থেকে ঋণ পেতে পারেন? (প্রয়োগ)
ⓚ কৃষি ব্যাংক ● গ্রামীণ ব্যাংক
ⓖ বাণিজ্যিক ব্যাংক ⓘ উন্নয়ন ব্যাংক

২৯৪. সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংককে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ বিশেষায়িত ব্যাংক ⓚ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
ⓖ বাণিজ্যিক ব্যাংক ● সমবায় ব্যাংক

২৯৫. সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
● পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে ঋণ দান করা
ⓚ দেশের সমবায়িক অর্থনীতি গড়ে তোলা
ⓖ দেশকে শিল্পোন্নত করা
ⓘ বেকার সমস্যার সমাধান করা

২৯৬. নিচের কোন ব্যাংক স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে? (জ্ঞান)
● সমবায় ⓚ সোনালী ⓖ ইসলামী ⓘ শিল্প

২৯৭. সমবায় ব্যাংকের মালিকানায় কতভাগ সরকারের? (জ্ঞান)
ⓚ ১৫% ⓚ ১৭% ● ১৪% ⓘ ২০%

২৯৮. 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের অংশীদার কোন ব্যাংক? (জ্ঞান)
ⓚ উন্নয়ন ● সমবায় ⓖ জনতা ⓘ বিশ্ব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯৯. দরিদ্রদের মাঝে কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শিল্প ব্যাংক
ii. জনতা ব্যাংক
iii. গ্রামীণ ব্যাংক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ● iii ⓘ i ও iii

৩০০. কৃষি ব্যাংক মধ্যমমেয়াদি ঋণ দিতে পারে– (অনুধাবন)
i. কৃষিপণ্য বাজারজাতের জন্য
ii. সার কেনার জন্য
iii. গরু কেনার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ● iii ⓘ i ও ii

৩০১. আব্দুর রহিম সার–বীজ কেনার জন্য কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ উত্তোলন করলেন। তার এ ঋণ– (প্রয়োগ)
i. দীর্ঘমেয়াদি
ii. স্বল্পমেয়াদি
iii. মধ্যমমেয়াদি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ⓖ iii ⓘ i, ii ও iii

৩০২. গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য– (অনুধাবন)
i. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন
ii. গরিব মহিলাদের কাজের ব্যবস্থা করা
iii. বাজার ব্যবস্থা গতিশীল রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩০৩. বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি করে– (অনুধাবন)
i. নতুন ব্যাংক স্থাপন করে
ii. ব্যাংকসমূহকে ঋণ দান করে
iii. যুবকদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০৪. বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশে পরিণত হয়েছে– (অনুধাবন)
i. ব্যবসা–বাণিজ্য সম্প্রসারণে ভূমিকা রেখে
ii. শিল্পায়নে অর্থসংস্থান করে
iii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষকদের ঋণ প্রদান করে– (অনুধাবন)
i. কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য
ii. পানি সেচের জন্য নলকূপ ক্রয়ের জন্য
iii. সার, বীজ কেনার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করছে– (অনুধাবন)
i. রিকশা ও ভ্যান ক্রয়ে ঋণ প্রদান করে
ii শিল্প–কারখানা নির্মাণে ঋণ দান করে
iii. ব্যাংকের নতুন নতুন শাখা তৈরি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০৭. কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– (অনুধাবন)
i. কৃষিখাতের গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য
ii. কৃষি স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে
iii. দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০৮. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক একটি– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জাতীয় প্রতিষ্ঠান
ii. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান
iii. আধা–স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০৯. কৃষি ব্যাংক কৃষককে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দান করে– (অনুধাবন)
i. চা বাগানের উন্নয়নের জন্য
ii. ভূমি সমতল করার জন্য
iii. হিমাগার নির্মাণের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩১০. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মেয়াদি ঋণ প্রদান করছে– (অনুধাবন)
i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে
ii. স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে
iii. সামাজিক উন্নয়নের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩১১. গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা গঠিত হয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে
ii. মহাজনদের দৌরাত্ম্য কমাতে
iii. দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩১২. গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সুদবিহীন
ii. জামানতবিহীন
iii. ভূমিহীন নারী–পুরুষের
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩১৩. গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দান করে– (অনুধাবন)
i. নারীকে কর্মে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য
ii. ভিক্ষুকদের স্বাবলম্বী করার জন্য
iii. বেকারদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩১৪. সমবায় ব্যাংক কৃষি ঋণ প্রদান করে– (অনুধাবন)
i. দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য
ii. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে
iii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩১৫. সমবায় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে– (অনুধাবন)
i. বেকারত্ব দূরীকরণে
ii. মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে
iii. দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১৬ ও ৩১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রতন মিয়া কৃষি ব্যাংক থেকে অগভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ৪ বছরের জন্য ঋণ নেয়। এজন্য ব্যাংক তাকে ১২০০০ টাকা ঋণ দেয়।

৩১৬. রতন মিয়ার ঋণ পরিশোধের সময়কাল কত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ ১ বছর থেকে তিন বছর ⓖ ১০ মাস থেকে ৩ বছর
ⓖ ৯ মাস থেকে ৫ বছর ● ১৮ মাস থেকে ৫ বছর

৩১৭. রতন মিয়ার ১২,০০০ টাকা ঋণ কোন জাতীয় ঋণ বলে মনে কর? (প্রয়োগ)
● মধ্যম মেয়াদি ⓖ স্বল্পমেয়াদি
ⓖ স্থায়ী ⓖ উচ্চ মেয়াদি

নিচের ছকটি পড়ে ৩১৮ ও ৩১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঋণের মেয়াদকাল	ঋণের নাম
১৮ মাস	স্বল্পমেয়াদি
১৮–৫ বছর	মধ্যমেয়াদি
৫ বছরের অধিক	দীর্ঘমেয়াদি

৩১৮. উল্লিখিত মেয়াদে কোন ব্যাংক ঋণ প্রদান করে? (প্রয়োগ)
● কৃষি ⓖ সমবায় ⓖ গ্রামীণ ⓖ শিল্প

৩১৯. এ ব্যাংকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিতে পারে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. চা–বাগানের উন্নয়নে
ii. শস্যাগার নির্মাণে
iii. গভীর নলকূপ স্থাপনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩২০ ও ৩২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
করিম শেখ ও তার স্ত্রী সমবায় ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গরুর খামার করেছে। তারা ৫ বছরে এ ঋণ শোধ করবে।

৩২০. করিম শেখকে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকটির মালিক– (প্রয়োগ)
i. সরকার
ii. জনগণ
iii. সমবায় প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩২১. অনুচ্ছেদটির ক্ষেত্রটি ছাড়াও উক্ত ব্যাংক ঋণ দান করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহে
ii. নির্মাণ শিল্পে

iii. ফোন ক্রয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩২২ ও ৩২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রহিমা বেগম গ্রামীণ ব্যাংক থেকে সহজশর্তে ঋণ নিয়ে নিজের পরিবারের ব্যয়ভার বহন করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। শুধু রহিমা বেগমই নয়, তার মতো হাজার হাজার অবহেলিত নারী গ্রামীণ ব্যাংকের উপকারভোগী।

৩২২. অনুচ্ছেদে গ্রামীণ ব্যাংকের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

● নারীদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা পালন ⓚ মহাজনদের দৌরাত্ম্য রোধ করা
ⓖ জামানতবিহীন ঋণ দান ⓘ নারীদের সুশিক্ষিত করে তোলা

৩২৩. গ্রামীণ ব্যাংকের উক্ত ভূমিকার কারণে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে
ii. নারী নির্যাতন বন্ধ হয়েছে
iii. নারীরা পরিবারে মর্যাদা পাচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩২৪ ও ৩২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনি মিয়া একজন প্রান্তিক কৃষক। তার ২ বিঘা জমি আছে। তিনি সে জমিতে ধান চাষের সিদ্ধান্ত নেন। টাকার অভাবে তিনি উফশী জাতের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন না। পরবর্তীতে তিনি একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চাষাবাদ করেন।

৩২৪. জনি মিয়া যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেন তার নাম কী? (প্রয়োগ)

ⓚ সরকারি ⓚ বাণিজ্যিক
● কৃষি ⓘ সমবায়

৩২৫. জনি মিয়া এ ব্যাংক থেকে যে ঋণ নিতে পারেন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ
ii. মধ্যমেয়াদি ঋণ
iii. স্বল্পমেয়াদি ঋণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২৬. বর্তমানে মানুষ ব্যাংক সৃষ্ট অর্থকে গ্রহণ করেছে– (অনুধাবন)

i. ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনা করতে
ii. দেনা–পাওনা মেটানোর জন্য
iii. দৈনন্দিন অভাব পূরণের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩২৭. বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ সৃষ্টি করতে পারে– (অনুধাবন)

i. আমানত গ্রহণ করে
ii. ঋণ প্রদান করে
iii. নতুন নোট তৈরি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩২৮. অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– (অনুধাবন)

i. উৎপাদন ব্যবস্থায় গতিশীলতা সৃষ্টিতে
ii. সমাজজীবনের প্রয়োজন পূরণে
iii. মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩২৯. প্রকৃত মুদ্রার সাহায্যে– (অনুধাবন)

i. জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারণ করা হয়
ii. দৈনন্দিন জীবনের লেনদেন সম্পন্ন করা হয়
iii. অর্থ গচ্ছিত রাখা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৩০. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো– (প্রয়োগ)

i. মুনাফা অর্জন
ii. ঋণ প্রদান
iii. জনকল্যাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓚ ii ● iii ⓘ i ও ii

৩৩১. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ ধরনের ব্যবস্থা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. খেলা বাজার নীতি গ্রহণ
ii. শেয়ারবাজারের ব্যবসা জোরদারকরণ
iii. ব্যাংক হারের পরিবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৩২. বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা পালন করছে– (অনুধাবন)

i. মূল্য বাজার স্থিতিশীল রেখে
ii. অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থাকে সচল রেখে
iii. জনসাধারণকে ঋণ প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩৩ ও ৩৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাজশাহীর চানু মিয়া এবার লিচু উৎপাদন করে ব্যাপক লাভবান হয়েছে। দুটি বাগানে ৫০ মণ লিচু উৎপাদিত হয়েছে। যা ট্রাক ভরে ঢাকায় এনে উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। ঢাকার মানুষ অনেকটা আগ্রহ ভরেই বেশি দাম দিয়ে এসব লিচু ক্রয় করেছে। লিচুগুলো বিক্রি করতে পেরে চানু মিয়াও দারুণ খুশি।

৩৩৩. অনুচ্ছেদে অর্থের কোন ধরনের কাজের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? (প্রয়োগ)

ⓚ মূল্যের পরিমাপক ⓚ সঞ্চয়ের বাহন
● বিনিময়ের মাধ্যম ⓘ তারল্যের মান নির্দেশক

৩৩৪. অর্থের এ ধরনের কাজের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়েছে
ii. পণ্য ও সেবা ক্রয়–বিক্রয় সম্ভব হয়েছে
iii. স্থগিত লেনদেনের মান নির্ধারণ করা সহজ হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩৫, ৩৩৬ ও ৩৩৭ নং প্রশ্নোত্তর দাও :

দৈনন্দিন ফল বিক্রয় থেকে যে লাভ হয়, তার পুরোটা খরচ না করে জসিম কিছু কিছু জমা করেন। এখন ভাবছেন সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে সংরক্ষণের কথা।

৩৩৫. জসিম কোন প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিরাপদে সংরক্ষণ করতে পারেন? (প্রয়োগ)

ⓚ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ⓚ সমবায় ব্যাংকে
● বাণিজ্যিক ব্যাংকে ⓘ বিশেষায়িত ব্যাংকে

৩৩৬. জসিমের জন্য কোন ধরনের হিসাব প্রযোজ্য? (অনুধাবন)

ⓚ চলতি ● সঞ্চয়ী ⓖ স্থায়ী ⓘ বিশেষ

৩৩৭. জসিমের অর্থ সংরক্ষণকারী ব্যাংকের নানামুখী ভূমিকার ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. মানুষের পুঁজি গঠিত হয়
ii. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়
iii. দেশের বাজার ব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩৮ ও ৩৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নোমান চৌধুরী বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি ও তার সহকর্মীরা দেশের তালিকাভুক্ত অন্যান্য ব্যাংকের

কাছে কত দেনা–পাওনা রয়েছে তা হিসাব করেন। বাণিজ্যিক ব্যাংকের জমাকৃত অর্থ হিসাব করতে তারা এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করেন।

৩৩৮. অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন ধরনের কাজের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক মুদ্রা প্রচলন খ ঋণ নিয়ন্ত্রণ
● নিকাশঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন ঘ বিনিময় হার নির্ধারণ

৩৩৯. এ কাজের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ব্যাংকের দেনা–পাওনার নিষ্পত্তি করে
ii. অন্যান্য ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে
iii. আর্থিক সেবার মান উন্নয়ন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

তমিজ মিয়া একজন কৃষক। নিজের ৯০ শতাংশ জমির সাথে অন্যের জমি বর্গা নিয়ে আমনের ধান চাষ করেন। চলতি বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ায় তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। লোক মুখে শুনতে পায় শুধু কৃষি খাতের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকার একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি এ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে পুনরায় ধান চাষ করে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান। [স. বো. '১৬]

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকাশ ঘর বলতে কী বোঝ? ২
গ. তমিজ মিয়া যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল তার স্বরূপ বিশেষণ কর। ৩
ঘ. এ ধরনের ব্যাংক কি দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়? মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে আমানত সংগ্রহ করে এবং মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে বিনিয়োগ করে এবং চাহিবামাত্র অথবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে সঞ্চয়কারীর কাছে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকাশ ঘর মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিকাশঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পেঅর্ডার আদান–প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার বা দেনাদার হয়। কোনো ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে কত পাওনা বা কত দেনা তার সর্বশেষ হিসাব সংরক্ষণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যে অর্থ বা তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকে তা থেকে এরকম দেনা–পাওনার নিষ্পত্তি করে। আর এটিই হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকাশঘর।

গ তমিজ মিয়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল। উদ্দীপকে তমিজ মিয়া লোক মুখে শুনতে পায় শুধু কৃষি খাতের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকার একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। যা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে নির্দেশ করে। কৃষি খাতের গতিশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র। তাই কৃষকের ছোটখাটো প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়াও জমি সমতল করা, অগভীর নলকূপ স্থাপন, চাষের জন্য গবাদি পশু এবং হালকা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা প্রভৃতি কাজের জন্য এ ব্যাংক কৃষককে মধ্যম মেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাস থেকে ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। জমি ও ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, গভীর নলকূপ স্থাপন, গুদামঘর নির্মাণ, হিমাগার নির্মাণ, পানি সেচের উদ্দেশ্যে খাল খনন, চা বাগানের উন্নয়ন এসব কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক কৃষককে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এ ঋণ ৫ বছর থেকে ২০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

ঘ এ ধরনের ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ কৃষি বাংকের মতো বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো দেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক কৃষির উন্নয়নে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ছাড়াও কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এ ব্যাংক হাঁস মুরগি ও পশুপালন, মৌমাছি ও গুটিপোকার চাষ, মৎস্য খামার তৈরি প্রভৃতি কাজের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে, যা নিয়ে আমাদের বেকার যুবকরা তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। বিভিন্ন বিশেষায়িত ব্যাংকের এ ধরনের কার্যক্রম দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। আর গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে গ্রামের অতি স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী–পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে। এ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান করে। কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য এ ব্যাংক শাকসবজি চাষ, গাভি পালন, মৎস্য চাষ, হাঁস–মুরগি পালন ও জমি চাষাবাদ ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করে। দেশের অবহেলিত জনসাধারণকে শিল্প খাতে সম্পৃক্ত করার জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণ প্রদান সহ উপকরণ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। ফলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তা ব্যাপক অবদান রাখছে। এমনিভাবে সমবায় ব্যাংক ব্যবসায়ীদের কল্যাণ সাধন ছাড়াও গ্রামীণ যুব ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। এছাড়া দেশের আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়, যেমন– মাছ চাষ, পশুপালন, হাঁস–মুরগি পালন এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণে সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। যার ফলে দেশের বেকারত্ব লাঘবের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন– ২ অর্থ ও অর্থের প্রকারভেদ

মুনিয়া গত এক বছর ধরে ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাকার নোট ব্যক্তিগত মাটির ব্যাংকে জমা করে। পার্শ্ববর্তী দেশে ভ্রমণের জন্য টাকাগুলো নিয়ে ব্যাংকে রূপান্তর করতে গেল। কিন্তু ব্যাংক কর্মকর্তা তার কিছু টাকা ফেরত দিলেন এবং বাকি টাকার সমপরিমাণ ডলার প্রদান করলেন। [স. বো. '১৫]

ক. কাগজি নোট কাকে বলে? ১
খ. স্থায়ী আমানত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মুনিয়া যে টাকাগুলো রূপান্তর করতে পারল না, তা কোন প্রকার মুদ্রার অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মুনিয়া যে টাকাগুলো রূপান্তর করতে পারল পাঠ্যবইয়ের আলোকে তার প্রকৃতি বিশেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয় তাকে কাগজি মুদ্রা বা নোট বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক যে তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে তার মধ্যে একটি হচ্ছে স্থায়ী আমানত। স্থায়ী আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। যেমন : ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি। ব্যাংক এ ধরনের আমানতের ওপর অধিক হারে সুদ প্রদান করে থাকে। এ আমানতের অর্থ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও তোলা যায়। এক্ষেত্রে কিছু বিধিবিধান অনুসরণ করতে কম হারে সুদ প্রদান করা হয়।

গ মুনিয়া যে টাকাগুলো রূপান্তর করতে পারল না তা রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রার অন্তর্গত। উদ্দীপকে মুনিয়া তার জমানো ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাকার নোট নিয়ে ব্যাংকে রূপান্তর করতে যায়। তার মধ্যে সে ১ টাকা ও ২ টাকার নোট রূপান্তর করতে পারে নি। মূলত কাগজি মুদ্রাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা (২) রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা। রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা বলতে বোঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা, রূপা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে রূপান্তর অযোগ্য কাগজি নোট হলো ১ টাকা ও ২ টাকার নোট। সুতরাং মুনিয়া ১ টাকা ও ২ টাকার নোট রূপান্তর করতে পারেনি। অর্থাৎ তার এ মুদ্রাগুলো ছিল 'রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা'।

ঘ মুনিয়া যে টাকাগুলো রূপান্তর করতে পারল পাঠ্যবইয়ের আলোকে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই বলতে হয় তার এ মুদ্রাগুলো ছিল কাগজি মুদ্রা। যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয় তাকে কাগজি মুদ্রা বা নোট বলে। নোটের উপর লিখিত মূল্যই তার মূল্যের নির্দেশক যা সাধারণত অভ্যন্তরীণ মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়। প্রায় সব দেশেই কাগজি মুদ্রা বা নোট সরকারি নির্দেশে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হয়। বাংলাদেশের কাগজি মুদ্রা হলো ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট। মুনিয়া তার মাঝে ৫ টাকা ও ২ টাকার নোট ব্যাংকে গিয়ে ডলারে রূপান্তর করে নেয়। তৈরির উপকরণের দিক থেকে মুনিয়ার রূপান্তরযোগ্য মুদ্রাগুলো কাগজি মুদ্রা। আবার গ্রহণে বাধ্যবাধকতার দিক থেকে এই ৫ টাকা ও ১০ টাকার নোট হচ্ছে বিহিত মুদ্রা। মুনিয়ার ৫ টাকা ও ১০ টাকার নোট বিহিত কাগজি মুদ্রা। বিহিত অর্থকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়– ১. অসীম বিহিত অর্থ ২. সসীম বিহিত অর্থ। অসীম বিহিত অর্থ বলতে বোঝায় যে বিহিত অর্থ দ্বারা আইনগত যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। সুতরাং প্রকৃতি বিচারে মুনিয়ার রূপান্তরযোগ্য ৫ টাকা ও ১০ টাকার নোট কাগজি মুদ্রা হচ্ছে অসীম বিহিত অর্থ।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ গ্রামীণ ব্যাংক

হাঁস–মুরগি পালন আর মৎস্যচাষ করে গ্রামের ভূমিহীন আয়েশা আর মিলন দম্পতি আজ স্বাবলম্বী। গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এক সময়ের নিঃস্ব হওয়া দম্পতি আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিনা জামানতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আর নিজেদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী হয়েছে, তেমনি দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। তাদের অবস্থার পরিবর্তন গ্রাম্য মহাজনদের দৌরাত্ম্য কমাতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে। [হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন ব্যাংকের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে এ ধরনের ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে কি? মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কখনো আর্থিক সংকটে পড়লে এবং অন্য কোথাও থেকে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণদান করে আর্থিক বিপদ থেকে রক্ষা করে। তাই এ ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা বলা হয়।

গ

উদ্দীপকে বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত গ্রামীণ ব্যাংকের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গ্রামের অতি অল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী–পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। এ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্রদের সহজ শর্তে বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করে। উদ্দীপকে দেখা যায়, আয়েশা ও মিলন দম্পতি ভূমিহীন। তারা জামানতবিহীন ঋণ গ্রহণ করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে। হাঁস–মুরগি ও মৎস্য চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করে তারা স্বাবলম্বী হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করলে গ্রামীণ ব্যাংকের স্বরূপই উন্মোচিত হয়। কারণ এ ব্যাংক ভূমিহীনদের ভাগ্য পরিবর্তন করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে গ্রামীণ ব্যাংকেরই স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমি মনে করি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সহায়তা এবং গ্রাম্য মহাজনদের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা করে গ্রামীণ ভূমিহীন দরিদ্র নারী–পুরুষদের জামানতবিহীন ঋণ দান করে তাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার মহৎ লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সহজ ও স্বল্প সুদে সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য এ ঋণ দরিদ্রদের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করছে। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে নিঃস্ব হওয়া দম্পতি আয়েশা–মিলন গ্রামীণ ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ নিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছে। এটি গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যদিকে ভূমিহীনদের ভাগ্য পরিবর্তন এবং দেশের অর্থনীতিকে সচল করাও গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য। উদ্দীপকে এ লক্ষ্যেরও প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কারণ আয়েশা এবং মিলনও ভূমিহীন দরিদ্র। তারা যে খাতে ঋণ নিয়েছে তা গ্রামীণ ব্যাংকেরই ঋণ দান ক্ষেত্র। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উদ্দীপকে গ্রামীণ গ্রামের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

সাজুর বাবা সাজুকে ঢাকায় ব্যাংকের মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা পাঠাবেন। সাজু উক্ত টাকা পেয়ে নিজের, ছোট ভাই–বোনের এবং মায়ের জন্য ঈদের কেনাকাটা করে গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায় ফেরে। [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? ১
খ. ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় ইন্টারনেটের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাজুর বাবা কুষ্টিয়া থেকে যে টাকা পাঠিয়েছেন তা ব্যাংকের কোন ধরনের কাজের আওতাভুক্ত বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সাজুর কেনাকাটায় অর্থের ভূমিকা বর্ণনা কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক।

খ বর্তমানে প্রায় সব ব্যাংকেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। তাই আমানতকারী কোন কোন তারিখে কত টাকা তুলল এবং কত টাকা জমা দিল তার বিবরণী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে পারে (এমনকি ইচ্ছা করলে তার হিসাব বন্ধ করে দিতে পারে)। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আমানতকারী বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে।

গ উদ্দীপকে সাজুর বাবা কুষ্টিয়া থেকে যে টাকা পাঠিয়েছেন তা ব্যাংকের অর্থ স্থানান্তর কাজের আওতাভুক্ত। ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো অর্থ স্থানান্তর। এ কাজের আওতায় ব্যাংক গ্রাহকের পব হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, দেশে বা বিদেশেও অর্থ প্রেরণ করে। উদ্দীপকে সাজুর বাবা কুষ্টিয়া এবং সাজু ঢাকায় থাকে। সাজুর বাবা সাজুকে ঢাকায় ব্যাংকের মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা পাঠালেন। অর্থাৎ সাজুর বাবার হিসাব থেকে সাজুর ব্যাংক হিসাবে অথবা নগদ টাকা সাজুর হিসাবে তার বাবা কুষ্টিয়া থেকে জমা দেন। এর ফলে সাজু ঢাকা থেকে সহজেই ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করতে পেরেছে, যা অর্থ স্থানান্তর কাজের আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে সাজুর কেনাকাটায় অর্থের ভূমিকা তাৎপর্যপর্ণ। অর্থ একটি বিনিমেয়র মাধ্যমে যা সবার নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। মানবসভ্যতা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে মুদ্রার গুরবত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাজুর বাবা সাজুকে ব্যাংকের মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা পাঠিয়েছেন। এ টাকার মাধ্যমে সাজু ছোট ভাই–বোনের এবং মায়ের জন্য ঈদের কেনাকাটা করে। এখানে সাজুর বাবার প্রেরিত অর্থ বা মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে কাজ করেছে। কারণ যে কোনো লেনদেন করার জন্য মুদ্রার ব্যবহার করা হয়। আবার সাজু যে কেনাকাটা করেছে তার জন্যও তাকে অর্থ বিনিময় করতে হয়েছে। সাজুর কেনাকাটায় অর্থ মূল্যের পরিমাপক হিসেবেও ভূমিকা রেখেছে। কারণ সাজুর ক্রয়কৃত শাড়ি বা অন্যান্য সামগ্রীর নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে এবং সে হিসেবে সাজু মূল্য পরিশোধ করেছে। পরিশেষে বলা যায়, সাজুর কেনাকাটায় মুদ্রা উপরিউক্তভাবে ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন– ৫ ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদ

আঁখি ও শিরিন দুইজন বান্ধবী। আঁখি পড়ালেখা করে এবং পড়ালেখার ফাঁকে টিউশনি করে। শিরিন একজন ব্যবসায়ী। প্রতিদিন তার অনেক টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয় ও ওঠাতে হয়। তারা দুই জনই ব্যাংকে হিসাব খুলতে আগ্রহী। [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. ব্যাংক কত ধরনের হিসাব খোলার সুযোগ দেয়? ১

খ. ব্যাংক হিসাব থেকে কীভাবে টাকা জমা দেওয়া ও তোলা যায়? ২

গ. আঁখি ও শিরিন এ দুজন কোন ধরনের হিসাব খুলবে? ৩

ঘ. আঁখি ও শিরিনের হিসাবের মধ্যে তুলনামূলক বিশেরষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক গ্রাহকদের তিন ধরনের হিসাব খোলার সুযোগ প্রদান করে।

খ ব্যাংক হিসাব নম্বরে জমা বই দ্বারা ইচ্ছামতো নগদ অর্থ, চেক, ব্যাংক ড্রাফট জমা দেওয়া যায় (এছাড়া অনলাইনে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে হিসাব নম্বরে টাকা জমা দেওয়া যায়)। জমাকৃত টাকা থেকে চেকের মাধ্যমে ও এটিএম কার্ডের মাধ্যমে (যেখানে এটিএম বুথ আছে) ব্যাংকের নিয়মের ভিত্তিতে টাকা তোলা যায়।

গ চাহিদা ও অর্থের উৎস অনুযায়ী আঁখি সঞ্চয়ী হিসাব এবং শিরিন চলতি হিসাব খুলবে। যে হিসাবের মাধ্যমে প্রতিদিন বা সপ্তাহে যতবার খুশি টাকা জমা রাখা যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবার বা নিয়ম অনুযায়ী টাকা উত্তোলন করা যায় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত অব্যবসায়ী নির্দিষ্ট আয়ের জনগণ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য এ হিসাব খুলে থাকে। আবার যে হিসাবের মাধ্যমে প্রতিদিন বা সপ্তাহে যতবার খুশি টাকা জমা রাখা যায় এবং প্রয়োজনমতো চাহিবামাত্র যতবার খুশি টাকা উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। ব্যবসায়ীদের জন্য এ হিসাব সুবিধাজনক। উদ্দীপকের আঁখি সঞ্চয়ী হিসাব এবং শিরিন চলতি হিসাব খুলতে পারে। কারণ উভয়ের হিসাব ভিন্ন ভিন্ন ধরন হলেও উভয়ই সপ্তাহে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দিতে পারবে। তবে উত্তোলনের ৰেত্রে শিরিন যেকোনো সময় উত্তোলনের সুযোগ পেলেও আঁখি সপ্তাহে দুইবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না। আঁখির হিসাবটি খুলতে প্রাথমিক প্রয়োজন সর্বনিম্ন ১,০০০ টাকা। কিন্তু শিরিনের চলতি হিসাবের প্রাথমিক আমানত প্রয়োজন ৫,০০০ টাকা। শিরিনের হিসাবের মোট জমার কোনো সীমা নেই এবং সে জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের সুবিধা পাবে। অপরদিকে আঁখির হিসাবে মোট জমার সীমা নির্ধারণ করা আছে এবং সে জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা পাবে না। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে আঁখি এবং শিরিন উভয়ের জন্য উভয়ের হিসাব কার্যকরি।

ঘ কিছু বিশেষ কারণে আঁখির সঞ্চয়ী হিসাব শিরিনের চলতি হিসাব থেকে স্বতন্ত্র। চলতি হিসাব খোলা হয় বড় বড় লেনদেনের জন্য অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেনদেনের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়। চলতি হিসাবে যত খুশি লেনদেন করা যায় কিন্তু সঞ্চয়ী হিসাবে সপ্তাহে মাত্র দুই বার টাকা তোলা গেলেও যত খুশি ততবার জমা দেয়া যায়। সঞ্চয়ী হিসাবে সুদ দেয়া হয় কিন্তু চলতি হিসাবের কোনো সুদ নেই। এ জন্য চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব পরস্পর থেকে পৃথক। উদ্দীপকে আঁখি ও শিরিন দুই বান্ধবী। তারা দুজন দুই ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলবে। আঁখি সঞ্চয়ী হিসাব খুলবে। কারণ সে লেখাপড়ার মাঝে টিউশনি করে। সে অর্থ ব্যাংকে জমা রাখতে চায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলন করতে চায়। তাছাড়া আঁখি একজন ছাত্রী হওয়ায় তাকে অধিক হারে লেনদেন করতে হয় না। তাই আঁখির জন্য সঞ্চয়ী হিসাব খোলা উপযোগী। অপরদিকে শিরিন একজন ব্যবসায়ী। তাকে ব্যবসায়িক কাজে প্রতিদিন অনেক টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয় এবং অনেক টাকা ব্যাংক থেকে তুলতে হয়, যা সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে প্রতিদিন অর্থ উত্তোলন করা যায় না। একজন ব্যবসায়ীকে জমার অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন, ঋণ সুবিধা গ্রহণ ও বৈদেশিক লেনদেন সম্পাদন করতে হয়। এসব কাজ সম্পাদন করার জন্য চলতি হিসাবের বিকল্প নেই। তাই শিরিনের জন্য চলতি হিসাব খোলা অধিক উপযোগী। এছাড়া শিরিনকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অধিকবার টাকা উত্তোলন করতে হয় যেটি চলতি হিসাব ছাড়া অন্য কোনো হিসাবে করতে দেয়া হয় না। আর আঁখির সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সুদ পাবেন, যা তার আয় বাড়াতে সহায়তা করবে। সুতরাং বলা যায়, আঁখি ও শিরিনের লেনদেনের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের ব্যাংক হিসাবের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৬ অর্থের কার্যাবলি

শিল্পপতি আনিসুর রহমানের অনেক দিনের প্রত্যাশা গ্রামের সবুজ প্রকৃতির এক খণ্ড জমিতে একটি আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা। এজন্য তিনি গ্রামের

বন্ধু জমির কৃষকের দুটি আম বাগান দাবি করেন। বিনিময়ে তিনি জমিরকে শহরের একটি বাড়ি প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন। কৃষক জমিরের বাড়িটি প্রয়োজন থাকায় মূল্য গত ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অসন্তুষ্টচিত্তে শহরের বাড়িটির বিনিময়ে তিনি আমবাগান দুটি বন্ধুকে ছেড়ে দেন।

ক. ধাতব মুদ্রা কী? ১
খ. কাগজি নোট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে লেনদেনের কোন মাধ্যমটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জমির কৃষকের প্রত্যাশা পূরণে অর্থ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম–তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার সাহায্যে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন সম্পন্ন করে তাই ধাতব মুদ্রা।

খ কাগজি নোট বলতে কাগজ দ্বারা তৈরি অর্থকে বোঝায়, যা মানুষের প্রাত্যহিক লেনদেনের কাজে ব্যবহৃত হয়। সরকারি নির্দেশে আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজ দ্বারা তৈরি নোট প্রচলন করে। এ কাগজ দ্বারা তৈরি নোটের ওপর লিখিত মূল্যই তার মূল্যের নির্দেশক, যা সাধারণত অভ্যন্তরীণ মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়।

গ উদ্দীপকে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত দ্রব্য বিনিময় প্রথার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মানুষের অভাব পূরণের জন্য এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্যের বিনিময় করাকে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা বা Barter system বলা হয়। যেমন : কৃষকের ধানের বিনিময়ে তাঁতির কাছ থেকে কাপড় সংগ্রহ করা। এ প্রথায় লেনদেন করতে গিয়ে মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমনটি আমরা উদ্দীপকে লক্ষ করছি। উদ্দীপকে দেখা যায়, শিল্পপতি আনিসুর রহমান গ্রামের সবুজ প্রকৃতিতে একটি আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য বন্ধু জমির কৃষকের কাছে দুটি আমবাগানের জমি দাবি করেন। বিনিময়ে তিনি জমিরকে শহরে একটি বাড়ি দিতে চান। জমির কৃষকের বাড়ির প্রয়োজন থাকায় মূল্যগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাড়ির বিনিময়ে আমবাগানের জমি খণ্ড তিনি বন্ধুকে ছেড়ে দেন। এটিই মূলত দ্রব্য বিনিময় প্রথা। কারণ এখানে দ্রব্যের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের লেনদেনে আমরা দ্রব্য বিনিময় প্রথা বা Barter system এরই ইঙ্গিত পাই।

ঘ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করায় আমি মনে করি অর্থ জমির কৃষকের প্রত্যাশা পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পন্ন এবং মানুষের অভাব পূরণের এক সহজ এবং সর্বজনস্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে অর্থ। দ্রব্য বিনিময় প্রথার সার্বিক অসুবিধা দূরীকরণে উদ্ভব হয়েছে অর্থের, যা বিনিময়ের মাধ্যম, দ্রব্য ও সেবামূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। তাই উদ্দীপকের জমির কৃষকের দ্রব্যের মূল্যগত পার্থক্য থেকে সৃষ্টি হওয়া অসন্তুষ্টি দূরীকরণে অর্থই পারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে। উদ্দীপকে দেখা যায়, জমির কৃষক এবং শিল্পপতি আনিসুর রহমানের মধ্যে দ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যের মূল্যগত ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে নিজে ক্ষতির ভাগটি স্বীকার করে নিয়ে জমির কৃষক দ্রব্য বিনিময় করে। কিন্তু তিনি যদি অর্থের মাধ্যমে লেনদেন করেন, তবে তাকে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীনও হতে হবে না এবং ক্ষতিতেও পড়তে হবে না। কারণ অর্থ দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। অর্থের মাধ্যমে লেনদেন হলে কাউকে ঠকতে হয় না। দ্রব্যের নির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয়–বিক্রয় সম্পন্ন হয়। তাই কারো মধ্যে অসন্তুষ্টির প্রশ্নই আসে না। উদ্দীপকের আনিসুর রহমান যদি বাগান দুটির প্রকৃত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ জমিরকে প্রদান করেন, তাহলে জমির সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন। উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যার সমাধানে একমাত্র অর্থই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। কারণ, লেনদেনের সহজ ও গতিশীল মাধ্যম হিসেবে অর্থই জমির কৃষককে সর্বাধিক তৃপ্তি দিতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন– ৭ অর্থের প্রকারভেদ

দিলির সালতানাতের মুসলিম শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তার সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে কিছু অর্থের প্রচলন করেন। যার বাহ্যিক মূল্য অপেক্ষা অন্তর্নিহিত মূল্য বেশি ছিল। তাই এসব অর্থ অল্প সময়ে বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি অন্য এক প্রকার অর্থের প্রচলন করেন যার দৃশ্যমান মূল্য অন্তর্নিহিত মূল্য অপেক্ষা বেশি ছিল।

ক. দ্রব্য বিনিময় প্রথা কী? ১
খ. অর্থ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে অর্থের কোন প্রকারটির ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অর্থকে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করতে উদ্দীপকটির বর্ণনা যথেষ্ট নয়–মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভাব পূরণের জন্য মানুষের এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করাই হলো দ্রব্য বিনিময় প্রথা।

খ অর্থ বলতে বিনিময়ের এমন একটি মাধ্যম বোঝায়, যা মূল্যের পরিমাপক, দেনাপাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধা দূরীকরণে অর্থ নামক বস্তুটির উদ্ভব ঘটেছে, যা দেশের সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত। সুতরাং সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাকে অর্থ বলে।

গ উদ্দীপকে অর্থ তৈরির উপকরণের দিক দিয়ে শ্রেণিবিভাগকৃত ধাতব মুদ্রা নামক অর্থের ইঙ্গিত রয়েছে। দৈনন্দিন লেনদেনের সহজতর মাধ্যম অর্থ সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সর্বজনস্বীকৃত। তৈরি উপকরণের দিক দিয়ে অর্থকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– ধাতবমুদ্রা এবং কাগজি নোট। উদ্দীপকের বর্ণনায় আমরা ধাতব মুদ্রা সম্পর্কে একটি ধারণা পাই। উদ্দীপকে দেখা যায়, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন অর্থ হিসেবে কিছু মুদ্রার প্রচলন করেন। যা ধাতব মুদ্রারই অনুরূপ। সাধারণত ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন সম্পন্ন করে, তাকে ধাতব মুদ্রা বলে। যেকোনো প্রকার ধাতু দ্বারা নির্মিত এসব মুদ্রাকে প্রামাণিক এবং প্রতীক মুদ্রা ভাগ করা হয়েছে। প্রামাণিক মুদ্রা হচ্ছে ওই প্রকারের মুদ্রা যার দৃশ্যমান মূল্য অন্তর্নিহিত মূল্য অপেক্ষা কম ছিল। এসব মুদ্রা মূলত প্রামাণিক মুদ্রা। প্রামাণিক মুদ্রা গলিয়ে ধাতু হিসেবে বিক্রয় করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায়। এসব মুদ্রা বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে সুলতান আবার এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন করেন। যা প্রতীকী মুদ্রার ইঙ্গিত দেয়। প্রতীক মুদ্রার দৃশ্যমান মূল্য অন্তর্নিহিত মূল্যের থেকে বেশি হয়ে থাকে। যেমনটি উদ্দীপক থেকে জানা যায়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক থেকে আমরা ধাতব মুদ্রাসম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা পাই।

ঘ অর্থের বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ থাকায় শুধু ধাতব মুদ্রার বর্ণনা সম্পর্কিত উদ্দীপকটি অর্থকে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম অর্থের

শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। তৈরির উপকরণ কিংবা গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক দিয়ে সাধারণত এসব শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। উদ্দীপকে আমরা অর্থ তৈরির উপকরণগত একটি শ্রেণির বর্ণনা লৰ করি। উদ্দীপকে উলিৱখিত ধাতব মুদ্রা সম্পর্কিত বর্ণনা অর্থের অন্যতম একটি দিক। এছাড়াও অর্থের নানা প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন– কাগজি নোট। কাগজি নোট সাধারণত কাগজ দ্বারা তৈরি। এসব নোটের উপর লিখিত মূল্যই তার মূল্যের নির্দেশক, যা সাধারণত অভ্যন্তরীণ মূল্য অপেৰা অধিক হয়। কাগজি নোট রূ পান্তরযোগ্য এবং রূ পান্তর অযোগ্য হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট রূ পান্তরযোগ্য নোট অন্যদিকে ১ টাকা ও ২ টাকা হলো রূ পান্তর অযোগ্য নোট। আবার বাধ্যবাধকতার দিক দিয়ে অর্থ দু'প্রকার। যেমন : বিহিত অর্থ এবং ব্যাংক হিসাব। বিহিত অর্থ ধাতব মুদ্রা ও কাগজি নোট দ্বারা তৈরি এবং সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত। এগুলো আবার সসীম বিহিত অর্থ এবং অসীম বিহিত অর্থ নামে পরিচিত। অন্যদিকে ব্যাংক হিসাব হচ্ছে ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট লেনদেনের মাধ্যম। যেমন চেক, ব্যাংক ড্রাফট প্রভৃতি। উদ্দীপকে আমরা অর্থের উলিৱখিত প্রকারগুলোর কোনো বর্ণনা দেখতে পাই না। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেৰিতে তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অর্থকে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করতে উদ্দীপকেটির বর্ণনা যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ বিনিময় প্রথা

পাথরঘাটার মহীপুরের মাছ ব্যবসায়ী দেলোয়ার তার মাছের বিনিময়ে মুদি দোকানদার সেলিম শেখের কাছ থেকে চাল এবং তেল ক্রয় করতে চান। কিন্তু ঐ সময়ে সেলিম শেখের মাছের প্রয়োজন না থাকায় তিনি দেলোয়ারকে ফিরিয়ে দেন। দেলোয়ারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ থাকা সত্ত্বেও তিনি দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হন।

ক. অর্থ কী? ১

খ. ধাতব মুদ্রা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার কোন অসুবিধাটির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর শুধু এই সমস্যার কারণেই অর্থের উদ্ভব ঘটেছে? মতামতের পৰে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থ হচ্ছে দেশের সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এমন একটি বস্তু যা মূল্যের পরিমাপক, বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের বাহন এবং ঋণের ভিত্তি হিসেবে সর্বজন গ্রহণযোগ্য এবং স্বীকৃত।

খ ধাতব মুদ্রা বলতে ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি মুদ্রা বোঝায়, যা মানুষের প্রাত্যহিক লেনদেনের কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের প্রামাণিক এবং প্রতীক মুদ্রা নামে দুই প্রকারের ধাতব মুদ্রা প্রচলিত রয়েছে। এদেরকে বস্তুগত মূল্যমানের দিক দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ৫ টাকা, ২ টাকা, ৫০ পয়সা ইত্যাদি বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা।

গ উদ্দীপকে দ্রব্য বিনিময় প্রথার অন্যতম ও প্রধান সমস্যা অভাবের অমিল বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে অভাব পূরণের ৰেত্রে ক্রেতা–বিক্রেতাকে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অভাব বা চাহিদার অমিল এৰেত্রে একটি গুরবত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। যেটি উদ্দীপকের ৰেত্রেও লৰণীয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, মাছ ব্যবসায়ী দেলোয়ার তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছের বিনিময়ে চাল এবং তেল পেতে আগ্রহী। কিন্তু মুদি দোকানদার সেলিম শেখের ওই সময়ে মাছের প্রয়োজন না হওয়ায় দেলোয়ার তার অভাব পূরণ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন। অভাবগত পার্থক্য থাকার কারণেই তাদের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে দ্রব্য বিনিময় প্রথার অভাবের অমিলগত সমস্যাটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ না, দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দেখা দেওয়া শুধু চাহিদা বা অভাবের অমিলের কারণেই অর্থের উদ্ভব ঘটেনি। অর্থ উদ্ভবের পেছনে আরও বহু কারণ রয়েছে বলে আমি মনে করি। দ্রব্যের বিনিময়ে মানুষের অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা হয়। এ ব্যবস্থায় অভাব পূরণ বা লেনদেন করতে গিয়ে মানুষকে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত অভাবের অমিলগত সমস্যাটির এসব অসুবিধার মধ্যে অন্যতম একটি। সাধারণত দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাজনিত কারণেই অর্থের উদ্ভব ঘটেছে। অর্থাৎ দ্রব্য বিনিময়ে লেনদেনে যেসব সমস্যা দেখা দিত, সেসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অর্থের মাধ্যমে লেনদেন শুরব হয়। দ্রব্য বিনিময় প্রথায় সাধারণত যেসব সমস্যা দেখা দিত তা হলো–দ্রব্যের মূল্যগত পার্থক্য, অর্থাৎ বিনিময়কৃত দ্রব্য দুটির মূল্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকত। দ্রব্য বিভাজনজনিত সমস্যার কারণে দ্রব্য বিনিময়ে সমস্যা সৃষ্টি হতো। যেমন : এখন অনেক দ্রব্য রয়েছে, যা বিভাজন করা সম্ভব নয়। আর তা করা হলেও দ্রব্যের উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়। এসব দ্রব্য বিনিময় করতে গিয়ে সমমান নির্ধারণে সমস্যা সৃষ্টি হতো। উদ্দীপকে আমরা শুধু চাহিদার অমিল সমস্যাটি লৰ করি। কিন্তু অর্থের প্রচলনের পেছনে শুধু চাহিদার অমিল সমস্যাটিই প্রধান বিষয় ছিল না; উক্ত সমস্যাগুলো সংশিৱষ্ট ছিল। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায়, লেনদেনে সহজবোধ্যতা ও গতিশীলতা সৃষ্টিতে অর্থের প্রচলন করা হয়েছে। বিনিময় প্রথার উলিৱখিত সব ধরনের সমস্যার প্রেৰিতেই অর্থের সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটির সাথে আমি একমত নই।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ অর্থের প্রকারভেদ

ঢাকার মগবাজারে অবস্থিত আড়ং–এর বিক্রয় কেন্দ্রে শপিং করতে এসে মধুমিতা এবং তার বান্ধবী স্বর্ণালি ১০০০ টাকা মূল্যের দুটি বিছানার চাদর ক্রয় করে। মধুমিতা বিক্রেতাকে চাদরের মূল্য বাবদ ১০০০ টাকার একটি নোট প্রদান করে যা বিক্রেতা সহজেই গ্রহণ করে। অন্যদিকে স্বর্ণালি চাদরের মূল্য বাবদ ১০০০ টাকার সই করা একটি ব্যাংক চেকের পাতা প্রদান করলে বিক্রেতা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে স্বর্ণালি চাদরটি ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়।

ক. ATM–এর পূর্ণরূ প লেখ। ১

খ. অর্থকে মূল্যের পরিমাপক বলা হয় কেন? ২

গ. মধুমিতার প্রদেয় অর্থটি কোন প্রকার অর্থের ধারণা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গ্রহণযোগ্যতাগত পার্থক্য থাকার কারণেই সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করেও স্বর্ণালি পছন্দের পণ্যটি কিনতে ব্যর্থ হয়– মন্তব্যটি বিশেৱষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ATM–এর পূর্ণরূ প হচ্ছে Automated Teller Machine।

খ অর্থের সাহায্যে আমরা সহজেই পণ্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে অতীত ও ভবিষ্যতের পণ্য ও সেবার মূল্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। তাই অর্থকে মূল্যের পরিমাপক বলা হয়। অর্থ পণ্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূ প বলা যায়–মিশু একটি বই ক্রয় করে ৫০ টাকা দিয়ে। এৰেত্রে এই ৫০ টাকা হলো উক্ত বইটির মূল্যের পরিমাপক। একমাত্র

অর্থের মাধ্যমেই বইটির মূল্য বোঝা সম্ভব হয়েছে। এ কারণেই অর্থকে মূল্যের পরিমাপক বলা হয়।

গ মধুমিতার প্রদেয় অর্থটি অর্থের অন্যতম একটি প্রকার কাগজি নোটের ধারণা দেয়। কাগজি নোট হলো কাগজ দ্বারা তৈরি অর্থ। নোটের ওপর লিখিত মূল্যই তার মূল্যের নির্দেশক, যা সাধারণত অভ্যন্তরীণ মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়। উদ্দীপকের মধুমিতা বিছানার চাদর বাবদ দোকানিকে ১০০০ টাকার একটি নোট প্রদান করে। যা দোকানি সহজেই গ্রহণ করে। কারণ দোকানি নোটের উপর অঙ্ক দেখেই বুঝতে পেরেছে এটি ১০০০ টাকার নোট। প্রায় সকল দেশেই কাগজি মুদ্রা বা নোট সরকারি নির্দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের অনেক নোট রয়েছে, ১০০০ টাকার কাগজি নোটটি তার মধ্যে একটি। সুতরাং বলা যায়, মধুমিতার প্রদেয় অর্থ অর্থাৎ ১০০০ টাকার নোটটি কাগজি নোটের ধারণা দেয়।

ঘ কাগজি নোট এবং চেকের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে বলেই স্বর্ণালি চেকের মাধ্যমে সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করেও পছন্দের জিনিসটি কিনতে ব্যর্থ হয়। কাগজি নোট হলো এক ধরনের বিহিত অর্থ। এটি সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এ ধরনের অর্থ প্রচলিত হয় বলে সবার কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। অন্যদিকে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করলেও কাউকে এ অর্থ গ্রহণে বাধ্য করা যায় না। উদ্দীপকের দোকানি স্বর্ণালি এবং মধুমিতার কাছে বিক্রিত চাদরের বিনিময় মূল্য হিসেবে মধুমিতার দেয়া ১০০০ টাকার নোটটি স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করলেও স্বর্ণালির দেওয়া ১০০০ টাকার চেকটি গ্রহণ করেনি। কারণ ১০০০ টাকার চেকটি হলো ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট অর্থ। এটি ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনাপাওনা পরিশোধ করতে বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটি গ্রহণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু মধুমিতার দেওয়া কাগজি নোট সরকার কর্তৃক প্রচলিত। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এটি সর্বজন স্বীকৃত। তাই এটি গ্রহণে সবাই বাধ্য। উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ব্যাংক চেক কোনো বিহিত মুদ্রা নয়। এ জন্য এটি গ্রহণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই দোকানি স্বর্ণালির দেওয়া চেক গ্রহণ করেনি। ফলে স্বর্ণালি তার পছন্দের জিনিসটি কিনতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ আমানত গ্রহণ পদ্ধতি

বরিশালের হারুন মিয়া ঢাকা শহরে রিকশা চালিয়ে দৈনিক ৫০০ টাকা আয় করে। রিকশার ভাড়া ও খাওয়া বাবদ তার দৈনিক ৩০০ টাকা খরচ হয়। বাকি ২০০ টাকা করে সঞ্চিত টাকা জমা রাখার জন্য গ্যারেজ মালিকের পরামর্শে সে ইসলামী ব্যাংকে একটি হিসাব খোলে। পাঁচ বছর পর অর্থ তুলতে পারবে এমন শর্তের ভিত্তিতে হারুন মিয়া প্রতি মাসে তার হিসাবে অর্থ জমা করে।

ক. ব্যাংকের মুনাফা কী? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের হারুন মিয়ার খোলা ব্যাংক হিসাবটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ব্যাংক হিসাবটিই ব্যাংকে অর্থ জমা করার একমাত্র উপায় নয়–মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকে আমানতকৃত টাকার ওপর ধার্যকৃত সুদের তুলনায় গ্রাহকদের দেয়া ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এই উভয় সুদের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে এমন এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। এ উদ্দেশ্য পূরণে এ ব্যাংকসমূহ স্বল্প সুদে গ্রাহকদের অর্থ আমানত রাখে এবং তুলনামূলক বেশি সুদে গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

গ উদ্দীপকের হারুন মিয়ার খোলা ব্যাংক হিসাবটি হলো স্থায়ী আমানত। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান ও প্রথম কাজ হলো ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করা। এ ব্যাংকসমূহ সাধারণত তিন ধরনের আমানত সংগ্রহ করে থাকে। চলতি, সঞ্চয়ী এবং স্থায়ী আমানত। উদ্দীপকের বর্ণনায় স্থায়ী আমানতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, হারুন মিয়া সঞ্চিত অর্থ জমা রাখার জন্য ইসলামী ব্যাংকে একটি হিসাব খোলে। প্রতি মাসে তিনি তার হিসাবে ২০০ টাকা করে জমা রাখেন। পাঁচ বছর মেয়াদে করা এ হিসাবটি একটি স্থায়ী আমানত। কারণ স্থায়ী আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। যেমন– ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি। এ ধরনের আমানত করা অধিক লাভজনক। কারণ মেয়াদ শেষ হলে এক সাথে অনেক টাকা পাওয়া যায়। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও টাকা তোলা যায়। তবে এক্ষেত্রে কিছু বিধিবিধান মেনে টাকা তুলতে হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের হারুন মিয়া তার উপার্জিত টাকা গচ্ছিত রাখার জন্য ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় স্থায়ী আমানত খুলেছেন।

ঘ বাণিজ্যিক ব্যাংকে টাকা বা অর্থ জমা রাখার তিনটি উপায় রয়েছে। যার একটি উপায় সম্পর্কে উদ্দীপকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। এ উদ্দেশ্যে পূরণে এসব ব্যাংকসমূহ নানাবিধ কর্মসম্পাদন করে। আমানত সংগ্রহ হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত তিন ধরনের আমানত সংগ্রহ করে থাকে। যেমন– চলতি, সঞ্চয়ী এবং স্থায়ী আমানত। এর মধ্যে স্থায়ী আমানত সম্পর্কিত কিছু ইঙ্গিত আমরা উদ্দীপকে লক্ষ করি। উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত স্থায়ী আমানত ছাড়াও চলতি ও সঞ্চয়ী আমানতের মাধ্যমে ব্যাংকে অর্থ জমা করা যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সহজ ও নিরাপদ করার জন্য ব্যাংক এসব আমানতের ব্যবস্থা করেছে। চলতি আমানত হলো অর্থ সঞ্চয়ের এমন একটি উপায় যেখানে সঞ্চয়কারী ব্যক্তি যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারেন। এক্ষেত্রে আমানতকারীকে কোনো সুদ প্রদান করা হয় না। অন্যদিকে সঞ্চয়ী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে সপ্তাহে দু'বার তোলা যায়। এ আমানতের ওপর ব্যাংক কিছু সুদ দেয়। উদ্দীপকে আমরা স্থায়ী আমানতের ইঙ্গিত পেলেও চলতি ও সঞ্চয়ী আমানতের কোনো ইঙ্গিত পাই না। ব্যাংকে অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে এ দুটি উপায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ অর্থের কার্যাবলি

জরিনা ও শামীম দম্পতি নিজেদের সম্পদ আর কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। নানাজাতের সবজির চাষ করে তারা আজ স্বাবলম্বী। তাদের বাগানে কাজ করে প্রতিবেশীরা নিজেদের অভাব পূরণ করছে। তবে জরিনা তাদের সম্পদ কিছুটা সঞ্চয় করতে চাচ্ছেন। কারণ তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য কিছু সম্পদ রেখে

দেয়া জরুরি বলে তিনি মনে করেন। তাই বাগানে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে প্রতি মাসে জরিনা কিছু অর্থ জমা করে রাখেন।

ক. অর্থ কী? ১
খ. বিহিত অর্থ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে অর্থের কোন ধরনের কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অর্থের কার্যাবলি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপনে উদ্দীপকটি ব্যর্থ– মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা–পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাই অর্থ।

খ বিহিত অর্থ বলতে সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত অর্থকে বোঝায়। বিহিত অর্থ সাধারণত সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ধাতব মুদ্রা ও কাগজি নোট নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশে ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা হলো বিহিত অর্থ, যা সসীম বিহিত অর্থ নামে পরিচিত। অন্যদিকে ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার কাগজি নোট অসীম বিহিত অর্থ নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করেছে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং সমাজ জীবনে অর্থ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল বলে তা সঞ্চয় করে রাখা যায় না। অর্থের মাধ্যমে অতি সহজেই সঞ্চয় করা সম্ভব। উদ্দীপকে দেখা যায়, জরিনা এবং শামীম দম্পতি সবজির চাষ করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। তাদের উৎপাদিত ফসল সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব নয়। কারণ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল। তাই তারা এসব পণ্য বাজারে বিক্রি করে মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখছেন। অর্থের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্য সংরক্ষণ করা সম্ভব বলেই তারা সঞ্চয় করতে পারছেন। বর্তমানে মানুষ তার উৎপাদিত আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে তা অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করতে পারে। কারণ অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় অনেক বেশি নিরাপদ ও তুলনামূলক স্থায়ী। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থের ভূমিকাই তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ দৈনন্দিন জীবনে অর্থ নানাবিধ কার্য সম্পাদন করে থাকে। উদ্দীপকে আমরা অর্থকে সঞ্চয়ের বাহন হিসেবেই দেখতে পাই। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক। উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং দৈনন্দিন জীবনে অর্থ সাধারণত চারটি প্রদান কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেমন : বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মূল্যের পরিমাপক। সঞ্চয়ের বাহন এবং ঋণের ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন। উদ্দীপকে আমরা অর্থকে শুধু সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে ভূমিকা পালন করতে দেখি। উদ্দীপকে অর্থ নামক বস্তুটি জরিনা ও শামীম দম্পতির সম্পদ সংরক্ষণের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও অর্থের নানাবিধ ভূমিকা রয়েছে। যেমন : বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন। বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে আবার ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে। এভাবে অর্থের মাধ্যমে যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়–বিক্রয় করা যায়। ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়। আবার অর্থ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। যেমন : মিশুর একটি বই ক্রয় করে বিক্রেতাকে ১০০ টাকা প্রদান করল। এখানে ১০০ টাকা হলো উক্ত বইটির মূল্যের পরিমাপক। আবার অর্থ স্থগিত লেনদেন অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দেনা–পাওনার মান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব দেনা–পাওনার হিসাবনিকাশ করা হয় অর্থের মাধ্যমে। অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ উভয়ই সহজ। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে আমরা অর্থের উক্ত কার্যাবলির কোনো ইঙ্গিত পাই না। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থের কার্যাবলির পরিপূর্ণ ধারণা প্রদানে উদ্দীপকটি সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ।

প্রশ্ন– ১২ বাণিজ্যিক ব্যাংক

মাছুম চৌধুরী একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি তার পরিবারের সবাইকে তার ব্যাংকে অর্থ আমানতের পরামর্শ দেন। অন্যদিকে তার বড় ভাই শাহনেওয়াজ করিম ব্যবসায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি তার ব্যাংক থেকে বাড়ির দলিলের বিপরীতে ঋণ নেওয়ার পরামর্শ দেন। ভাই এর পরামর্শমতো কাজ করে শাহনেওয়াজ নতুনভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে লাভবান হন।

ক. বিহিত অর্থ কী? ১
খ. অর্থকে ঋণের ভিত্তি বলা হয় কেন? ২
গ. মাছুম চৌধুরীর কর্মরত ব্যাংকের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে এ ধরনের ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের সামগ্রিকতা প্রকাশ পেয়েছে কি? মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত অর্থই হলো বিহিত অর্থ।

খ অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ পরিশোধ এবং ব্যাংকের আমানত হিসেবে নগদ অর্থ গ্রহণের সুবিধার্থে অর্থকে ঋণের ভিত্তি বলা হয়। অর্থ ভবিষ্যৎ দেনা–পাওনা বা স্থগিত লেনদেনের হিসাবনিকাশ করে থাকে। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতি ঋণপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ব্যাংকে আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতে ব্যাংক এসব ঋণপত্র প্রচলন করে। তাই অর্থকে ঋণের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ মাছুম চৌধুরীর কর্মরত ব্যাংকটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব মাছুম তার পরিবারের সবাইকে তার কর্মরত ব্যাংকে আমানত রাখার বা অর্থ সঞ্চয় করার পরামর্শ দেন। এ ব্যাংকটিই বাণিজ্যিক ব্যাংক। কারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান এবং প্রথম কাজ হচ্ছে জনগণের সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য অর্থ আমানত রাখা। এ উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে তিনটি উপায়ে আমানত সংগ্রহ করে। যেমন– চলতি আমানত, সঞ্চয়ী আমানত এবং স্থায়ী আমানত। অন্যদিকে জনাব মাছুম তার ভাইয়ের আপদকালীন তাকে ব্যাংক ঋণ প্রদান করে ব্যবসায়ে সহায়তা করেন। এটিও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের অন্তর্ভুক্ত। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণকে লাভজনক ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে সুদের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করে থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, জনাব মাছুম চৌধুরীর কর্মরত ব্যাংকটি নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা উক্ত ব্যাংকের কর্মপরিধির সামগ্রিকতা প্রকাশ করে না বলে আমি মনে করি। আধুনিককালে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল ও গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকে এসব কাজের জন্যই রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক জায়গা করে নিয়েছে। উদ্দীপকে আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের দুটি দিক লক্ষ করি। যেমন আমানত সংগ্রহ এবং জনগণের চাহিদামাফিক ঋণ প্রদান করা। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মপরিধি এ দুটি

কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যমে যেমন– চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ই–মেইল, হুন্ডি, ই–পেমেন্ট ইত্যাদি সৃষ্টি করে। উন্নত দেশের অধিকাংশ লেনদেন চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। আবার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যে সহায়তায় ব্যবসায়ীদের অর্থ যোগান দেয় এবং পরামর্শ প্রদান করে। বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দান, বিল বাট্টাকরণ আমদানি ও রপ্তানিকারকদের ঋণ প্রদান প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করে। মক্কেলদের প্রয়োজনে ব্যাংক কখনো কখনো অর্থ স্থানান্তর করে থাকে। আবার রেমিটেন্স তথা বিদেশে কর্মরত জনগণের আয় সংগ্রহ করে দেশীয় মালিকদের হস্তান্তরে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা অনন্য। এছাড়া সঞ্চয় বৃদ্ধি, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষণ, শেয়ার ডিবেঞ্চার ক্রয়–বিক্রয় ইত্যাদি কাজে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা অতুলনীয়। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকের উলিরখিত কাজের কোনো ইঙ্গিত পাই না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের সামগ্রিকতা প্রকাশ পায়নি।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ গ্রামীণ ব্যাংক

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনোটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ও ব্যবসার জন্য ঋণ প্রদান করে। আবার কোনোটি দরিদ্রদের জন্য বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকে। এরকম একটি ব্যাংক থেকে দরিদ্র মহিলা জামিলা বিনা জামানতে ১০ হাজার টাকা ঋণ উত্তোলন করে। এ ঋণের টাকা দিয়ে সে সাবলম্বী হওয়ার সাথে সাথে ঋণও পরিশোধ করতে থাকে। সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে টাকা পরিশোধের সুযোগ পাওয়ায় তার মধ্যে কর্মস্পৃহা বেড়ে যায়।

ক. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়ে থাকে কেন? ২
গ. জামিলা বেগম উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ব্যাংক থেকে কী ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে –ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দরিদ্র মানুষের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ ব্যাংকের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক।

খ একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। আর এই জন্য বাণিজ্য ব্যাংকগুলো জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ এবং তা পরবর্তীতে ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায় মুনাফা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে।

গ জামিলা বেগম ব্যাংক থেকে যে ঋণ পেয়েছে তা হচ্ছে এক ধরনের বিশেষ ব্যাংক তথা গ্রামীণ ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংক এক ধরনের বিশেষ ব্যাংক ব্যবস্থা, যা দরিদ্র মানুষের বিশেষ সেবা দিয়ে থাকে। এ ব্যাংকের একটি বিশেষ সুবিধা হলো এ ঋণ পেতে কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। এ ব্যাংক দরিদ্র মানুষের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে। অনেকগুলো কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করা যায় বিধায় দরিদ্র জনগণ ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য কোনো বোঝা অনুভব করে না। এছাড়া ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংকে আসতে হয় না বরং ব্যাংকের লোকজন ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে কিস্তির উদ্দীপকে উলিরখিত জামিলা বেগম এ ব্যাংক থেকেই ঋণ নিয়েছে এবং উলিরখিত সুবিধা ভোগের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে।

ঘ জামিলা বেগম যে ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা পেয়েছে তা হলো ক্ষুদ্র ঋণের পথিকৃৎ গ্রামীণ ব্যাংক। এটি এমন এক ব্যাংকিং ব্যবস্থা যা শুধু দরিদ্রদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীন মানুষদের ভাগ্য উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। গৃহঋণ, শিক্ষাঋণ মোবাইল ঋণ, ভিক্ষুক ঋণ প্রভৃতি। এসব ঋণ গ্রামের বেকার জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামাঞ্চলে অনেক দরিদ্র লোকজন রয়েছে যারা সামান্য মূলধনের জন্য কোনো কর্মে যুক্ত হতে পারছে না। এসব লোকের কর্মের সাথে যুক্ত করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার প্রচলন করেছে। এ ব্যাংক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রথমে তাদের কেন্দ্রভিত্তিক সংগঠিত করে। অতঃপর আত্মকর্মসংস্থানের প্রাথমিক ধারণাপূর্বক ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। এ ধরনের ঋণ সুবিধা পাওয়ার ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে কর্মপন্থা বেড়ে যায়। তারা নিজেদের নানা উৎপাদনশীল কর্মের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে এবং নিজেদের যোগ্য ও মর্যাদাশীল ভাবতে থাকে। এছাড়া গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে দরিদ্র মানুষদের সহায়তা করে। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও যখন হাহাকার সৃষ্টি হয়, তখন সরকার দেশের মুদ্রা বাজার শেয়ার ব্যবসা সবকিছুর ওপর কঠিন নজরদারির নির্দেশ দেয়। বিশ্ব মন্দার প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি যাতে বিপর্যস্ত হয়ে না পড়ে সে কারণে প্রয়োজনে নতুন অর্থ সৃষ্টির ঘোষণা দেয় সরকার। কালোবাজারি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি সবকিছু কঠিন হস্তে দমন করে দেশের ঋণ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রেখে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে সরকার।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনে কোন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করাই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ নয়–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন।

খ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান ও প্রথম কাজ হলো আমানত সংগ্রহ করা। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত সংগ্রহ করে ব্যাংক সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায় ও উৎপাদন ক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের সঞ্চয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনে দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণ। বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ ব্যাংক। উদ্দীপকে আমরা যে ধরনের কাজের বর্ণনা পাই সরকারের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এসব কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। যেমন : উদ্দীপকে মুদ্রা বাজার এবং শেয়ার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজের অন্তর্ভুক্ত। দেশের মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা সংকোচন রোধকল্পে কেন্দ্রীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে। এছাড়া দেশের সংকটকালীন প্রয়োজনে নতুন অর্থ ছাপানো কেন্দ্রীয়

ব্যাংকের প্রধান কাজ, যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে রয়েছে। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উদ্দীপকের কার্যাবলি সম্পাদনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে তোলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ নয়– মন্তব্যটি যথার্থ। দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নানা ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রৰা এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা সর্বাধিক। এৰেত্রে এ ব্যাংকের কার্যাবলিও বহুমুখী যার কিছু বর্ণনা আমরা উদ্দীপকে লৰ করি। উদ্দীপকে বর্ণিত মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ, শেয়ারবাজারে নজরদারি, দেশের সংকটকালীন নতুন নোট ছাপানো ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, সর্বশেষ ঋণদাতা, বিনিময় হার নির্ধারণ, নিকাশঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কোনো ব্যাংক প্রাইভেট বা সরকারি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের আর্থিক সংকটকালীন প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ঋণ দিয়ে সহায়তা করে। বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য স্থাপন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশি মুদ্রার হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দেনা–পাওনার নিষ্পত্তিকারীর ভূমিকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবস্থান করে। ব্যাংকসমূহের জনশক্তির মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিৰণ প্রদান, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপদ্ধতি যাচাই, পরামর্শ দান, ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ, সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পাদন করে, যার কোনো ইঙ্গিত উদ্দীপকে পাওয়া যায় না। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে তাই বলা যায়, শুধু উদ্দীপকে নির্দেশিত কার্যাবলি সম্পাদনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ নয়।

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ অর্থের ভূমিকা

মকবুল একজন নির্মাণ শ্রমিক। তার দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা। কিন্তু একই সময়ে কাজ করে তার সহকারী নিয়ামতের মজুরি ৩০০ টাকা। আবার ১ কেজি বাসমতি চাল ১৫০ টাকা হলেও ১ কেজি নাজির শাইল চাল ৪০ টাকা। একই সময় বা একই পণ্য হলেও এদের বিনিময়ে তারতম্য দেখা যায়। এ তারতম্যতা অনুধাবনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেনগুলো বোধগম্য হয়।

ক. মুদ্রা কী? ১
খ. বাংলাদেশের ধাতব মুদ্রাগুলো উলেৱখ কর। ২
গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত লেনদেনে অর্থ কী হিসেবে কাজ করেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে অর্থের ভূমিকা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে কী কোনো প্রভাব ফেলেছে? তোমার মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রা একটি বিনিময় মাধ্যম।

খ ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন করে, তাকে ধাতব মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে ৫ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা, ৫০ পয়সা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রা আছে।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত লেনদেনে অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। অর্থ এমন একটি বিনিময় মাধ্যম, যা সবার নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ে বাহন হিসাবে কাজ করে। অর্থ বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উদ্দীপকে নির্মাণ শ্রমিক মকবুল ও তার সহকারী নিয়ামত তাদের শ্রমের বিনিময়ে অর্থ পেয়ে থাকে। এছাড়া চাল ক্রয় করার মাধ্যম হিসেবেও অর্থ ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে সহজে বিনিময় সম্ভব হয়। অর্থাৎ যেকোনো লেনদেন করতে অর্থ ব্যবহার করা হয়। কোনো কিছু ক্রয় করতে, বিক্রয় করতে, কোনো বস্তু বা সেবার আদান–প্রদানেও অর্থ ব্যবহার করা হয়। মূলত অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর দ্বারা বস্তু বা সেবা ক্রয়–বিক্রয় সম্ভব নয়।

ঘ উদ্দীপকে অর্থের ভূমিকা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে গুরবত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে বলে আমি মনে করি। বিনিময়ের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হলো অর্থ। বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও সঞ্চয়ের ভান্ডার এবং মূল্যের পরিমাপক হিসাবে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মকবুল ও নিয়ামতের মজুরির ভিন্নতা, বাসমতি ও নাজির শাইল চালের মূল্যের তারতম্য, ব্যবসায়িক লেনদেন প্রভৃতি সহজেই মূল্যায়িত করা হয় অর্থের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রতিটি অর্থনৈতিক কাজে অর্থের ব্যবহার আবশ্যক। অর্থের আলোকেই একই প্রকার এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজের মূল্য নির্ধারিত হয়। অর্থের প্রচলনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। এর ফলে লেনদেন এবং বিনিময়ের কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকে মকবুল ও নিয়ামতের ব্যবসায়িক লেনদেন সহজেই মূল্যায়িত করা হয় অর্থের মাধ্যমে। অর্থাৎ বর্তমানে সকল প্রকার পণ্য ও সেবার মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অর্থ মূল্য পরিমাপের একটি সাধারণ মানদণ্ড। অর্থের অস্তিত্ব আছে বলে শ্রমিকের মজুরি, সেবামূলক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। এতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সহজসাধ্য হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায়, মকবুল ও নিয়ামতের ব্যবসায়িক লেনদেনে মূল্যের পরিমাপক হিসেবে অর্থ বিনিময় প্রথার নানান সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

অরবণিমা ব্যাংক বৈধ অনুমোদন নিয়ে ২০০৮ সালে গঠিত হয়। বর্তমানে একজন ব্যক্তি ১.৫০ লৰ টাকা ঋণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করেন। তিনি ঋণ পরিশোধ করতে সৰম, জমি বন্ধক রাখতে আগ্রহী। কিন্তু তার সরবরাহকৃত তথ্য ও দলিল পত্রাদির মধ্যে যথেষ্ট অমিল রয়েছে।

ক. কোন ব্যাংকসমূহের জনশক্তি উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রশিৰক প্রদান করে? ১
খ. বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার তিন ধরনের ব্যাংক রয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অরবণিমা ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় কোন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দরকার হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ব্যক্তিটিকে বন্ধকি ঋণ দেয়া অরবণিমা ব্যাংকের পৰে যুক্তিসংগত হবে কিনা তা মূল্যায়ন কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের জনশক্তি উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রশিৰণ প্রদান করে।

খ ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন। ব্যাংকিং ব্যবসায় একটি ঝুঁকিবহুল ব্যবসায়। অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করার কারণে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বেশ কিছু মৌলিক নীতি মেনে চলতে হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো সচ্ছলতার নীতি। এই আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে ব্যাংক দেউলিয়া হতে পারে। তাছাড়াও গ্রাহকের আস্থার জন্য ব্যাংকের আর্থিক সচ্ছলতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

গ অরবণিমা ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন দরকার হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সব ব্যাংকের মুরব্বি, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। যেকোনো স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ দেশের পুরো

ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সকল ব্যাংককে তাদের নিয়মনীতি অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। অরবণিমা ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অনুমোদন নিয়েই ২০০৮ সালে গঠিত হয়েছিল। কারণ নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অনুমোদন, শাখা খোলা, ব্যাংকের সম্প্রসারণ প্রভৃতি কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়। এমনকি অরবণিমা ব্যাংকটির কার্যক্রমও পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন অনুযায়ী। কিন্তু ব্যাংকটি যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে তা দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বেআইনি ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত হতো। তাই বলা যায়, অরবণিমা ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠাকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকে অরবণিমা ব্যাংকের জন্য ব্যক্তিটিকে ঋণ দেয়া যুক্তসঙ্গত হবে না। সম্প্রসারণ প্রভৃতি কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। ব্যাংকের অন্যতম মূলনীতি হলো নিরাপত্তার নীতি। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংককে ঋণদানের সময় ঋণগ্রহীতার আর্থিক সচ্ছলতা ও সততা বিচার করা এবং পর্যাপ্ত আমানত গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করার কারণে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে সর্বদা সতর্কতা মেনে চলতে হয়। অন্যথায় ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি এড়ানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই ব্যাংকটির উচিত হবে এ রকম অনিশ্চিত খাতে ঋণ না দেয়া। ব্যাংকের নিকট ব্যক্তিটি ১.৫০ লাখ টাকা ঋণের জন্য আবেদন করেন। সে জমি বন্ধক রেখে ঋণ নেবেন। ঋণ পরিশোধ করার ৰমতাও তার আছে। সবকিছু অনুকূলে থাকলেও তার সরবরাহকৃত তথ্য ও দলিলপত্রাদির মধ্যে অমিল রয়েছে। অরবণিমা ব্যাংক বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বন্ধকি সম্পত্তি এবং দলিলে কোনো গড়মিল থাকলে তা রেখে ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা কোনো কারণে ব্যক্তিটি ঋণ পরিশোধে অৰম হলে ঐ বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় করে অর্থ আদায় করা যাবে না। যেহেতু উদ্দীপকের ব্যক্তির সরবরাহকৃত তথ্য ও দলিলপত্রাদির মধ্যে যথেষ্ট অমিল রয়েছে সেহেতু গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে যে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বিদ্যমান তা এখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তিটির মধ্যে সততার অভাব থাকায় অরবণিমা ব্যাংকের পৰে যুক্তিসঙ্গত হবে তার ঋণ আবেদন প্রত্যাখ্যান করা।

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ ব্যাংক হিসাব খোলার ও পরিচালনার নিয়ম

শোভন অগ্রণী ব্যাংকের কর্তৃপৰের সাহায্যে তথ্য ও কাগজপত্র জমা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খুললেন। শোভন বেশ কিছুদিন পর বাড়ির জমির দলিল বন্ধক রেখে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করলেন। মেয়াদপূর্তিতে তিনি সুদসহ ঋণের টাকা পরিশোধ করে দিলেন। ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার সময় তিনি সততার নীতি মেনে চলেন। গ্রাহক হিসেবে শোভন অগ্রণী ব্যাংকের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করায় ব্যাংকটির সাথে তার সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে।

ক. ব্যাংক হিসাব খুলতে কার কার ছবির প্রয়োজন হয়? ১
খ. ব্যাংক তার আমানতকারীর নির্দেশ পালন করে–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শোভন অগ্রণী ব্যাংকে কীভাবে হিসাব খোলেন? ধারাবাহিক কার্যক্রম বর্ণনা কর। ৩
ঘ. শোভনের অগ্রণী ব্যাংকের প্রতি দায়িত্বপালন তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাব খুলতে আবেদনকারী ও নমিনীর ছবির প্রয়োজন হয়।

খ ব্যাংক তার আমানতকারীর নির্দেশ অনুযায়ী আমানতের অর্থ ব্যবহার করে থাকে। যেমন : আমানতকারী কোনো ব্যক্তি বা পৰকে অর্থ পরিশোধ করতে নির্দেশ দিলে ব্যাংক সেই নির্দেশ অনুযায়ী পরিশোধ করে। একইভাবে আমানতকারী বা মক্কেল যদি তৃতীয় কোনো পৰ হতে অর্থ, চেক বা বিল আদায় করার জন্য ব্যাংকের ওপর আদেশ জারি করেন তখন ব্যাংক সেই নির্দেশ পালন করে।

গ শোভন অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপৰের সাহায্যে সঠিক তথ্য ও কাগজপত্র দিয়ে হিসাব খোলেন। ব্যাংক হিসাব খুলতে গেলে ব্যাংক কর্তৃপৰ গ্রাহককে একটি ফরম পূরণ করতে দেয়। গ্রাহককে সততার সাথে সঠিক তথ্য দিয়ে ও দরকারি কাগজপত্র জমা দিতে হয়। এসব কাজে গ্রাহককে ব্যাংক কর্তৃপৰ সাহায্যে করে থাকে। শোভন যখন অগ্রণী ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে গেলেন তখন ব্যাংকের কর্তৃপৰ তাকে আগে ব্যাংকের নির্ধারিত তথ্য ফরম পূরণ করতে বলেন। তিনি ব্যাংক কর্তৃপৰের সাহায্য নিয়ে সততার সাথে ফরম পূরণ করে তার সব সঠিক তথ্য ও কাগজপত্র জমা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খুললেন। নিচে একটি ব্যাংক হিসাব খোলার ও পরিচালনার ধারাবাহিক কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হলো :

ব্যাংক হিসাব খোলার নিয়ম–

- প্রথমে ব্যাংক অফিস থেকে একটি আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা।
- আবেদনকারীকে শনাক্ত করার জন্য আবেদনকারীর স্বাক্ষর।
- নমিনীর নাম ও তথ্য লিপিবদ্ধ করা।
- আবেদনকারীর ও নমিনীর পাসপোর্ট আকৃতির সত্যায়িত ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করা।
- হিসাব চালু করার জন্য ন্যূনতম ৫০০ টাকা জমা।
- এরপর ব্যাংক থেকে ব্যাংক হিসাব নম্বর চেকবই ও জমা বই নেওয়া।
- উলিৱখিত নিয়ম অনুসরণ করে ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়।

ঘ শোভনের অগ্রণী ব্যাংকের প্রতি দায়িত্ব পালনকে আমি সততার পরিচয় ও ভালো দিক হিসেবে মূল্যায়ন করছি। গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকেরও কিছু দায়িত্ব আছে। ব্যাংক ও তার গ্রাহক চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। ব্যাংক আইনগতভাবে গ্রাহকের সেবা প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকের অগ্রণী ব্যাংক শুধু দায়িত্ব পালন করলে এবং গ্রাহক ব্যাংকের প্রতি দায়িত্ব পালন না করলে ব্যাংক–গ্রাহক সম্পর্ক নষ্ট হয়। এতে অগ্রণী ব্যাংক গ্রাহক শোভনের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারবে না। ফলে কোনো প্রয়োজনে শোভন ব্যাংকে গেলে আন্তরিকভাবে ব্যাংকটি দায়িত্ব পালন করবে না। তাছাড়া গ্রাহক শোভন যদি সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেন, নিয়মিত লেনদেন করেন, সময়মতো সুদ ও ঋণ পরিশোধ করেন তবে ব্যাংকটি সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারবে। শোভন নিয়মকানুন মেনে চেক প্রস্তুত এবং লেনদেন সম্পাদন করলে ব্যাংকের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সফলতার জন্য ব্যাংক সর্বদা বিভিন্ন উপায়ে গ্রাহকের আস্থা অর্জনের জন্য তৎপর থাকে। এৰেত্রে গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের কিছু দায়িত্ব রয়েছে তেমনি ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের কিছু দায়িত্ব আছে। অগ্রণী ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ৰেত্রে শোভনের মতো সততার পরিচয় দেয়া প্রতিটি গ্রাহকের একটি পরম দায়িত্ব। হিসাব খোলা থেকে শুরু করে সর্বাবস্থায় সঠিক তথ্য প্রদান করা গ্রাহকের অবশ্য কর্তব্য। ব্যাংক গ্রাহক পরস্পর পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন করলে ব্যাংকটি ঝামেলাহীনভাবে পরিচালিত হবে। সুতরাং বলা যায়, শোভনের অগ্রণী ব্যাংকের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যাংকটির পরিচালনা ও সফলতায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন– ১৮ তফসিলভূক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

মি. রাহাত যে ব্যাংকে লেনদেন করেন সেই ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমানতের একটি অংশ ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত নানান নিয়ম ও খবরদারির মধ্যদিয়ে ব্যাংকটিকে চলতে হয়। এটা শুনে মি. রাহাত ব্যাংক ম্যানেজারকে বললেন, সম্পর্ক আছে বলেই কী খবরদারি মানতে হবে। ম্যানেজার সাহেব বললেন, এর নির্দেশনার বাইরে গিয়ে ব্যাংকিং করার সুযোগ নেই।

ক. কোন ব্যাংকের সম্পদ ও দায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে? ২

গ. মি. রাহাত যে ব্যাংকে লেনদেন করেন তা কোন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে গিয়ে ব্যাংকিং করার সুযোগ নেই– ম্যানেজারের এ মতের সাথে কী তুমি একমত? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে।

খ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। আমদানি ও রপ্তানিকে দেশের অনুকূলে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ দায়িত্ব পালন করে।

গ মি. রাহাত যে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করেন তা একটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকের নানাধিক কাজের মধ্যে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো আমানত গ্রহণ। ব্যাংক জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত বিভিন্ন প্রকার হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। এরূ প আমানত পরবর্তীতে দেশের বৃহত্তম কোনো ক্ষেত্রে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করে। আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক সময় প্রচার কার্যক্রমও চালায়। মি. রাহাতের লেনদেন করা ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তিনি দেখেছেন ব্যাংকটি আমানতের একটি অংশ বাংলাদেশ ব্যাংক জমা দিয়ে থাকে। এ প্রকার ব্যাংকের যাবতীয় ব্যাংকিং কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। তালিকাভুক্ত হওয়ার ফলে মি. রাহাতের লেনদেন করা ব্যাংকটি বৈধ ব্যাংকিং–এর সুবিধা পেয়েছে। তাছাড়া প্রতিবছর মি. রাহাতের লেনদেন করা ব্যাংকটির হিসাব নিরীক্ষণ করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলেই মি. রাহাতের ব্যাংকটিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাবতীয় নির্দেশনা ও খবরদারির মধ্যে টিকে থাকতে হয়।

ঘ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে গিয়ে ব্যাংকিং করার সুযোগ নেই ব্যাংকের ম্যানেজারের মতের সাথে আমি একমত। ব্যাংকসমূহের পথপ্রদর্শক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়মনীতি তৈরি করে অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকে। উদ্দীপকে ব্যাংক ম্যানেজারের ভাষ্যমতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো যাবতীয় ব্যাংকসমূহের ধারক বা কর্তা। যদি কোনো ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত অর্থাৎ নির্দেশনা ছাড়া ব্যাংকিং করে তবে এতে ঐ ব্যাংকের ব্যাংকিং বিষয়ে নানান ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যদি কোনো ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে যায় তবে ব্যাংকটির যাবতীয় ব্যাংকিং কাজের আইনগত বৈধতা থাকে না। ফলে এর স্থায়িত্ব নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এতে সহজেই ব্যাংকটি জনগণের আস্থা হারায়। ব্যাংকের ম্যানেজার বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে থেকে উক্ত ব্যাংকটিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো রকম তথ্য প্রদান করে না এবং ঋণ দিয়েও সহায়তা দেয় না। ফলে স্বভাবতই ব্যাংকিং মূলধন এবং তারল্য সমস্যা দেখা দেয়। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হলে ব্যাংক যেকোনো সমস্যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তা পাওয়ার সুবিধা, নিকাশঘর সুবিধা প্রভৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নানা সুবিধা পেয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায়, সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে আমি একমত যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে ব্যাংকিং করার কোনো সুযোগ নেই।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৯ বাংলাদেশের বিশেষায়িত ব্যাংক

'ক' ব্যাংক', বাংলাদেশের এ বিশেষায়িত ব্যাংকটি পূর্বে ছিল 'শিল্প ব্যাংক' 'খ' ব্যাংক বাংলাদেশের এ বিশেষায়িত ব্যাংকটি সরকার ও দেশের সমবায়ীয় যৌথ মালিকানায় পরিচালিত।

ক. কোন ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' ব্যাংকের কার্যক্রম বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সমবায়ীদের স্বনির্ভরতা অর্জনে 'খ' ব্যাংকের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭৩ রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গঠিত হয়।

খ জমি ও ভারী যন্ত্রপাতি (যেমন– ট্রাক্টর, হারভেস্টর ইত্যাদি) ক্রয়, গভীর নলকূপ স্থাপন, গুদামঘর নির্মাণ, হিমাগার নির্মাণ, পানি সেচের উদ্দেশ্যে খাল খনন, চা বাগানের উন্নয়ন এসব কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক কৃষককে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এ ঋণ ৫ বছর থেকে ২০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

গ 'ক' ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড। উদ্দীপকে পূর্বের 'শিল্প ব্যাংক' বর্তমানে 'ক' ব্যাংক, তাই নির্দেশ করে। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা নামক প্রতিষ্ঠান দুটি একীভূত হয়ে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের শিল্পখাতসহ সার্বিক উন্নয়নে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এ ব্যাংক সাধারণত আমাদের দেশের সাথে সম্পৃক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ঋণ প্রদান করে। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন শিল্প নির্মাণ, পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এ ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। শিল্প কারখানার প্রয়োজনে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণও প্রদান করে। উদ্যোক্তাকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ প্রদান এবং শিল্পায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার গবেষণা পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' ব্যাংকটি হচ্ছে সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত 'সমবায় ব্যাংক'। সরকার ও দেশের সমবায়ীর যৌথ মালিকানায় পরিচালিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড। দেশের সমবায়ীসহ সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাংক দারিদ্র্যবিমোচন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় সমিতির সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী

কৃষিঋণ প্রদান করে। ঋণ প্রদানের খাতগুলো হলো– কৃষি, ভূমি, উন্নয়ন, আউশ, আমন ও বোরো ধান চাষ, শীতকালীন ফসল ও শাকসবজি বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ যেমন : বীজ, সার, কীটনাশক, সেচযন্ত্র ও ট্রাক্টর ইত্যাদি। কৃষি ঋণের মেয়াদ তিন ধরনের হয় যেমন স্বল্পকালীন–৬ মাসের জন্য মধ্যম মেয়াদি ২ বছরের জন্য এবং দীর্ঘকালীন–৫ বছরের জন্য প্রদান করে। সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহে এবং নির্মাণ শিল্পে এ ব্যাংক অর্থায়ন করে। সমবায় ব্যাংক গ্রামীণ যুব ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। অর্থের কার্যাবলি সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেশের বেকারত্ব লাঘবের পাশাপাশি দারিদ্র্যবিমোচনে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন– ২০ অর্থের কার্যাবলি

মানুষের জীবনে অর্থের ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিদিনের নানা কাজকর্ম সম্পাদন করতে অর্থের প্রয়োজন। পূর্বের দিনের দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা থেকে এটি মুক্তি দিয়েছে। এছাড়া এটি কোনো দ্রব্যের তথা সেবার মূল্যের পরিমাপক এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ। অর্থের অন্য একটি বিশেষণ হলো এর জন্য মানুষের অর্থনৈতিক জীবন করেছে গতিময় ও স্বাচ্ছন্দ্যময়।

ক. অর্থ কী? ১
খ. অর্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধার কথা উল্লেখ কর। ২
গ. উদ্দীপকে উলিরখিত সেবার মূল্যের পরিমাপক এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে অর্থের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অর্থ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে করেছে গতিময় ও স্বাচ্ছন্দ্যময়– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বস্তু দ্বারা মানুষ পণ্যসামগ্রী ক্রয়–বিক্রয় করে এবং দেনা–পাওনা মেটানোসহ দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে তাই অর্থ।

খ অর্থের অন্যতম একটি সুবিধা হলো এটি মানুষের ক্রয়–বিক্রয় করাকে সহজ করে দিয়েছে। আদিম যুগে অর্থ আবিষ্কার না হওয়ায় মানুষ দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেন করত। কিন্তু এটি ছিল নানা সমস্যায় পরিপূর্ণ। অভাবের অমিলের জন্য প্রায়ই বিনিময় কার্য অসম্পূর্ণ থাকত। কিন্তু আধুনিক কালে অর্থের প্রচলন হওয়াতে মানুষ সহজেই দ্রব্য ক্রয়–বিক্রয় করতে পারে।

গ উদ্দীপকের আলোকে অর্থের অন্যতম একটি গুণ হলো– এটি সেবামূল্যের পরিমাপক, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সবার কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য। বিশ্বের সব দেশেই এ অর্থ পদ্ধতি চালু রয়েছে। কেউ যদি বাজার থেকে কোনোকিছু কিনতে চায় তাহলে খুব সহজেই সে অর্থের মাধ্যমে তা ক্রয় করতে পারবে। ধরি কেউ বাজার থেকে এক কেজি আম কিনবে যার দাম ১৫০ টাকা হলে সে সহজেই ১৫০ টাকা পরিশোধ করে আম কিনতে পারবে। এভাবে প্রতিটি দ্রব্যই অর্থ মূল্যে পরিমাপ করা যায়। এছাড়া সমাজে যার প্রচুর অর্থ রয়েছে সে নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করতে পারে। দরিদ্রদের সাহায্য, ভালো বাড়িতে থাকা, ভালো গাড়িতে চড়া ইত্যাদি অর্থের মাধ্যমে সম্ভব। সুতরাং যে মানুষের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে সে সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে এবং এটি তার সামাজিক মর্যাদাও বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

ঘ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ মানুষের জীবনকে করেছে গতিময় ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। বিনিময়কারীদের অভাবের অমিল, পণ্যের বিভক্তির সমস্যা, মূল্য স্থানান্তরের সমস্যা, দেনা–পাওনা পরিশোধের সমস্যা ইত্যাদি জটিল সমস্যা থেকে অর্থ মানুষকে পরিত্রাণ দিয়েছে। অতীতে ইচ্ছা করলেও মানুষ পণ্য দ্রব্য সঞ্চয় করে রাখতে পারত না। কিন্তু এখন সে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে অর্থ যে কোনো পরিমাণ সময়ের জন্য জমিয়ে রাখতে পারে। এছাড়া বহনে সুবিধা, সমজাতীয়তা, অপচয়রোধ ইত্যাদি কারণে অর্থ সবার কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। মানুষ অর্থকে আশ্রয় করে যে কোনো চুক্তি, লেনদেন, দ্রব্য ও সেবার আদান–প্রদান, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, ব্যবসায়, বাণিজ্য ঋণ প্রদান ও পরিশোধ ইত্যাদি যে কোনো চাহিদা ইচ্ছা করলেই খুব দ্রুত ও স্বল্প সময়ে করতে পারছে। শুধু তাই নয় মানুষ এখন অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজ শুধু দেশেই নয় বরং পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে সম্পাদন করতে পারছে। সুতরাং এদিক থেকে বলা যায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে করেছে গতিময় ও স্বাচ্ছন্দ্যময়।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ২১ বিনিময়ের মাধ্যম

বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল বান্দরবানে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা চাকমা জনগোষ্ঠী 'জুম' চাষ করেই প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করে। তারা পাহাড়ের নিচে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত ফসল উৎপাদন করে দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করে। তারা একেকজন একেক ধরনের ফসল উৎপাদন করায় এসব ফসল ও দল বদল করে দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটায়। তবে মাঝে মধ্যেই ফসলের মূল্যগত পার্থক্য বা চাহিদার অসামাঞ্জস্যতা নিয়ে তারা অসন্তুষ্টিতে ভোগে।

ক. বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা চাকমাদের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে লেনদেনের কোন মাধ্যমটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত চাকমা জাতিসত্তার অসন্তুষ্টিতে ভোগার বিষয়টিকে তুমি কতটুকু যৌক্তিক বলে মনে কর? মতামত প্রদান কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিনিময়ের সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম হলো অর্থ।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যখন অন্য উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে বা ঋণপত্রের বিপরীতে ঋণ প্রধান করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বলে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ বিনিময় প্রথা কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন– ২২ অর্থের কার্যাবলি

ঘটনা–১ : সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে পরীক্ষা দেওয়ার রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে নোমান চৌধুরীকে ৫০০ টাকার একটি ব্যাংক ড্রাফট করতে হয়। এই ৫০০ টাকা হলো পরীক্ষার ফি, যা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দিতে হয়েছে।

ঘটনা–২ : রেজওয়ানা চৌধুরীর একমাত্র ছেলে সোহান চৌধুরী ১ ও ২ টাকা মূল্যের ধাতুব মুদ্রা পেলেই মাটির ব্যাংকে জমিয়ে রাখে। এভাবে সোহান অনেক অর্থ জমিয়েছে। যা ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে সে ব্যবহার করতে পারবে।

ক. বিহিত অর্থ কী? ১
খ. ধাতব মুদ্রা বলতে কী বোঝ? ২
গ. ঘটনা–১ অর্থের কোন প্রকারটির ধারণা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা–২–এ অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করেছে –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে বলে বিহিত অর্থ।

খ ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে লেনদেন করে, তাকে ধাতব মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে ৫ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা, এর পয়সার ধাতব মুদ্রা আছে, ধাতব মুদ্রা সরকার কর্তৃক প্রচলিত হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের ব্যাখ্যা কর।

ঘ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থের কার্যাবলির আলোচনা কর।

প্রশ্ন–২৩ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের ব্যবহার

ঢাকার নীলক্ষেতে বই কিনতে গিয়ে শামীম ১০০০ টাকার পাঁচটি বই ক্রয় করল। পাঁচটি বইয়ের আলাদা আলাদা মূল্য হিসাব করে শামীম বইয়ের বিপরীতে লাইব্রেরিয়ানকে ১০০০ টাকা প্রদান করে। এক সাথে পাঁচটি বই বিক্রয় করতে পেরে লাইব্রেরিয়ান যেমন খুশি হয় তেমনি শামীমও পছন্দের বই কিনতে পেরে আনন্দিত হয়।

ক. অর্থের কাজ কয়টি? ১

খ. বিহিত মুদ্রা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের লেনদেনে অর্থের কোন ধরনের কার্যাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে অর্থের ব্যবহারই উদ্দীপকের শামীম এবং লাইব্রেরিয়ানকে তৃপ্ত করতে পেরেছে–মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থের কাজ ৪টি।

খ যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ধাতব মুদ্রা ও কাগজি নোট নিয়ে গঠিত হয় বিহিত মুদ্রা। বিহিত মুদ্রাকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ মূল্যের পরিমাপক কার্যাবলি বহিঃপ্রকাশ ব্যাখ্যা কর।

ঘ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের ব্যবহার আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

আজাদ প্রোডাক্টস–এর মালিক খন্দকার আজাদ হোসেন জিসান ল্যাপটপস হাউসের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি ল্যাপটপ ক্রয় করেন। জানুয়ারি মাসে বিল পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদান করে জনাব আজাদ ল্যাপটপ ক্রয় করেন। কিন্তু ল্যাপটপ কোম্পানিটি আগস্ট মাসেই প্রতিশ্রুতিপত্রটি ব্যাংকে ভাঙিয়ে অর্থ সংগ্রহ কর। ফলে উভয় কোম্পানির কাজেই গতিশীলতা বজায় থাকে।

ক. ব্যাংকের মুনাফা কী? ১

খ. অর্থ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন ধরনের কার্যাবলির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যাংকের এ ধরনের কার্যাবলির কারণেই ব্যবসা–বাণিজ্যে গতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকে আমানতকৃত টাকার ওপর ধার্যকৃত সুদের তুলনায় গ্রাহকদের দেয়া ঋণের ওপর ধার্যকৃত।

খ অর্থ বলতে বিনিময়ের এমন একটি মাধ্যম বোঝায়, যা মূল্যের পরিমাপক, দেনাপাওনা মেটানোর ওপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধা দূরীকরণে অর্থ নামক বস্তুটির উদ্ভব ঘটেছে, যা দেশের সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত। সুতরাং সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাকে অর্থ বলে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৫ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

তায়সীর এন্ড কোম্পানির মালিক কাইয়ুম হোসেন প্রতি মাসে ঢাকার একটি পার্স কোম্পানির কাছ থেকে মেশিনারি ক্রয় করেন। তিনি সোনালী ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামালের দাম পরিশোধ করার জন্য একটি ১০ লক্ষ টাকার ব্যাংক ড্রাফট পাঠান। পার্স কোম্পানির মালিক রহমান সাহেব ব্যাংক ড্রাফটি কোম্পানির নামে রূপালী ব্যাংকের খোলা হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ তুলে নেন।

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. প্রামাণিক মুদ্রা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সোনালী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট ইস্যু বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সোনালী ও রূপালী ব্যাংকের হিসাব–নিকাশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ রয়েছে–বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ে নিয়োজিত এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনসাধারণের সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে নিয়ে, ব্যবসা–বাণিজ্য ও উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ঋণ দেয়।

খ যে মুদ্রা গলানোর মাধ্যমে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায়, তাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ নিকাশ ঘর হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৬ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা অতুলনীয়। এ ব্যাংকটির একটি শাখা থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে শাহজাহান সিরাজ কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসায় উত্তরোত্তর লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি এ ব্যাংকেই একটি হিসাব খুলে টাকা সঞ্চয় করেন। বর্তমানে শাহজাহান ব্যাংক ঋণ শোধ করেও ৫ লক্ষ টাকা তার হিসাবে জমা রেখেছেন। যা ১০ বছর পর তুলে বড় কোনো ব্যবসা শুরু করবেন বলে মনস্থির করেছেন।

ক. অর্থ কী? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্বল্প মেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন কাজগুলোর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের পরিপূর্ণ ধারণা দেয় না– বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থ হলো বিনিময়ের মাধ্যম।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়। কারণ এ ব্যাংক জনগণের নিকট হতে প্রথমে আমানত সংগ্রহ করে উক্ত আমানত পরবর্তীতে নির্দিষ্ট হারে জমা রেখে বাকি অংশ বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ অন্যস্থানে ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের এরূ প ঋণদান কাজ সাধানণত স্বল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে। কারণ গ্রাহক তার জমাকৃত অর্থ যেকোনো সময় ফেরত চাইতের পারে। এবেত্রে গ্রাহকের চাহিদার কথা বিবেচনা করে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের মেয়াদ স্বল্পমেয়াদি হয়। তাই বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৭ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং মুদ্রাস্ফীতির জন্য অর্থবাজারে চরম অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করায় সরকার কিছু নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নতুন নোট ছাপানো এর মধ্যে একটি। এছাড়া ঋণের স্বল্পতা এবং আধিক্য পরিহারেও সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেছে।

ক. নিকাশঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে কোন ব্যাংক? ১
খ. ব্যাংক হিসাব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন ব্যাংকটি কার্যকর ভূমিকা পালনে সবম? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি এই ব্যাংকের ভূমিকার পরিপূর্ণ রূ প প্রকাশ করে কি? মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

খ বিশ্বের সব দেশে বর্তমানে যে কোনো ধরনের লেনদেন ও দেনা–পাওনা পরিশোধের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে। অর্থাৎ ব্যাংক সৃষ্ট আমানত বা হিসাবকে অর্থ হিসেবে গণ্য করা চলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে বা ঋণ প্রদান করে অর্থ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ হলো চলতি হিসাবে এবং সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত। এ আমানত চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করা যায়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচন কর।

প্রশ্ন–২৮ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

গার্মেন্টস ব্যবসায়ী শরীফুল হক গার্মেন্টসে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করেন। আবার এসব পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানিও করে। সারাদেশেই তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে। তিনি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রায়ই ব্যাংকের সাহায্য গ্রহণ করেন। ব্যাংক তার হয়ে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে।

ক. কাগজি নোট কী? ১
খ. নিকাশঘরের কাজ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন কাজটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর বাণিজ্যিক ব্যাংক এ ধরনের কাজের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে? মতামতের পবে যুক্তি দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি হয় তাকে কাগজি মুদ্রা বা নোট বলে।

খ নিকাশঘর বলতে এমন একটি কব, স্থান বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে একটি নিকাশ পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের ব্যাংকসমূহের তাদের পরস্পরের মধ্যকার দেনাপাওনা সংক্রান্ত হিসাবের নিষ্পত্তি করা হয়। বিভিন্ন ব্যাংক চেক, ড্রাফট, হুন্ডি প্রভৃতি ভাঙানোর মাধ্যমে একে অন্যের নিকট পাওনাদার হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ লেনদেনের 'নিকাশঘর' হিসেবে পারস্পরিক দেনাপাওনার হিসাব পরিশোধ করে। নিকাশঘর বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের দেনাপাওনা নিষ্পত্তির এ প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাণিজ্য সহায়তায় ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৯ গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলি

বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে স্বামী হারিয়ে বিধবা জরিনা বেগম যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তখন তার ছোট বেলার বান্ধবী শিলা তার পাশে এসে দাঁড়ায়। এলাকার একটি ব্যাংক থেকে জামানতবিহীন ঋণ গ্রহণে শিলা তাকে সাহায্য করে এবং একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে দেয়। এই সেলাই মেশিন দিয়ে জরিনা তার ভাগ্য পরিবর্তন করেছে। জরিনার তৈরি কাপড় বাজারের নামি–দামি দোকানে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। যা তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছে।

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জরিনাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে কোন ব্যাংকটি সহায়তা করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জরিনার মতো হাজারো নারীর ভাগ্য উন্নয়নে এ ব্যাংকটির ভূমিকা অনন্য– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রতিষ্ঠান সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

খ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং যেকোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিনা খরচে বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের পাওনা আদায় এবং

বিভিন্ন খাতে সরকারের দেনা পরিশোধ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব নিকাশ করেও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এই ব্যাংক সুদ ছাড়া সরকারের অর্থ জমা রাখে এবং প্রয়োজনবোধে সরকারকে ঋণ দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে আর্থিক ব্যাপারে পরামর্শ দেয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ৩০ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

বিশিষ্ট শিল্পপতি মতিন মিয়া গত বছর গার্মেন্টস ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হন। এ বছর তিনি নতুন করে ব্যবসায় শুরু করতে চান। এ কারণে ঢাকার অদূরে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে দুটি গার্মেন্টস কারখানা নির্মাণ করতে চান। তিনি ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়ে এ কাজে হাত দিবেন বলে জানিয়েছেন।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১

খ. বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২

গ. শিল্পপতি মতিন মিয়া কোন ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে বেশি উপকৃত হবেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বনির্ভরতা অর্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে এ ব্যাংকের ভূমিকা অনন্য– মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে এমন এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে।

খ প্রতিটি দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও নানা ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকে। এসব ব্যাংক ছাড়াও বাংলাদেশে বিশেষ ঋণদানকারী সংস্থা আছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উলেরখযোগ্য হলো :

১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ৩. সমবায় ব্যাংক ৪. গ্রামীণ ব্যাংক।

এ সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ উদ্দেশ্যেই জনগণকে ঋণ প্রদান করে থাকে। যেমন : কৃষি ব্যাংক কৃষিকাজের জন্য, শিল্প ব্যাংক শিল্প স্থাপনের জন্য ঋণ দেয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের শিল্পায়ন আলোচনা কর।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ৩১ বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি

'ক' দেশের সরকার তার আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব রাখা এমন কি বিশেষ মুহূর্তে সরকারকে ঋণ প্রদান ও আর্থিক উপদেশ প্রদানও ব্যাংক করে থাকে। আবার এমন কিছু ব্যাংক রয়েছে যেগুলো জনগণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে টাকা গ্রহণ করে। বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে জামানত নিয়ে স্বল্পমেয়াদি ঋণদান করে থাকে। আর এভাবেই সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ঐ ব্যাংকটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

ক. কোন ব্যাংক গবেষণা পরিচালনা ও কৃষি পরিসংখ্যান তৈরিতে সাহায্য করে? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে তার মূল উদ্দেশ্য সাধন করে? ২

গ. 'ক' দেশের সরকার যে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে, সে ব্যাংকের কার্যাবলি সংক্ষেপে তুলে ধর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত ব্যাংকটি হলো অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক? তুমিও কি তাই মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ব্যাংক গবেষণা পরিচালনা ও কৃষি পরিসংখ্যান তৈরিতে সাহায্য করে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান; মুনাফা অর্জনই তার মূল্য উদ্দেশ্য। এ কাজ করতে গিয়ে ব্যাংক অর্থ আমানতকারীদেরকে স্বল্প হারে সুদ দেয় এবং ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে উচ্চহারে সুদ আদায় করে। এ দুয়ের ব্যবধানই ব্যাংকের মুনাফা। ব্যাংক আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের মধ্য দিয়ে তার মূল্য উদ্দেশ্য সাধন করে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচয় দাও।

ঘ "বাংলাদেশে ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক।" আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ৩২ গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য

নিয়ামতপুরের জমিলা বেগম একজন দরিদ্র ও বিধবা মহিলা। বাসস্থানের একটি ঘর ছাড়া তার সম্পদ বলে আর কিছুই নেই। দরিদ্রতা দূর করার জন্য তিনি একটি বিশেষ ধরনের ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে গাভী পালন ও দুধ বিক্রয় শুরু করেন। কিছুদিন তার থেকে তিনি সচ্ছল জীবনযাপনে সক্ষম হন।

ক. কোন সাল হতে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়? ১

খ. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জমিলা বেগম যে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেন, সেটি কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জমিলা বেগম আর কোন ব্যাংক হতে এ ধরনের সহযোগিতা পেতে পারত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৮৩ সাল হতে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়।

খ যে মুদ্রা দেশের জনসাধারণ গ্রহণ করতে আইনত বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। বাংলাদেশ সরকার ও সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব অর্থ প্রচলন করেছে সেগুলো বিহিত মুদ্রা হিসেবে পরিচিত। এসব মুদ্রা বাংলাদেশের নাগরিকগণ গ্রহণ করতে আইনত বাধ্য থাকে। গ্রহণের সীমার দিক থেকে বিহিত মুদ্রাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : অসীম বিহিত মুদ্রা এবং সসীম বিহিত মুদ্রা।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ বিশেষায়িত ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ মুদ্রা কয় প্রকার?

উত্তর : মুদ্রা ২ প্রকার।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ ধাতব মুদ্রাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর : ধাতব মুদ্রাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ প্রামাণিক মুদ্রা কী?

উত্তর : যে মুদ্রা গলানোর পরে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায়, তাই প্রামাণিক মুদ্রা।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ প্রতীক মুদ্রা কাকে বলে?

উত্তর : যে মুদ্রার ধাতব মূল্য তার দৃশ্যমান মূল্যের চেয়ে কম তাকে প্রতীক মুদ্রা বলে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ মুদ্রা প্রচলন করে কে?

উত্তর : মুদ্রা প্রচলন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কাগজি মুদ্রাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর : কাগজি মুদ্রাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ রূ পান্তরযোগ্য মুদ্রা কাকে বলে?

উত্তর : যে কাগজি নোটের পরিবর্তে চাওয়া মাত্র সরকার সমমূল্যের দেশীয় মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে তাকে রূ পান্তরযোগ্য মুদ্রা বলে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ৫ টাকা কী মুদ্রা?

উত্তর : ৫ টাকা রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ রূ পান্তর অযোগ্য মুদ্রা কাকে বলে?

উত্তর : যে কাগজি নোটের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা, রবপা পাওয়া যায় না তাকে রূ পান্তর অযোগ্য মুদ্রা বলে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক থেকে অর্থকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর : গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক থেকে অর্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ অসীম বিহিত অর্থ কী?

উত্তর : যে বিহিত মুদ্রা দ্বারা আইনগতভাবে যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায়, তাই অসীম বিহিত মুদ্রা।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ সসীম বিহিত অর্থ কী?

উত্তর : যে অর্থ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায় তাই সসীম বিহিত অর্থ বলে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ বাণিজ্যিক ব্যাংক কয় ধরনের আমানত গ্রহণ করে?

উত্তর : বাণিজ্যিক ব্যাংক তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অভিভাবক কে?

উত্তর : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অভিভাবক কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ মুদ্রা প্রচলন করে কোন ব্যাংক?

উত্তর : মুদ্রা প্রচলন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?

উত্তর : যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ সরকারের ব্যাংক হিসেবে কোন ব্যাংক কাজ করে?

উত্তর : সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে কোন ব্যাংক?

উত্তর : ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ নিকাশঘর কে পরিচালনা করে?

উত্তর : নিকাশঘর কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালনা করে।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ বাংলাদেশ ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ কৃষি ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : কৃষি ব্যাংক ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ কৃষি ব্যাংক কতটি মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে?

উত্তর : কৃষি ব্যাংক তিনটি মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ কৃষি ব্যাংকের মধ্য মেয়াদি ঋণের সময়কাল কত?

উত্তর : কৃষি ব্যাংকের মধ্য মেয়াদি ঋণের সময়কাল ১৮ মাস থেকে ৫ বছর।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ কৃষি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের মেয়াদকাল কত?

উত্তর : কৃষি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের মেয়াদকাল ৫ বছর থেকে ২০ বছর।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ গ্রামীণ ব্যাংক কাদেরকে ঋণ দেয়?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংক ভূমিহীন দরিদ্রদের ঋণ দেয়।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ ক্ষুদ্র ঋণের পথিকৃত কোন ব্যাংক?

উত্তর : ক্ষুদ্র ঋণের পথিকৃত গ্রামীণ ব্যাংক।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ সমবায় ব্যাংকের শতকরা কত অংশ সরকারের?

উত্তর : সমবায় ব্যাংকের শতকরা ১৪% সরকারের।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ কোন ধরনের মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই?

উত্তর : কাগজি মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ ব্যাংককে অন্য ভাষায় কী বলা হয়?

উত্তর : ব্যাংককে অন্য ভাষায় ঋণের কারবার বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?

উত্তর : ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন ব্যাংক?

উত্তর : দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সাধারণত সপ্তাহে কয় বার টাকা তোলা যায়?

উত্তর : সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সাধারণত সপ্তাহে দুই বার টাকা তোলা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৩৫ ॥ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদনকারীকে কমপক্ষে কত টাকা জমা দিতে হয়?

উত্তর : ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদনকারীকে কমপক্ষে ৫০০ টাকা জমা দিতে হয়?

প্রশ্ন ॥ ৩৬ ॥ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক?

উত্তর : বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিশেষ ঋণদানকারী ব্যাংক।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ধাতব মুদ্রা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ধাতব মুদ্রা বলতে ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি মুদ্রা বোঝায়, যা মানুষের প্রাত্যহিক লেনদেনের কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের প্রামাণিক এবং প্রতীক মুদ্রা নামে দুই প্রকারের ধাতব মুদ্রা প্রচলিত রয়েছে। এদেরকে বস্তুগত মূল্যমানের দিক দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ৫ টাকা, ২ টাকা, ৫০ পয়সা ইত্যাদি বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ প্রামাণিক মুদ্রা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : প্রামাণিক মুদ্রা বলতে বোঝায় এমন মুদ্রা, যা গলানোর মাধ্যমে ধাতু বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায়। প্রামাণিক মুদ্রা হলো ধাতব মুদ্রা, যে ধাতব মুদ্রা গলানোর পরও সমান পরিমাণ মূল্য বজায় থাকে, তাই প্রামাণিক মুদ্রা।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ আমানত বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : জনগণের আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ ভবিষ্যতের জন্য ব্যাংক হিসাবে জমা রাখাকে আমানত বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে জনগণ তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করে রাখতে পারে। ব্যাংকে সাধারণত তিনটি হিসাব খোলার মাধ্যমে জনগণ অর্থ আমানত করতে পারে। যেমন– চলতি, সঞ্চয়ী এবং স্থায়ী। এ হিসাব অনুযায়ী জনগণের কাছ থেকে ব্যাংকের অর্থ সংগ্রহকে আমানত বলে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয় কেন?

উত্তর : কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক সংকট মোকাবিলাসহ গুরবত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয় বলে একে

সরকারের ব্যাংক বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের রাজস্ব পাওনা সরকারের হিসাবে জমা রাখে এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে প্রদান করে। সরকারকে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করে এ ব্যাংক। সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নীতিনির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গড়ে তোলা হয়েছে কেন?

উত্তর : শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা দুটি একীভূত হয়ে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ, নারীকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এ ব্যাংক যাত্রা শুরু করে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক কীভাবে কাজ করে?

উত্তর : মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক দেশের অবহেলিত জনসাধারণকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণ প্রদানসহ উপকরণ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এনে সংঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান গড়ে তুলতে ঋণ দান করে। ভিক্ষুকদের সুদবিহীন ঋণ দান করে তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে এ ব্যাংক। তাছাড়া নারীদের কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে গ্রামীণ ব্যাংক নানাভাবে সহায়তা করে। এভাবে গ্রামীণ ব্যাংক মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ সমবায় ব্যাংক কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত ব্যাংকই হলো সমবায় ব্যাংক। পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে স্বল্পসুদে ঋণ দানের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছে সমবায় ব্যাংক, সরকার ও দেশের সমবায়ীদের যৌথ মালিকানায় এ ব্যাংকটি পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকটির শেয়ারের ৮৬% মালিক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ১৪% সরকারের মালিকানায়। দারিদ্র্যবিমোচন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ দান করে এ ব্যাংকটি।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় কেন?

উত্তর : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ জমাদানকারীকে তার জমাকৃত অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে বলে ব্যাংক তার তহবিল থেকে স্বল্পকালের জন্য ঋণদান করে। তাই এ ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ জনগণের সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য আমানত জমা রাখে, আবার ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য জনগণকে ঋণ দান করে জনগণের আমানত চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে হয় বলে ব্যাংক স্বল্পকালের জন্য জনগণকে ঋণ দিয়ে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ রেমিট্যান্স বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : রেমিট্যান্স বলতে প্রবাসে কর্মরত সকল জনসাধারণের আয় বোঝায়। বাংলাদেশের শ্রমিকের একটি বিরাট অংশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। তারা তাদের বৈদেশিক অর্থ দেশের প্রেরণ করলে সরকার এ আয়ের ওপর একটা নির্দিষ্ট অংশ ধার্য করে সরকারি আয় বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল বলে দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সেবা জীবন্ত উপকরণ। তাই শ্রম ও সেবা সঞ্চয় করা যায় না। কিন্তু অর্থ দ্বারা সবকিছু বিনিময় করা যায় বলে এরূ প দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্য অর্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বর্তমানে মানুষ তার উৎপাদিত আর থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে তা অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করতে পারে। কারণ, অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় অনেক বেশি নিরাপদ ও তুলনামূলক স্থায়ী। অতএব সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থের ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অর্থ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়। বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে। আবার ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে। এভাবে অর্থের দ্বারা যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়–বিক্রয় করা যায়। ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়। তাই বলা হয়, অর্থ বিনিময়ে সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ দ্রব্য বিনিময় প্রথা কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মানুষের এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাই হলো দ্রব্য বিনিময় প্রথা বা Barter System। অর্থ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করত। গ্রামাঞ্চলে এখনও এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য গ্রহণ করার প্রচলন রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, যার প্রেক্ষিতে অর্থের উদ্ভব ঘটে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ গ্রামীণ ব্যাংক কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?

উত্তর : গ্রামীণ ভূমিহীনদের ভাগ্য উন্নয়ন এবং মহাজনদের দৌরাত্ম্য থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে। দরিদ্র ও ভূমিহীনদেরকে গ্রাম্য মহাজনদের দেওয়া সুদের চক্রাকার গণ্ডি থেকে রক্ষা করতে গ্রামীণ ব্যাংক, বিমার জামানতে স্বল্প সুদে ঋণ দান প্রক্রিয়া শুরু করে। এর ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনই গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল কারণ।